মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২০

আল্লাহ বলেন,
প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের কর্মফল পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হবে। অতঃপর (সেদিন) যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়
(সূরা আলে ইমরান ৩/১৮৫)।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية و أدبية
جلد : ٢٤، عدد : ١، صفر وربيع الأول ١٤٤٢هـ/ أكتوبر ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কুতুবিয়া মসজিদ, মরক্কো। দেশটির রেড সিটি খ্যাত মার্রাকেশ শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক এই মসজিদটি আল-মুরাবিতূন খলীফা ইউসুফ বিন তাশফীনের (১০০৯-১১০৬ খৃ.) শাসনামলে নির্মিত হয়। এছাড়া এর সৌন্দর্যমণ্ডিত মিনারটি নির্মিত হয় আল-মুওয়াহহিদূন খলীফা ইয়াকুব আল-মনছূরের আমলে (১১৮৪-১১৯৯ খৃ.)। ৭৭ মিটার উঁচু ঐতিহাসিক এই মিনারটির উপরে উঠার জন্য বিশেষ পথ তৈরী করা হয়েছে, যাতে আযানের সময় মুওয়াযযিন ঘোড়ায় চড়ে উপরে উঠতে পারেন।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ | ১ম সংখ্যা

ছফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ

আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭ বাং

অক্টোবর ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দরসে কুরআন :

♦ ঈমানী সংকট ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ প্রবন্ধ :

♦ আদর্শ চিকিৎসকের করণীয় ও গুণাবলী ০৮
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(৫ম কিস্তি)* ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ মুসলমানদের রোম ও কন্সটান্টিনোপল বিজয় ১৯
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ উপকূলীয় এলাকা কি বিলীন হয়ে যাবে? ২৩
-অনিমেষ গাইন, শিবলী সাদিক, মফিজুর রহমান

◈ মনীষী চরিত :

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৪র্থ কিস্তি)* ২৫
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ হক্বের পথে যত বাধা :

♦ তোমাকে দাওয়াতী কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেইনি ২৯
-ডা. মুহাম্মাদ ফযলুল হক

◈ ইতিহাসের পাতা :

♦ দিলালপুর : আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ৩৩
-এডভোকেট জারজিস আহমাদ

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

♦ মাদক মামলার এক আসামীর গল্প ৩৬
-মতীউর রহমান

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭

◈ কবিতা : ৩৮

♦ মূসা (আঃ)-এর বিজয়
♦ হকের পথে চিরদিন
♦ দ্বীন-ধর্ম

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৯

◈ মুসলিম জাহান ৪১

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১

◈ সংগঠন সংবাদ ৪২

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

পররাষ্ট্র নীতি নিশ্চিত করুন!

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেরও পররাষ্ট্র নীতি হ'ল 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'। অনেকে বলেন, 'বন্ধু, প্রভু নয়'। এগুলি স্বাভাবিক সময়ের নীতি। যা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এরপরেও প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজস্ব নীতি-আদর্শ থাকে। যার উপর দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যেমন আমেরিকা তার ডলারে লিখে রেখেছে, In God we trust. 'আল্লাহতে আমরা বিশ্বাস করি'। বস্তুতঃ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'লে সেই দেশ ভঙ্গুর হবে অথবা বিভক্ত হয়ে যাবে। যেভাবে পাকিস্তানী শাসকদের আদর্শচ্যুতির কারণে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পূর্বাংশে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় হিন্দু নেতাদের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, সে আদর্শের অগ্রসৈনিক ছিল ঢাকা। ১৯০৬ সালে নওয়াব সলীমুল্লাহ প্রথম মুসলিম লীগ গঠন করেন। অতঃপর শুরু হয় পাকিস্তান আন্দোলন। যা পূর্ণতা পায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান লাভের মাধ্যমে। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পরে পাকিস্তানী নেতারা আমেরিকার কব্জায় চলে যান। ফলে স্বাধীনতা কেবল শ্লোগানে থাকে, বাস্তবে বন্দী হয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক ইহূদী-খৃষ্টান ও কুফরী চক্রের হাতে। যার শেষ নামে ভারতের সরাসরি হামলার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে। আস্ত রুটি এক সাথে খাওয়া যায় না। তাই দু'টুকরা করা হ'ল। এখন দু'টিই রয়েছে সংকটের মুখে।

ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে কব্জায় নেওয়ার জন্য ভারত, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা সবাই তৎপর। একদিকে ১৭ কোটি মানুষের বিরাট বাজার, অন্যদিকে এখানে ঘাঁটি গাড়তে পারলে বঙ্গীয় বদ্বীপ এলাকায় ছড়ি ঘুরানো যাবে। বিপুল বন সম্পদ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নীচে লুকিয়ে থাকা তৈল ও গ্যাসের বিশাল ভাণ্ডার হাত করা যাবে। আরও হাত করা যাবে বিশ্বের অন্যতম সেরা অক্সিজেন উৎপাদনকারী বনভূমি সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য ভাণ্ডার। সবার সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বিপদে কেউ এগিয়ে আসছে না। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লক্ষাধিক মুসলিম ভাই-বোন আজ বাংলাদেশের গলগ্রহ হয়ে আছে। অথচ তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে কোনরূপ সহযোগিতা ঐসব দেশ করেনি। যদি রোহিঙ্গারা মুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আন্তর্জাতিক কূটনীতি হয়ত ভিন্নরূপ হ'ত। এ বিষয়ে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি আল্লাহ্র আহ্বান স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

যেমন অমুসলিম নেতাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ২৮)*। অমুসলিম রাষ্ট্র নেতারা নানা পুরস্কার ও লকব দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের খুশী করার চেষ্টা করবে। সেজন্য সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান কেবল আল্লাহ্র জন্য' *(নিসা ১৩৯)*।

অতঃপর নির্দিষ্টভাবে ইহূদী-খৃষ্টানদের ব্যাপারে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে' *(মায়েদাহ ৫১)*। যুগে যুগে আবিষ্কৃত নানা তন্ত্রে-মন্ত্রে যাতে মুসলিম নেতারা ভুলে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*। এখানে ইল্ম অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ। আর ইহূদী-খৃষ্টান ও অমুসলিম বিশ্ব সবাই এক দলভুক্ত। তাদের কারু সামনে কুরআন ও সুন্নাহ্র হেদায়াত নেই। তাদের অর্জন সবই দুনিয়ার জন্য। তার বিপরীতে মুসলিমদের অর্জন কেবল আখেরাতের জন্য। তাই মুসলিম শাসকদের নিকট একটি নগণ্য পশুও নিরাপদ। কারণ সেও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তার জন্যও মুসলিম নেতাদের আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

মুসলিম নেতাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা সর্বাগ্রে মুসলিম। অতঃপর তার দেশের পরিচয়। আখেরাতে জান্নাত লাভ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আখেরাত বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা লক্ষ্য নয়। একটি পাকা কলা ছাগলেও খায়, মুসলমানেও খায়। ছাগল সরাসরি খেয়ে নেয়, কিন্তু মুসলমান হালাল-হারাম বেছে খায়। স্রেফ আদর্শের কারণে মুসলমান ও কাফের পরস্পরের সম্পত্তির ওয়ারিছ হয় না *(বুঃ মুঃ)*। তাই উন্নয়নের দোহাই দিয়ে যার তার সাথে মুসলমান গাঁটছড়া বাঁধতে পারে না। তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দেওয়া গাইড লাইন মেনে চলতে হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে আন্তর্জাতিক চক্রান্তে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে 'ইস্রাঈল' নামে একটি অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভাণ্ডারের উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য কথিত পরাশক্তিগুলির অপচেষ্টার অংশ। সেখানকার হাযার বছরের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের রাতারাতি উৎখাত করে সেখানে বাহির থেকে ইহূদীদের এনে বসানো হ'ল। আজও সেই অবৈধ বসতি স্থাপন চলছে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের পরে মধ্যপ্রাচ্যের সব আরব রাষ্ট্র ইস্রাঈলকে বয়কট করে। বাংলাদেশ সহ

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ঈমানী সংকট

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ‘মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন তারা চলে যায় না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে অনুমতি নেয়। নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে তোমার নিকট অনুমতি চাইলে তুমি তাদেরকে অনুমতি দাও যাকে চাও। আর তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(নূর ২৪/৬২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ বিনা দ্বিধায় মান্য করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। যা ব্যতীত ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না *(কুরতুবী)*। أَمْرٍ جَامِعٍ বা ‘সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজ’ বলতে আমীর যেটাকে দ্বীনের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন, সেটাকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে সাংগঠনিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। উম্মতের সমষ্টিগত কল্যাণের স্বার্থে যখন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমীরের অনুমতি ব্যতীত কেউ সেখান থেকে চলে যেতে পারে না, কপট বিশ্বাসী ও স্বার্থপর সাথীরা ব্যতীত। তারা ঈমানের দাবীদার হ’লেও কখনো পূর্ণ মুমিন নয়। যে ব্যক্তি এটা মেনে চলবে, সেই-ই কেবল পূর্ণ মুমিন হবে *(ইবনু কাছীর)*।

মাদানী জীবনে ইহূদীদের শঠতা ও মুনাফিকদের কপটতাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে সবচেয়ে বড় বেদনার বিষয়। একই সাথে এটা ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। ঝুঁকির সময়ে মুনাফিকরা নানা অজুহাতে সরে পড়ত। কিন্তু গণীমত লাভের সহজ সুযোগ পেলে আগে যেয়ে গণীমত দাবী করত। এদের এই সুবিধাবাদী চরিত্র খুবই স্পষ্ট ছিল। যা অত্র সূরায় ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয় এদেরই কারণে। এর মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃবৃন্দের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে।

অত্র আয়াতটি إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ দিয়ে শুরু হয়েছে। যার অর্থ ‘তারা ব্যতীত মুমিন নয়’ এর প্রায়োগিক অর্থ তারা ব্যতীত পূর্ণ মুমিন নয়’ *(কুরতুবী)*। এখানে মুমিনের তিনটি গুণ বলা হয়েছে। আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস এবং নেতার আনুগত্য। প্রথম দু’টি না থাকলে ঈমানই থাকবে না এবং শেষেরটি না থাকলে ঈমান পূর্ণ হবে না। কারণ নেতার মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হয়। ফলে তার প্রতি আনুগত্য না থাকলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এমনকি সমাজ বিপর্যস্ত হয়। আর নেতাদের জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট গুণাবলী। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হ’ল তাকে আল্লাহ্র বিধান কায়েমের ব্যাপারে আপোষহীন ও দৃঢ়চিত্ত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا– فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا– وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلاً– ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে’। ‘অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপাচারী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করবে না’। ‘তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর’ *(দাহর ৭৬/২৩-২৫)*। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র বিধান কায়েমে গোপনে বা প্রকাশ্যে বাধা দানকারীদের কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর দৃঢ় থাকার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে ও তাঁর সাহায্য কামনা করতে হবে। কারণ প্রকাশ্য বিরোধীদের সহজে চেনা যায়। কিন্তু গোপন বিরোধীদের সহজে চেনা যায় না।

অনেক সময় শত্রুদের প্রতারণায় নিজের লোকেরাও নেতাকে মিসগাইড করে। এটা তারা সরল মনে অথবা কোন স্বার্থের চাপে দুর্বল হয়ে করে। সকল অবস্থাতেই নেতাকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে শক্ত থাকতে হয় এবং আপোষহীন ভাবে আল্লাহ্র বিধান কায়েমে দৃঢ় থাকতে হয়। তাতে আল্লাহ্র অদৃশ্য মদদ নেমে আসে। যেমনটি দেখা গেছে হোনায়েন যুদ্ধে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে। যেমনটি দেখা গেছে ছাহাবীগণের জীবনে বহু স্থানে। দেখা গেছে মুতার যুদ্ধে সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে অমিততেজা তরুণ সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার মধ্যে। মুমিন সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত হয় তার দৃঢ় ঈমানের জোরে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ– ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে‘মতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে। যেসবের তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়’ *(ইউনুস ১০/৯)*।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সর্বদা ঈমানী পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। এমতাবস্থায় তাদের সাথে যতবেশী দৃঢ়চেতা ঈমানদার সাথী থাকে, ততবেশী তারা নিরাপদ থাকেন। যদি সাথীরা দুর্বলচেতা হয় বা অতি সরল হয়,

তাহ'লে তারা বিরোধীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। ফলে নেতার হাযারো সদিচ্ছা তখন কার্যকর হয় না। এমনই অবস্থা হয়েছে যুগে যুগে অদ্যাবধি।

আজকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ঘুষ-দুর্নীতি ও অবাধ লুটপাট চলছে, তার মূল কারণ হ'ল ঈমানী সংকট। সর্বোচ্চ নেতা হন মূলতঃ একজন দলনেতা। তদুপরি যদি তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী হন, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার ভয় তার মধ্যে থাকেনা। অন্যদিকে দেশে তাকে জবাবদিহি করার মত কেউ থাকেনা। ফলে মযলূমের কান্না তিনি শুনতে পাননা। বরং তিনি সর্বত্র কেবল উন্নয়নের জোয়ার দেখেন। মুসলমান হ'লে তার হৃদয়ে আল্লাহভীতির তাকীদ অনুভব করলেও সাংবিধানিক ও আইনী কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় তা কোন গুরুত্ব বহন করে না। তাদের ঈমান কেবল ছালাত-ছিয়ামের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রশাসনিক ও বিচারিক জীবনে তার কোন প্রতিফলন থাকেনা। আর তাই সর্বোচ্চ নেতার সকল হম্বিতম্বি দলীয় লোকদের নিকট কেবল চিৎকার সর্বস্ব হয়ে পড়ে। যার তিক্ত ফল ভোগ করে তৃণমূল জনসাধারণ। দেখা দেয় সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃংখলা। এক সময় লাগামছাড়া হয়ে পড়ে প্রশাসন। ফলে নেমে আসে আল্লাহ্র গযব। যা থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকেনা।

বর্তমানে করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতির যেসব নমুনা বেরিয়ে আসছে, তা তুলনাহীন। কেউ কি ধারণা করতে পারে যে সঞ্চয়ী ব্যাংকের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিগত ৩১ বৎসর যাবৎ কোন অডিট হয়নি। জনগণের সঞ্চিত কত সহস্র কোটি টাকা যে লুটপাট হয়েছে, তার কোন হিসাব নেই *(দৈনিক ইনকিলাব ১৪.৯.২০২০)*। তিতাস গ্যাসের দায়িত্বহীনতার কারণে নারায়ণগঞ্জের পশ্চিম তল্লা বায়তুছ ছালাত জামে মসজিদে গ্যাস পাইপের লিকেজ থেকে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর এশার সময় গ্যাস বিস্ফোরণে নিহত হ'ল ৩১ জন মুছল্লী এবং বাকীদের অবস্থা সংকটাপন্ন। কিন্তু কোম্পানীর কোন জবাবদিহিতা নেই। নেই ক্ষতিপূরণ দানের কোন ব্যবস্থা।

দেশে গ্যাসের রিজার্ভ কমে যওয়ায় সরকার ২০০৯ সাল থেকে বাসা বাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ করেছে। সরকারী তিতাস কোম্পানী এই সুযোগটি কাজে লাগায় এবং তখন থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশে ২৪৫ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্রাহক প্রায় ১০ লাখ। বিল তোলা হয়, কিন্তু সরকার পায় না। প্রতিটি সংযোগ নিতে তাদের দিতে হয় ২০ হাযার থেকে ১ লাখ টাকা ঘুষ *(প্রথম আলো ১০.৯.২০২০)*। আলোচ্য মসজিদ কমিটি ৫০ হাযার টাকা ঘুষ দেয়নি বলে তারা লিকেজ মেরামত হয়নি *(প্রথম আলো ৮.৯.২০২০)*।

ঘুষের কোন প্রমাণ থাকে না। অতএব তদন্তে কোম্পানী নির্দোষ প্রমাণিত হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরাই আসল সাক্ষী। ঘুষখোররা সরকারী দলের নেতা-কর্মী। ফলে তাদের কিছুই হবে না। এরূপ একটা বিশ্বাস সকল পর্যায়ে দানা বেঁধেছে বলেই দেশে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যা দ্রুত চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে পূর্বেকার ও বর্তমানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্রের নামে দলীয় সরকার ও তার সহযোগীরা থাকে সকল জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে। যদিও মুখে সর্বদা জনগণের নিকট জবাবদিহিতার কথা তারা বলেন। অথচ ইচ্ছা থাকলেও সরকার প্রধান সেটা পারেন না, দলীয় স্বার্থের কারণে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, সব স্থানেই রয়েছে কেবল ঈমানী সংকট। যদি প্রত্যেক দায়িত্বশীল স্ব স্ব সমষ্টিগত দায়িত্বের বোঝা বহনের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে বলে বিশ্বাস করতেন, তার সকল কাজ আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন বলে ভয় পেতেন, তাহ'লে তাদের দ্বারা কোনরূপ দায়িত্বহীনতা ও অসৎকর্ম সম্পাদিত হ'ত না।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার সব স্তরের দায়িত্বশীল প্রায় সবাই মুসলিম। তারা ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত । অথচ যত অপকর্ম তাদের মাধ্যমেই হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ তারা লৌকিক ইসলামে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পারলৌকিক চেতনা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ ঈমানের বিষয়টি হ'ল সেখানের। যা বাহির থেকে দেখা যায় না। একই পাকা কলা মানুষে খায় ও ছাগলে খায়। কিন্তু মুমিন হালাল-হারাম বেছে খায়। ছাগল তা বাছেনা। কারণ তাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। পক্ষান্তরে মুমিন যখন একইরূপ বিশ্বাসী হয়, তখন ছাগলের সাথে তার আর কোন পার্থক্য থাকে না। এটাকেই আল্লাহ বলেছেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ– 'আর আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। যার বাস্তব নমুনা ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম। যারা জাহেলী যুগের অবস্থা থেকে ইসলামী যুগে এসে সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের হাতে কেবল মানুষ কেন একটা নগণ্য প্রাণীও নিরাপদ ছিল। অথচ আজকের পৃথিবীর শাসকদের অত্যাচারে মানুষ নিজ বাড়ীতেও নিরাপদ নয়। এমনকি মিথ্যা মামলা, ভুয়া দলীল, অফিসের ঘুষ-দুর্নীতি ও চাঁদাবাজদের অত্যাচারে ভিটে-মাটি ছাড়া হয়ে মানুষ বনে-জঙ্গলে ও সাগরে-নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

আমরা সেই মুসলমান, যাদের পূর্বসূরী একজন মুসলমান

নৌকাডুবি থেকে সাঁতরে তীরে জঙ্গলে উঠে বাঘের মুখে পড়েন। সাক্ষাৎ বিপদে তিনি বাঘকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গোলাম সাফীনাহ। আমি বিপদগ্রস্থ। তাতেই বাঘ থেমে যায় ও তার নিকটে এসে মাথা নীচু করে সম্মান প্রদর্শন করে। সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ও জঙ্গল পার করে পথে উঠিয়ে দেয়। অতঃপর তার নিকটে হামহুম করে সহানুভূতি প্রকাশ করে বিদায় নেয়'।[১]

উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, সত্যসেবী মুমিনকে আল্লাহ এমনকি হিংস্র ব্যাঘ্রকে দিয়েও সাহায্য করে থাকেন।

আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী :

(১) সমষ্টিগত কাজটি হ'তে হবে আল্লাহ্র জন্য ও আল্লাহ্র বিধান মতে। (২) কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি তাকে স্পর্শ করবে না এবং আল্লাহ বিরোধী পন্থায় কাজ করবে না। যারা উক্ত শর্ত দু'টি যত সুন্দরভাবে মেনে চলবেন, তিনি তত বেশী আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কখন ক্বিয়ামত হবে? তিনি বলেন, 'যখন আমানতের খেয়ানত হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল সেটা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর'।[২] তিনি বলেন, 'অতদিন ক্বিয়ামত হবেনা যতদিন না মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও প্রবহমান হয়। এমন অবস্থা হবে যে, যাকাত নেওয়ার কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যাবেনা'।[৩] সবদেশের সরকারের একটাই শ্লোগান 'দারিদ্র্য বিমোচন'। অথচ দারিদ্র্য মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। দরিদ্র মানুষ আছে বলেই ধনী মানুষ বহাল আছে। দরিদ্রদের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমেই দেশ এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ ধনী ও দরিদ্রের এ পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন একে অপর থেকে কাজ নেওয়ার জন্য' *(যুখরুফ ৩২)*।

ধনীদের কর্তব্য দরিদ্রদের যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করা। দরিদ্রদের কর্তব্য মনিবের আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা ও তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। এতে ধনী যেমন দিয়ে তৃপ্তি পাবে, গরীব তেমনি তার দায়িত্ব পালন করতে পেরে তৃপ্তি পাবে। উভয়ে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাবে এবং পরকালে আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম পুরস্কার লাভে ধন্য হবে। বস্তুতঃ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই হ'ল ইসলামী সমাজ জীবনের রূহ। এই রূহ হারিয়ে গেলে কেবল বাহ্যিক সমৃদ্ধির খোলসটুকু পড়ে থাকবে, যা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। সুতরাং 'দারিদ্র্য বিমোচন' কথাটি অবাস্তব। এটি স্রেফ রাজনৈতিক প্রতারণা মাত্র। বরং হওয়া উচিত ধনী-গরীবের বৈষম্য হ্রাস ও তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ সম্পর্ক স্থাপন করা। লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের সর্বত্র অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী দেশের কয়েকজন শিল্পপতির জীবনী পড়ে দেখা গেছে, তারা হতদরিদ্র অবস্থা থেকে এতদূর পর্যন্ত উঠে এসেছেন মূলতঃ কর্মচারীদের সাথে গভীর সৌহার্দ্য ও ন্যায়ানুগ সম্পর্ক থাকার কারণে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ কর। কেননা তোমরা রূযী প্রাপ্ত হয়ে থাক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[৪] তিনি বলেন, ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে গরীবরা জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৫] আর সেটা হবে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন ও দৃঢ় ঈমানের কারণে। অন্যায় স্বার্থ হাছিলের জন্য যে ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায় উভয়কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন।[৬] আর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূল (ছাঃ)-এর লা'নতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবেনা।

অতএব যারা আল্লাহকে সর্বক্ষণ ভয় করে, তিনি সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন বলে বিশ্বাস করে এবং পরকালে জান্নাত লাভের দৃঢ় আকাংখা পোষণ করে, তারা কখনো আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া খরীদ করতে পারেনা, দুর্নীতি করে জান্নাত হারাতে পারেনা। নিশ্চয়ই তাদের সৎকর্মশীল স্ত্রী-সন্তানেরাও এটা চাইবে না। এমন একটা সময় আসবে, যখন সন্তানরা বড় হয়ে পিতার সম্পদের উত্তরাধিকার নিতে অস্বীকার করবে। অথচ সন্তানের জন্যই পিতা-মাতা সবকিছু করেন। অতএব ঘুষ ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত পিতা-মাতারা সাবধান হও। দুনিয়াতে তোমরা হবে ঘৃণিত এবং আখেরাতে হবে জাহান্নামের ইন্ধন। সেদিন জাহান্নামীরা বলবে, 'হায়! যদি আমরা আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!' *(৬৬)* 'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল' *(৬৭)*। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৬৬-৬৮)*।

সেদিন হারামখোর ধনীদের সকল সৎকর্ম বৃথা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৩)*। অন্যদিকে ফেরেশতারা তাদের বলবে, 'সেদিন পাপীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, বাঁচাও বাঁচাও' *(ফুরক্বান ২২)*। সবদিকে নিরাশ হয়ে সীমালংঘনকারীরা সেদিন কেবল হা-হুতাশ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম' *(২৭)*। 'হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(২৮)*। 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৭-২৯)*। উম্মতের এই

১. *হাকেম ২/৬৭৫ পৃ., হা/৪২৩৫।*
২. *বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯।*
৩. *মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪০।*
৪. *আবুদাঊদ হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫২৪৬।*
৫. *তিরমিযী হা/২৩৫৪; মিশকাত হা/৫২৪৩।*
৬. *মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭।*

দুর্দশা দেখে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল আল্লাহ্র নিকট তখন কৈফিয়ত স্বরূপ বলবেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল’ *(ফুরক্বান ৩০)*।

পবিত্র কুরআনের উক্ত বাণীগুলি কারু কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে কি? কারু হৃদয়ে করাঘাত করবে কি? মনে রেখ কুরআন সরাসরি আল্লাহ্র কালাম। উম্মতে মুহাম্মাদীর সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের আগেই আমরা দুনিয়াতে বসে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কালাম শুনছি, পড়ছি ও অনুধাবন করছি। যেন কোন মুমিন দুনিয়াতে অসুখী না হয় এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত না হয়। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আগেভাগেই আমাদের সাবধান করে শেষ নবীর মাধ্যমে তার কালাম পাঠিয়েছেন। যাতে কোন ত্রুটি নেই, সন্দেহ নেই, মিথ্যা নেই। এই মহাসত্য যাদের ঘরে, তারাই কি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান নয়? এমনকি ইমাম তিরমিযী বলেন, যাদের ঘরে হাদীছের কিতাব আছে, স্বয়ং আল্লাহ্র নবী যেন তার গৃহে কথা বলেন’। পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন মানুষের এই সৌভাগ্য নেই কেবল মুসলমানের ব্যতীত। অতএব আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

হে ঈমানী সংকটের আবর্তে পথহারা মানুষ! ফিরে এসো আল্লাহ্র পথে, বেরিয়ে এস শয়তানী প্রতারণা থেকে। দুনিয়াবী মোহের চাকচিক্য ভুলে যাও। তোমার কবরটিকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার জন্য পাথেয় সঞ্চয় কর। বাড়ী-গাড়ী সবই পড়ে থাকবে দুনিয়ায়। যা তোমার জন্য কেবল অস্থায়ী ঠিকানা। তাই চিরস্থায়ী ঠিকানার জন্য দু’হাতে সঞ্চয় কর। যে কোন সময় মৃত্যু এসে গেলে যেন হাসিমুখে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হ’তে পার। শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে যে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়, যার নগদ প্রমাণ হ’ল কক্সবাজারে অতিসম্প্রতি ক্রসফায়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া। যেখানে প্রতিমাসে ক্রসফায়ার ঘটছিল। হাযার হাযার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার হচ্ছিল। সেখানে গত ৩১শে জুলাই পুলিশ কর্তৃক মেজর (অবঃ) সিনহা হত্যাকাণ্ডের পর থেকে গত দেড় মাসাধিক কাল ব্যাপী ক্রসফায়র নেই। ইয়াবা চোরাচালানী নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ যাবৎ কেবলি চলছিল পুলিশী তাণ্ডব। যারা রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় ছিল। স্বয়ং পুলিশ প্রধান ও সেনাপ্রধান ঘটনাস্থলে হাযির হয়ে কঠোর বার্তা দিলে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অতএব সর্বত্র চাই কড়া নৈতিক অনুশাসন ও দ্রুত ন্যায়বিচার।

সরকার তার কর্মচারীদের কাছ থেকে আনুগত্য ও শৃংখলার শপথ নিয়ে থাকেন। সরকারের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলরাও এ শপথ নিয়ে থাকেন। কিন্তু সে শপথ আল্লাহ্র নামে নেওয়া হয়না। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরক বা কুফরী’।[৭] ফলে ঐসব শপথকারীগণ স্রেফ বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। যা লংঘন করলে কারু কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এর বিপরীতে ইসলামে রয়েছে বায়‘আতের ব্যবস্থা। যেখানে আল্লাহ্র নামে আমীরের নিকট বায়‘আত নিতে হয়। যার তীব্র দায়িত্বানুভূতি বান্দার মধ্যে সর্বদা জাগরুক থাকে। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করে, তারা আল্লাহ্র নিকটেই বায়‘আত করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(ফাৎহ ১০)*। পাশ্চাত্য রীতির চাপে ইসলামী সংগঠনগুলির অধিকাংশ এই পবিত্র রীতি পরিত্যাগ করেছে। এখানেও অলসতা, কপটতা, দলত্যাগ সবই থাকবে। যেমনটি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে ঘটেছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়ত দানে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকারের অনুভূতি তাকে তার জীবদ্দশায় সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করবে। ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। সমাজে অশান্তি কম হবে। অতএব সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, ফিরে আসুন আল্লাহ্র পথে। আনুগত্য ও দায়িত্ব পালন সবই করুন স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহকে লুকিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্র দণ্ডবিধি সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করুন। সমাজে শান্তি নেমে আসবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র একটি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা জনপদে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাতের চাইতে উত্তম’।[৮] আসুন আমরা ঈমানী সংকট কাটিয়ে উঠি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৭. *তিরমিযী হা/১৫৩৫*।

৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৭*।

আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর শোক প্রকাশ

‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ’-এর আমীর এবং দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নাস্তিক্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে তিনি এক নযীরবিহীন গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এদেশের ইসলামী অঙ্গন একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবককে হারালো। তিনি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম কামনা করেন *(দৈনিক ইনকিলাব ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২০, ৮ম পৃ., ১ম কলামে প্রকাশিত)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল দেশ তাদের নাগরিকদের পাসপোর্টে লিখে দেয় This passport is valid for all countries of the world except Israel. 'এই পাসপোর্ট সব দেশেই চলবে কেবল ইস্রাঈল ব্যতীত'। কিন্তু পরবর্তীতে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থে সর্বপ্রথম ইস্রাঈলের সাথে শান্তিচুক্তি করে মিসর ১৯৭৯ সালে। এরপর জর্ডন ১৯৯৪ সালে। এবার তৃতীয় ও চতুর্থ হিসাবে চুক্তি করল আরব-আমিরাত গত ১৩ই আগস্টে এবং বাহরাইন গত ১১ই সেপ্টেম্বরে। এরপরে হয়ত অন্যান্যরাও যোগ দিবে। হোয়াইট হাউজে ১১ই সেপ্টেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খুশী হয়ে বলেন, 'আজ নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ভোর হ'ল'। ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষ বলেছে, এই চুক্তি ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে আরেকবার বিশ্বাসঘাতকার ছুরিকাঘাত'। নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যান উক্ত চুক্তি সম্পর্কে বলেন, একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে মধ্যপ্রাচ্যে'।

ইতিমধ্যে যতদূর জানা গেছে তা হ'ল ইয়ামনের দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন চারটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুকুত্রা দ্বীপপুঞ্জকে নিজেদের প্রভাবাধীন রাখাই হ'ল আরব-আমিরাত ও ইস্রাঈলের লক্ষ্য। যেখানে থেকে খুব সহজেই ইরান, চীন ও পাকিস্তানের উপর নযরদারী করা যাবে। এখন তারা সেখানে একটি ছোট পরিসরের সেনাঘাঁটি স্থাপনের অবস্থায় রয়েছে। নেপথ্যে রয়েছে আমেরিকা। তাদের উদ্দেশ্য, এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করা এবং ইরানকে কোণঠাসা করা। অন্যদিকে ইস্রাঈলের ভঙ্গুর অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের জন্য প্রায় ৪০ বছর পর আকাবা উপসাগরের ইলাত বন্দর থেকে উত্তর ইস্রাঈলের আসকালান বন্দর পর্যন্ত প্রায় ২৩০ কি.মি. দীর্ঘ আরব পাইপলাইন তারা পুনরায় চালু করতে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আমিরাত ও সঊদী আরবের জ্বালানী তেল খুব সহজে ইউরোপে রফতানীর পথ সুগম হবে। এছাড়া অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলোতেও ঐ তেল পৌঁছানো যাবে। বর্তমানে মিসরের সুয়েজ খাল দিয়ে সুপার ট্যাংকার চলাচল করতে না পারায় জ্বালানীর পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে। সেকারণ উক্ত পাইপ লাইনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত প্রেক্ষিতে ইস্রাঈলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির গুরুত্ব যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তারা আল্লাহ্র 'অভিশপ্ত' জাতি এটা মনে রেখেই কাজ করতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ অন্যভাবে পুষিয়ে দিবেন। কেননা তিনি বান্দার রূযী প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন *(বাক্বারাহ ২৪৫)*।

ইতিমধ্যে ফিলিস্তীনের প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমি ইস্রাঈলের দখলে চলে গেছে। যেখানে প্রায় ৪ লাখ ইহূদীর বসবাস রয়েছে। এক্ষণে ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের ১৮১ নং প্রস্তাবের আলোকে পূর্ব যেরুযালেমকে ফিলিস্তীনের রাজধানী করে দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান ও আরব রাষ্ট্র সমূহ থেকে ফিলিস্তীনী মুসলিম শরণার্থীদের স্বদেশে পুনর্বাসন করাটাই মুসলিম উম্মাহ্র সম্মিলিত পররাষ্ট্রনীতি হওয়া আবশ্যক। মনে রাখতে হবে যে, ইস্রাঈলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল হারামায়েন শরীফায়েন দখল করা। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন যেরুযালেম দখলের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেছিলেন, The way to Medina and Mecca is now open to us. 'মদীনা ও মক্কা দখলের পথ এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত' *(দ্র. 'আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা' বই ৩১ পৃ.)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

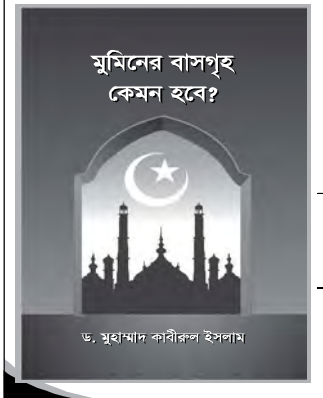

মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

শিক্ষিকা আবশ্যক

দারুস সুন্নাহ ক্যাডেট মহিলা মাদরাসা, উত্তর কেল্লাবন্দ (বানিয়াপাড়া), সিও বাজার, রংপুর-এর জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) **সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)**। যোগ্যতা : ফাযিল/কামিল/দাওরায়ে হাদীছ।

(২) **হাফেযা (১ জন)**। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

(৩) **সহকারী শিক্ষিকা (সাধারণ) (১ জন)**। যোগ্যতা : স্নাতক/ফাযিল/কামিল।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হল। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষিকাদের থাকা-খাওয়ার ফ্রি ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মশিউর বিন মাহাতাব, মোবাইল নং : ০১৭১২-৫৯৩৬৮৩।

আদর্শ চিকিৎসকের করণীয় ও গুণাবলী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে জোর তাকীদ দিয়েছে। অসুস্থ হ'লে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজে অসুস্থ হ'লেও চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। আর চিকিৎসার জন্য স্বভাবতই ডাক্তারদের শরণাপন্ন হ'তে হয়। তাই সমাজে ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া ডাক্তারী পেশা ও মানবিকতা একই সুতোয় গাঁথা। কারণ ডাক্তারগণ মানুষের যত বেশী সেবা করার সুযোগ পান, অন্য পেশাজীবীরা ততটা পান না। একজন আদর্শ ডাক্তার মানুষকে সুস্থ করে নিজের ডবল দায়িত্ব হিসাবে দেখেন। একটি দায়িত্ব মানুষ হিসাবে, আরেকটি ডাক্তার হিসাবে। কাজেই একজন ডাক্তারকে আগে ভালো মানুষ হ'তে হয়, তাহ'লে তিনি পরবর্তীতে আদর্শ ডাক্তার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা আদর্শ ডাক্তারের করণীয় ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আদর্শ ডাক্তারের গুরুত্ব ও মর্যাদা :

উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمَ، 'তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক তিনি সৃষ্টি করেননি, শুধু বার্ধক্যরোগ ব্যতীত'।[১] চিকিৎসা যেহেতু অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া সম্ভব নয়, তাই প্রত্যেক এলাকায় প্রয়োজন মোতাবেক কিছু লোকের সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করা যরূরী।[২] সুতরাং সমাজের মেধাবী, আদর্শবান এবং আগ্রহী সন্তানদেরকে এই চিকিৎসাবিদ্যায় অনুপ্রাণিত করা উচিত। তবে দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের দেশে ভুরি ভুরি ডাক্তারদের ভিড়েও আদর্শ ডাক্তারের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অনেক শিক্ষার্থী সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মেডিকেলে পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে আদর্শের পাটাতনে থিতু হ'তে পারে না। প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও লোভ-লালসার উন্মত্ত ঢেউয়ের উপর্যপুরি আঘাত তাদের মানবিকতা ও আদর্শের কিশতিকে টালমাটাল করে দেয়। ফলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে আদর্শ ও মানবিকতার সীমানা থেকে ছিটকে পড়ে যায় এবং জনজীবনের জন্য কোন উপকারী রসদের যোগান দিতে পারে না। উপরন্তু এই অসাধু ডাক্তারদের অমানবিকতার কাছে মানবজীব যিম্মী হয়ে পড়ে, কখনো তাদের হাতেই নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে সকল ডাক্তার লোভ-লালসা ও স্বার্থপরতা উপেক্ষা করে শক্ত হাতে দায়িত্বের হাল ধরে থাকেন, তারাই তাদের ত্যাগ, শ্রম ও সেবা দিয়ে মানবজীবনকে নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট থাকেন। সমাজে তারাই আদর্শ ডাক্তার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তারাই হয়ে উঠেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সমাজের মানুষ আদর্শ ডাক্তারদের মাধ্যমেই চিকিৎসার মৌলিক অধিকার পেয়ে থাকে। তারা যেমন মানুষের অন্তর খোলা দো'আ পেয়ে থাকেন, পাশাপাশি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও অঢেল পুরস্কার লাভে ধন্য হন।

আদর্শ ডাক্তারের করণীয় ও গুণাবলী

চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আদর্শ ডাক্তাররা চিকিৎসার মৌলিক অধিকার পূরণে মানব সমাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তাদের হাত ধরেই মানবতা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। নিম্নে আদর্শ ডাক্তারের করণীয় ও গুণাবলী তুলে ধরা হ'ল-

১. পূর্ণ দক্ষতা নিয়ে ডাক্তারী পেশায় আসা :

রাসূল (ছাঃ) খুব সংক্ষেপে, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আমাদের শিখিয়ে গেছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إِذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন, বান্দা যখন কোন কাজ করে বা কোন বিষয় শিখে, তা যেন খুব ভালভাবে করে বা শিখে'।[৩] এই হাদীছের মর্মার্থ হ'ল- একজন ছাত্র চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করতে চাইলে, তার জন্য কর্তব্য হচ্ছে উক্ত পেশায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা। কেউ ইঞ্জিনিয়ার হ'তে চাইলে, উক্ত বিষয়ে সে যেন পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে। আধা আধা শিখে কোন কাজ শুরু করা খুবই অন্যায়। একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'অর্ধেক মোল্লা দ্বীনের জন্য হুমকি আর অর্ধেক ডাক্তার জীবনের জন্য হুমকি'। কারণ আমাদের দেশে এমন অনেক ভুয়া ডাক্তার আছে, যারা তাদের নামের পাশে এমন অনেক চটকদার ডিগ্রি উল্লেখ করেন, যেগুলো বাস্তবে নেই এবং দেশের আইনে যেগুলোর ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। এটা একদিকে সহজ-সরল রোগীদের বিভ্রান্ত করছে, অন্যদিকে দেশের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানো হচ্ছে। আবার অনেকেই বিশেষজ্ঞ না হয়েও ভিজিটিং কার্ড ও সাইন বোর্ডে নিজেকে বিশেষজ্ঞ দাবী করেন। এটাও একটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। কেউ কেউ ২/৪ মাসের প্রফেশনাল ট্রেনিংকে দিব্যি ডিগ্রি হিসাবে চালিয়ে দিচ্ছেন। কোন অশিক্ষিত লোকের আইন ভঙ্গ ও শিক্ষিত লোকের আইন ভঙ্গ কিন্তু এক নয়। শিক্ষিত মানুষের আইন ভঙ্গ অনেক গুরুতর অপরাধ। তাই ডাক্তারদের জন্য অবশ্য

---

* এম. এ শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবূদাঊদ হা/৩৮৫৫; তিরমিযী হা/২০৩৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৩০; ছহীহ হাদীছ।

২. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যা (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪-১৪২৭ হিজরী) ১২/১৩৫।

৩. তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৯৭; ছহীহাহ হা/১১১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৮০, সনদ হাসান।

কর্তব্য হ'ল পূর্ণ দক্ষতা নিয়ে মানুষের সেবা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন না করেই চিকিৎসা করবে, সে (রোগীর জন্য) দায়ী থাকবে'।[৪]

কারণ চিকিসৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যার মাঝে পার্থক্য হ'ল, এখানে মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। তাই চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন অপূর্ণতা নিয়ে মানুষের সেবা করা মানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা। সনদ থাকার কারণে, ভুল চিকিৎসা করে মানুষ মারলে দুনিয়ার আদালতে হয়তো ছাড় পেয়ে যাবে, কিন্তু বিবেকের দংশন ও আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কখনো মুক্তি পাবে না।

২. রোগীর প্রতি সম্মান করা :

রোগীর প্রতি ডাক্তারের যে দায়িত্ব রয়েছে, এর অন্যতম হচ্ছে রোগীকে সম্মান করা। সম্মান করা মানে রোগীর অভিযোগ ও তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনা। তার রোগ বা তাকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক কোন কথা না বলা। রোগীর প্রতি কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করা। অনেক সময় রোগীর জ্ঞানগত যোগ্যতা বা সামাজিক অবস্থান নিচু হওয়ার কারণে অবজ্ঞা করা হয়, তাদেরকে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং অধিক হকদার গরীব রোগীর চেয়ে সামান্য রোগের ধনী ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা আদৌ কাম্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ 'কোন মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে'।[৫] পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ৩১/১৮)*।

ডাক্তারের খোশকথা দ্বারা উৎফুল্ল হয়ে অনেক সময় রোগীরা প্রশান্তি অনুভব করে। এটাও তাদের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হয়। তাই একজন আদর্শ চিকিৎসক সর্বদা রোগীকে সম্মান দেখিয়ে হাসি মুখে কথা বলেন। এর মাধ্যমে তার ছওয়াবে পাল্লাও সমৃদ্ধ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 'ভাল ভাল কথা বলাও ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত'।[৬]

৩. রোগীর দৃষ্টিতে রোগ দেখা :

ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী বানাতে ভুল করলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা আছে। বিচারক আদালতে রায় ভুল দিলে উচ্চ আদালতে তা সংশোধনের সুযোগ থাকে। কিন্তু চিকিৎসায় ভুল করলে তা সংশোধনের সুযোগ থাকে না বললেই চলে। তাই কোন অসম্পূর্ণতা নিয়ে রোগী দেখা ঠিক নয়। মানব সেবার নিয়তে চিকিৎসা সেবা দিলে এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি মিলবে। তাই একজন আদর্শ ডাক্তারের উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং সহানুভূতি নিয়ে রোগী দেখা। অর্থাৎ রোগী তার রোগের কারণে মানসিক ও শারীরিকভাবে যতটুকু পেরেশানিতে আছে, তা উপলব্ধি করার অনুভূতি ডাক্তারের মাঝে থাকা। একজন ডাক্তারের কাছে রোগী কী প্রত্যাশা করে, সে অনুযায়ী রোগীর প্রতি খেয়াল করা, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পেতে পারেন এবং নিজেকে তাঁর করুণা লাভের যোগ্য হিসাবেও প্রমাণিত করতে পারেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ 'তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে ডাক দিয়ে বলবেন, يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা-যত্ন করনি। তখন সে বলবে, হে রব! আমি কিভাবে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তার সেবা করনি। এটা কি জানতে না যে, যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহ'লে তার কাছেই আমাকে পেয়ে যেতে'।[৮]

৪. মহিলাদের চিকিৎসা ও সতরের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা :

মহিলা রোগীর চিকিৎসা মহিলা ডাক্তার দ্বারা করাই উত্তম। তবে সংশ্লিষ্ট রোগের বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারও চিকিৎসা করতে পারবেন। সেখানে মহিলার কোন অভিভাবক তার সঙ্গে থাকবে। অনুরূপভাবে মহিলা ডাক্তারগণও প্রয়োজনে সতর্কতার সাথে পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করতে পারবেন। তবে উভয়েই প্রয়োজনের বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে না এবং স্পর্শ করবে না।[৯]

---

৪. *আবূদাঊদ হা/৪৫৮৮; নাসাঈ হা/৪৮৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬৬; ছহীহাহ হা/৬৩৫।*
৫. *ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬৪; আবূদাঊদ হা/৪৮৮২।*
৬. *বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।*
৭. *আবূদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/২০০৬; মিশকাত হা/৪৯৬৯ সনদ ছহীহ।*
৮. *মুসলিম হা/২৫৬৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/ ৫১৭।*
৯. *ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ ২/৪৪২; খত্বীব আশ-শিবরিনী, মুগনীল মুহতাজ ৪/২১৫।*

আর চিকিৎসার প্রয়োজনে কারো সতর ও লজ্জাস্থান খোলার দরকার হ'লে শুধু প্রয়োজনীয় অংশ খোলার অনুমতি আছে, এর বেশী নয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য যরূরী হ'ল দৃষ্টিকে সংযত রাখা ও সর্বাবস্থায় তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া।[১০]

৫. রোগীর কল্যাণ কামনা ও লাভজনক দিককে প্রাধান্য দান :

রোগীর অবস্থা বিবেচনায়, তার সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সাধারণ মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে অন্ধের মতো। তাই একজন ডাক্তারকে আমানতদারী রক্ষা করে চলতে হয়। নির্দিষ্ট রোগের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা না থাকলে আমানতদারীর সঙ্গে তিনি রোগীকে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করবেন না। কেননা রোগী ডাক্তারের কাছে রোগবিষয়ক পরামর্শের জন্য আসে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 'যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার'।[১১] সুতরাং কোন কিছু ঠিক করে দেয়ার আগে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে এর কার্যকারিতা ও প্রায়োগিক দিকগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অপ্রচলিত, অগ্রহণযোগ্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মানহীন কোম্পানীর ওষুধ শুধু কমিশনের লোভে দিলে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে এটা হবে এক ধরনের প্রতারনা।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও রোগীর কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) লিখিত চিকিৎসা পত্র দেয়া। লেখা হবে স্পষ্ট অক্ষরে। সেখানে ওষুধের পরিমাণ, ব্যবহারের পদ্ধতি, চিকিৎসা গ্রহণের সময় যেসব বিষয় পরিহার করে চলতে হবে ও ওষুধ ব্যবহারের ফলে সাময়িক যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[১২]

(খ) যে বিষয় নিয়ে পড়া-লেখা করা হয়েছে, অর্থাৎ চিকিৎসক যে বিষয়ে দক্ষ ঐ বিষয়ের কোন রোগী এলে চিকিৎসা দিতে কোন কার্পণ্য না করা। বরং সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা ব্যয় করা। যদি নিজের দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহ'লে উপযুক্ত কোন হাসপাতালে স্থানান্তর করা। মনে রাখতে হবে, একজন মানুষের জীবনের মূল্য জগতের কোন বস্তু দ্বারা হ'তে পারে না। তাই অবহেলার কারণে রোগীর কোন ক্ষতি হ'লে ডাক্তার দায়ী হবেন এবং আল্লাহ্র কাছে তাকে জবাব দিতে হবে। ভাবতে হবে, আল্লাহ যেমন অনুগ্রহ করে আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, আমারও কর্তব্য হ'ল মানুষের ওপর ইহসান করা।

(গ) রোগীর সার্জারী বা অপারেশন উপযুক্ত স্থানে করা। অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটারেই অপারেশন করা। এমন যেন না হয়, অপারেশনের জন্য পর্যাপ্ত যোগান নেই, তারপরও অপারেশন শুরু হয়ে গেল। এটা হবে মানুষ ও মানবতার প্রতি চরম অবহেলা।

(ঘ) রিলিজ দেয়ার উপযুক্ত সময় আসার আগে রিলিজ না দেয়া। অনেক অসাধু বেসরকারী মেডিকেল কর্তৃপক্ষ টাকার নেশায় সময় পার হয়ে গেলেও রিলিজ দিতে চায় না। আবার অনেক সরকারী হাসপাতাল সময়ের আগেই বের করে দেয়। উভয়টাই রোগীর প্রতি অন্যায় ও চরম অবহেলা।

৬. অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করা :

চিকিৎসা পেশাতে অন্যায় ও পাপ কাজের অনেক চোরাগলি আছে। সেগুলোর অন্যতম হ'ল- বাচ্চা নষ্ট করা, সার্জারীর মাধ্যমে চেহার বা দেহের আকৃতি পরিবর্তন করা প্রভৃতি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا-

'আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদেরকে আদেশ দেব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৯)*।

অত্র আয়াতে সৃষ্টির বিকৃতি বলতে আল্লাহ্র প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে। পুরুষের স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা মহিলাদের গর্ভাশয় তুলে ফেলে তাদের সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করাও এই পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। পাশাপাশি মেকআপের নামে ভ্রূর চুল চেঁছে নিজের আকৃতির পরিবর্তন করা, দাত সরু করা এবং চেহারা ও হাতে নকশা করা, উল্কি করা, ট্যাটু লাগানো ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল। এসবই হ'ল শয়তানী কার্যকলাপ, যা থেকে বিরত থাকা যরূরী।

৭. নতুন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা :

আদর্শ ডাক্তারদের কাজের মাঝে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, তারা রোগ কমানোর জন্য গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করবেন। মানুষের শিক্ষার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে চিকিৎসার ময়দানে। প্রত্যেক দিন মানব দেহে নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। তাই প্রত্যেক ডাক্তারের কর্তব্য হচ্ছে নতুন নতুন বিষয় শেখার চেষ্টা করা। কোন কোন ডাক্তার রোগী দেখতেই

---

১০. *আবূ মুহাম্মাদ ইযযুদ্দীন, ক্বাওয়া'ইদুল আহকাম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯১ খ্রীঃ) ২/১৬৫।*

১১. *আবূদাঊদ হা/ ৫১২৮; তিরমিযী হা/২৮২২;ইবনু মাজাহ হা/৩৭৪৫, সনদ ছহীহ।*

১২. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫।*

ব্যস্ত থেকে সময় পার করে দেন। তারা শেখার সুযোগ পান না বা এর জন্য সময় দিতে চান না। এটা কোন সৃজনশীল ও আদর্শ ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না।

৮. রোগীর সাথে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি না করা :

রোগী ধনী বা গরীব যাই হোন না কেন তারা অসহায়। আর চরম অসহায় এই মানুষদের পকেটের সব টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য কিছু ডাক্তার, ক্লিনিক, প্যাথলজি, রক্তবিক্রেতা ও নামে-বেনামে ওষুধ কোম্পানী মিলে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সারা দেশে তাদের লোভের জাল বিস্তার করে রেখেছে। ইথিকস বিসর্জন দেয়া বেনিয়া ডাক্তাররা রোগীকে কঠিন অসুখের ভয় দেখিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল টেস্ট করাতে বাধ্য করেন। পরে টেস্টের মোট টাকার অর্ধেক তিনি কমিশন পান সংশ্লিষ্ট প্যাথলজি থেকে। কমিশনের বাইরেও তিনি টেস্টের জন্য রোগী পাঠানোর নামে সংশ্লিষ্ট প্যাথলজি থেকে এককালীন সেলামী বাবদ মোটা টাকা পান। এছাড়া এরা বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী থেকে তাদের দামী দামী ওষুধ রোগীর প্রেসক্রিপশনে লেখার জন্য মোটা অংকের সেলামী আদায় করেন। ওষুধ ও কোম্পানী যত ভালই হোক না কেন টাকা না দিলে এসব ডাক্তার সেই ওষুধ কোন দিন রোগীর প্রেসক্রিপশনে লেখেন না। যেখানে একটা বা দুইটা সাধারণ কম দামী ওষুধে রোগীর অসুখ সারতে পারে, সেখানে এসব ডাক্তাররা ওষুধ কোম্পানীর সেলামী হালাল করতে রোগীকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দামী ওষুধ লিখে দিচ্ছেন। প্রয়োজন না থাকলেও শুধু ওষুধ কোম্পানীর বিক্রি বাড়াতে এসব ডাক্তাররা অসহায় রোগীদের বেশী টাকার ওষুধ কিনতে বাধ্য করছেন। এসব ডাক্তাররা অসহায় মরণাপণ্ন রোগীকে সুস্থ হবে না জেনেও ব্যয়বহুল বেসরকারী হাসপাতালে রেফার করেন স্রেফ কমিশনের জন্য। এরা কমিশনের জন্য রোগীকে সরকারী অ্যাম্বুলেন্স রেখে বেসরকারী এ্যম্বুলেন্স ব্যবহারে উৎসাহ দেন। রোগীর অপারেশন দরকার না হ'লেও স্রেফ টাকার জন্য রোগীকে জোর করে অপারেশন করান। সরকারী হাসপাতালে টেস্টের ব্যবস্থা থাকলেও কমিশনের লোভে একজন গরীব রোগীকে ব্যবসায়িক প্যাথলজিতে পাঠান। সর্বশান্ত করেও সুস্থ করতে না পারলে আরো বড় ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানেও রয়েছে কমিশন। বেশী বেশী টাকার এই অসংযত লোভ মানসিক অসুস্থতার একটি বড় লক্ষণ।

আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে, সেই ডাক্তাররাই যদি এমন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ থাকেন, তবে আমরা কার কাছে চিকিৎসা নেব? এই মানসিক রোগাক্রান্ত ডাক্তারদের কাছে শারীরিক রোগের সুপরামর্শ পাওয়া দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না।

আমরা সেই সকল ডিগ্রীধারী অসাধু ডাক্তারদের বলতে চাই, সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের আখেরাত ধ্বংস করবেন না। দয়া করে অমানবিক হবেন না। কোনরূপ অবহেলা ও লালসার কারণে যদি কোন রোগীর সামান্যতম ক্ষতি হয়, তাহ'লে এর হিসাব অবশ্যই আপনাকে আল্লাহ্র সামনে দিতে হবে। ডাকাতের হত্যা করা আর ডাক্তারের হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদা ৫/৩২)*।

আমাদের সবাইকে একদিন মরতে হবে। ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জীবনে আমরা কয়দিন আর বাঁচব? তাই আসুন! নিজেরদেরকে সংশোধন করে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ যেমন আমাদেরকে সর্বদা তাঁর দয়ার চাদরে আবৃত রাখেন, আমরাও সাধ্যানুযায়ী তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়া প্রদর্শনে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন।

দাওয়াতী ক্ষেত্রে ডাক্তারদের ভূমিকা ও করণীয়

ডাক্তারগণ দাওয়াতী ময়দানে অবদান রাখতে পারেন। সাধারণ দাঈর চেয়ে ডাক্তারদের দাওয়াতের প্রভাব কোন অংশে কম নয়; রবং কোন কোন ক্ষেত্রে দাওয়াতের প্রভাব বিস্তারে ডাক্তারা এগিয়ে থাকতে পারেন। কারণ সুস্থ অবস্থার চেয়ে রোগাক্রান্ত অবস্থায় মানুষের মন অধিক নরম থাকে এবং সৎ চিকিৎসকের যে কোন কথা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। এই সুযোগে ডাক্তারগণ যদি চিকিৎসা পরামর্শের পাশাপাশি দ্বীনের কিছু কথা রোগীর সামনে উপস্থাপন করেন, তাহ'লে এটা রোগীর জীবনে মহৌষধের মত কাজ করতে পারে। সেকারণ ডাক্তারী বিদ্যার পাশাপাশি দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখা চিকিৎসকদের জন্যও যরূরী। এতে তারা মানব সেবার পাশাপাশি দাওয়াতী অঙ্গনে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মানুষদের কাতারে শামিল করতে পারেন। তারা মানবতার কল্যাণকামী শিক্ষক হয়ে একই সাথে আল্লাহ্র দয়া এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির দো'আ লাভে ধন্য হ'তে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশসমূহ ও যমীনসমূহের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তে পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করে'।[১৩] নিম্নে দাওয়াতী ক্ষেত্রে ডাক্তারদের করণীয় ও ভূমিকা তুলে ধরা হ'ল-

১৩. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; তাবারাণী, ম'জামুল কাবীর হা/৭৯১২, হাদীছ ছহীহ।*

১. তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দেওয়া :

শিরক-বিদ'আত ও ভ্রান্ত আক্বীদায় নিমজ্জিত এই সমাজের মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তারগণ এই ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। ডাক্তারদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি ডাক্তার হওয়ার আগে তার পরিচয় তিনি একজন মুসলিম। আর যে কোন পেশার একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় হ'ল সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া। তাই রোগীর সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে ফাঁকে তার আক্বীদা সংশোধন করে দেওয়া ডাক্তারের কর্তব্য। আর রোগী যদি অমুসলিম হয়, তাহ'লে তাকে ইসলামরে দাওয়াত দিবেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় চাচা আবু ত্বালেবের মৃত্যু শয্যায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।[১৪]

আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনার এক ইহুদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করতেন। সে একবার অসুস্থ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি বালকটির মাথায় হাত রেখে বললেন, أَسْلِمْ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর'। সে তার পাশে অবস্থানরত পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আবুল ক্বাসেমের (রাসূল (ছাঃ)-এর উপনাম) কথা মেনে নাও'। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ، 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[১৫] হ'তে পারে আদর্শ মুসলিম ডাক্তারের কোন এক দাওয়াতে আল্লাহ তাঁর কোন পথভ্রষ্ট বান্দাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। ডাক্তারের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর এটাই হ'তে পারে আখেরাতে তার নাজাতের অসীলা। ডাক্তাররা শুধু একনিষ্ঠভাবে দাওয়াত দিবেন, আর হেদায়াত দেওয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

২. আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতার দীক্ষা দেওয়া :

মুসলমানরা রোগে-শোকে এবং হর্ষ-বিষাদে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকেন। তাই ডাক্তাররা রোগীকে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হ'তে অনুপ্রাণিত করবেন যে, তার এই রোগ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে এবং একমাত্র তিনিই এই রোগের আরোগ্য দাতা। ডাক্তাররা রোগ সারানোর কোন ক্ষমতা রাখেন না, তারা শুধু রোগীর চিকিৎসা-সেবা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্র হুকুমে সেই চিকিৎসা কার্যকর হয় অথবা অকার্যকর হয়। তাহ'লে রোগী ডাক্তার ও ঔষধের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে, যা প্রকৃত মুসলিমের জন্য অবশ্য করণীয়। যেমন ইবরাহীম (আঃ) অসুস্থ হয়ে বলেছিলেন, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন' *(শু'আরা ২৬/৮০)*। আর যেহেতু রোগ আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে, সেহেতু রোগী যেন রোগের ব্যাপারে হতাশ হয়ে রোগকে গালি না দেয়[১৬] এবং রোগের কষ্টে মৃত্যু কামনা না করে[১৭] এই মর্মে ডাক্তারগণ রোগীদেরকে অভয় দিবেন এবং আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করবেন।

৩. আল্লাহভীতি ও ইবাদতের পদ্ধতি শিখানো :

অনেক রোগী আছেন, যারা দ্বীনের বিধান সঠিকভাবে পালন করেন না। অসুস্থ হ'লে তাদের হৃদয়ে অনুতাপের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তখন তাদের হৃদয় আল্লাহ্র দিকে রুজূ হয় এবং দাওয়াত গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠে। আর সেই অনুতপ্ত হৃদয়ে ডাক্তাররা আল্লাহভীতির বীজ বপন করতে পারেন। অনেকেই রোগক্রান্ত হয়েও ইবাদতের বিধি-বিধান না জানার কারণে ইবাদত থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। যেমন অনেক রোগী অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ছালাত আদায় করেন না, আবার কেউ হাসপাতালে বেড়ে বসে গান শোনে-টিভি দেখে সময় কাটান। তাই ছালাতের আবশ্যকতা, ছালাত পরিত্যাগের পরিণতি, অসুস্থাবস্থায় ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম এবং অক্ষম অবস্থায় বসে বা শুয়ে থেকে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ও বিধানগুলো ডাক্তারদের মাধ্যমে শিখলে রোগীরা বেশী প্রভাবিত হন। কোন কোন রোগীর জীবনে ডাক্তারদের দাওয়াতের প্রভাব আজীবন থেকে যায়। তাই ডাক্তারদেরকে চিকিৎসা বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শারঈ জ্ঞান চর্চার প্রতিও মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এজন্য মেডিকেলের সিলেবাসগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

৪. কালেমার তালক্বীন দেওয়া :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، 'তোমরা মৃত্যু পথযাত্রীকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই) তালক্বীন দাও (পাঠ করাও)।[১৮] তিনি বলেন, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'যার শেষ বাক্য হবে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৯] ডাক্তারগণ মৃত্যুর পথযাত্রীদেরকে কালেমার তালক্বীন (পড়ানো) দেওয়ার বেশী সুযোগ পান। সুতরাং হসপিটালের বেড়ে বা অপারেশন থিয়েটারে মরণাপন্ন রোগীকে কালেমার তালক্বীন দেওয়া ডাক্তারের অন্যতম কর্তব্য।

---

১৪. *বুখারী হা/৩৮৮৪; মুসলিম হা/২৫; তিরমিযী হা/৩১৮৮; নাসাঈ হা/২০৩৫।*
১৫. *বুখারী হা/১৩০৭; আবূদাঊদ হা/৩০৯৫; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৮৫৩৪।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৭৫; আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৩৮।*
১৭. *বুখারী হা/৫৬৭৩; মিশকাত হা/১৫৯৮।*
১৮. *মুসলিম হা/১৯১৬; আবূদাঊদ হা/৩১১৭; তিরমিযী হা/৯৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৪৪; মিশকাত হা/১৬১৬।*
১৯. *আবূদাঊদ হা/৩১১৬; আহমাদ হা/২১৫২৯, হাদীছ ছহীহ।*

৫. ডাক্তারদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা :

দ্বীনদার ডাক্তারদের অন্যতম করণীয় হ'ল তাদের মেডিকেল, হসপিটাল, ক্লিনিক এবং চেম্বারগুলোতে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। সহকারী ডাক্তার, নার্স ও সহকর্মীদের মাঝে হালাল-হারাম, ডাক্তারী পেশার খেয়ানত, পর্দা-পুশিদা প্রভৃতি বিষয়ে দাওয়াত দানে সদা তৎপর থাকা। কোন মেডিকেল, হসপিটাল বা ক্লিনিকের পরিবেশ যদি অনুকূলে নাও থাকে, তবুও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ধৈর্যের সাথে নিজের দ্বীনি দায়িত্ব পালন করা। অনেকেই দূষিত পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, এটা আদৌ কাম্য নয়। আবার কোন কোন অপরিণামদর্শী আলেম ডাক্তারদেরকে এই পেশায় নিরুৎসাহিত করেন এবং নারীদের জন্য হারাম হওয়ার ফৎওয়া দেন। এই ব্যাপারে শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমরা যদি ডাক্তারদেরকে চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে দিতে বলি, ভাল লোকেরা এই জ্ঞান অর্জন না করে এবং বলে যে, আমরা কিভাবে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করব, অথচ আমাদের পাশে থাকে মহিলা নার্স, শিক্ষার্থী ও ইন্টার্নী ডাক্তার? আমরা বলব, আপনি যদি এই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা থেকে বিরত থাকেন, তাহ'লে এ বিদ্যার ময়দান কি খালি থাকবে? অচিরেই খারাপ লোকগুলো এ ময়দান দখল করে নিবে এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিবে। বরং আপনারা একজন, দুইজন, তিনজন, চারজন যদি একত্রিত হন, আশা করি এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রপ্রধানকে হেদায়াত দিবেন এবং তিনি মহিলাদের জন্য আলাদা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করবেন'।[২০] সুতরাং দ্বীনদার ডাক্তারের কর্তব্য হ'ল তার কর্মক্ষেত্রে যদি কলুষিত পরিবেশ থাকে, তাহ'লে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াতের মাধ্যমে সাধ্যমত তিনি তার দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন।

দ্বীন বিমুখ, আত্মহারা ও অসাধু ডাক্তারদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য দ্বীনদার ডাক্তারদেরকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সাধারণত আলেমগণের দাওয়াত অধিকংশ সময় তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে না। তাই মৌখিকভাবে হোক এবং বইপত্র বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক নিজেদের পরিমণ্ডলে সাধ্য অনুযায়ী দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করা একজন আদর্শ ডাক্তারের ঈমানী দায়িত্ব।

উপসংহার :

চিকিৎসা পেশা একটি মহান পেশা। এই পেশায় মানব সেবার যত বেশী সুযোগ পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন পেশাতে সেটা পাওয়া যায় না। ডাক্তারগণ হ'লেন মানবতার খাদেম। তারা যদি আদর্শবান হন, তাহ'লে তাদের হাত ধরেই সমাজে মানবিকতার ভিত রচিত হবে এবং মনুষ্যত্বের নিশান উচ্চকিত হবে। পক্ষান্তরে তারা বিপথগামী হ'লে জনজীবনে নেমে আসবে অশান্তি ও দুর্ভোগের কালো মেঘ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মানব সেবায় এগিয়ে আসার তাওফীক্ব দান করুন এবং আমাদের ডাক্তারগণকে আদর্শবান ও মানবসেবী হওয়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

আল-'আওন
টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য

০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য

০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত

আল-'আওন রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

২০. *শারহু কিতাবুস সিয়াসা আশ-শার'ইয়্যাহ, পৃঃ ১৪৯।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(৫ম কিস্তি)

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত :

মসজিদ পবিত্র স্থান, যেখানে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে। যেমন-

(১) ফেরেশতাদের দো'আ লাভ : যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর ফরয ছালাতের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয ছালাতের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো'আ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ-

'তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার ছালাতের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির ছালাত তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হ'তে বিরত রাখে, সে ছালাতরত আছে বলে পরিগণিত হবে'।[১]

(২) আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার মাধ্যম : মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহ্র যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহ্র ঘর সমূহ হ'তে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হ'তে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না'।[২]

(৩) আল্লাহ আনন্দিত হন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে ছালাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'।[৩]

(৪) আল্লাহ গর্ব করেন : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।[৪]

(৫) পাপের কাফফারা : ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ'লাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ- 'ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দরভাবে ওযূ করা'। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে জন্মদিনের মত গুনাহ হ'তে পবিত্র হয়ে যাবে'।[৫]

(৬) নবীর সুন্নাত : জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের ছালাতের স্থানে বসে থাকতেন।[৬]

(৭) পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

---

* *সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *বুখারী হা/৬৫৯।*
২. *মুসলিম হা/২৬৯৯।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/৮০০; আহমাদ হা/৮০০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৫; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৬০৭; আল-জামে'উছ ছাগীর হা/৭৮৬১।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৮০১; আহমাদ হা/৬৭১১-১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৪৫; ছহীহাহ হা/৬৬১।*
৫. *তিরমিযী হা/৩২৩৩; আহমাদ হা/৩৪৮৪, সনদ ছহীহ।*
৬. *মুসলিম, তিরমিযী হা/৫৮৫; আবূদাঊদ হা/১১৭১।*

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।[৭]

(৮) ছালাতের মত ছওয়াব লাভ : একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পাবেন। হুমাইদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি এশার ছালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ ছালাত রত ছিলে বলে গণ্য করা হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।[৮]

মসজিদে অবস্থানের আদব :

(১) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে না বসা : মসজিদ হ'ল পবিত্র স্থান। সুতরাং পবিত্র লোকেরাই সেখানে আসবে ও বসবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে আসতে পারে অথবা মসজিদের উপর দিয়ে গমন করতে পারে কিন্তু সে মসজিদে বসবে না। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর' *(নিসা ৪/৪৩)*।

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অনেক ইমাম এ আয়াত দ্বারা এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করার জন্য অতিক্রম করা বৈধ। অনুরূপভাবে ঋতুবর্তী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার বিধানও একই।[৯]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার মুছাল্লা নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে লেগে নেই।[১০] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন,

يا عائشَةُ، ناوِلِيني الثَّوْبَ. فَقالَتْ: إِنِّيْ حائِضٌ، فَقالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ فَناوَلَتْهُ.

'হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টা এগিয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রাঃ) বললেন, আমি যে ঋতুবতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে নেই। তারপর আমি তা এনে দিলাম'।[১১]

(২) বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা : অনেকে মসজিদে ঢুকেই সরাসরি বসে যান। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদে বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[১২] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, إذا دخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلا يجلسْ حتّى يصلِّيَ رَكعتينِ 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ না দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[১৩] এমনকি জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[১৪]

অন্য হাদীছে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে মসজিদ অতিক্রম করাকে ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، 'ক্বিয়ামতের

---

৭. *তিরমিযী হা/৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৩।*
৮. *বুখারী হা/৬৬১।*
৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, নিসা ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
১০. *মুসলিম হা/৫৭৬, (ই.ফা) হা/৫৮০।*
১১. *মুসলিম হা/৫৭৮, (ই.ফা) হা/৫৮২*
১২. *বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; নাসাঈ হা/৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/১০১৩; মিশকাত হা/৭০৪।*
১৩. *বুখারী হা/১১৬৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪৯৫।*
১৪. *বুখারী হা/৯৩০; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫।*

অন্যতম আলামত হ'ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে অথচ সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'।[১৫]

(৩) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : মসজিদকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে। মসজিদ নোংরা করা, অপরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ।[১৬] আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা।[১৭] একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا-

'নবী করীম (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তার নিকটে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও ক্বিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে'।[১৮] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল, তা দেখে ছাহাবীগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব সেরে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এটা হ'ল মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ'ল আল্লাহ্র যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান'।[২০]

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন কাল ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। লোকটি মারা গেল কিন্তু তার মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয়নি। একদিন রাসূল (ছাঃ) তার আলোচনায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লোকটি মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন'।[২১]

(৪) আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া : কেউ মসজিদে অবস্থানকালে কোন ছালাতের জন্য আযান হয়ে গেলে ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আবু শা'ছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

'আছরের ছালাতের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হ'তে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করল।[২২] তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য, টয়লেটে অথবা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়ে গেল, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা হ'তে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। অতঃপর সবাইকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন'।[২৩]

(৫) প্রয়োজন পূরণের পর অবস্থান করা : খাবার থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্ত হয়ে এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে মসজিদে অবস্থান করা বা ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ 'খাবার হাযির হ'লে কোন ছালাত আদায় চলবে না। কিংবা পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না'।[২৪]

---

১৫. *মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯।*
১৬. *মুসলিম হা/৫৫৩; আহমাদ হা/২১৫৪৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৭০৯।*
১৭. *বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; আহমাদ হা/১২৭৭৫।*
১৮. *বুখারী হা/৪০৫।*
১৯. *আবূদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪।*
২০. *মুসলিম (হা.এ) হা/৫৪৮।*
২১. *বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬।*
২২. *মুসলিম হা/৬৫৫; তিরমিযী হা/২০৪; নাসাঈ হা/৬৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৩।*
২৩. *বুখারী হা/৬৪০।*
২৪. *মুসলিম (হা.এ) হা/১১৩৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০৭৩; ছহীহ আল জামে' হা/৭৫০৯।*

(৬) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا، 'তোমাদের কেউ যেন তোমার ভাইকে তার স্থান থেকে না উঠায় এবং তাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে না বসে। তবে তাকে বলবে, তুমি জায়গা প্রশস্ত কর।[২৫] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, কেউ যেন তার ভাইকে স্বীয় বসার স্থান হ'তে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমি নাফে' (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি শুধু জুম'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুম'আহ ও অন্যান্য (ছালাতের) ব্যাপারেও।[২৬]

(৭) ছালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারণ না করা : মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। সুতরাং এখানে সবার অধিকার সমান। যিনি আগে আসবেন তিনিই আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং যিনি প্রথমে আসবেন তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবেন। অতঃপর যিনি আসবেন এবং যেখানে ফাঁকা পাবেন সেখানে বসবেন। এক্ষেত্রে কারো জন্য মসজিদের একটা নির্ধারিত স্থান রেখে দেওয়া ও অন্যকে বসতে না দেওয়া জায়েয নয়। আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে'।[২৭]

(৮) ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা : মসজিদে অবস্থান কালে কারো ঘুম আসলে তিনি স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন, যাতে করে তার ঘুম চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، 'যখন মসজিদে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে, সে যেন স্বীয় মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসে'।[২৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، 'যখন তোমাদের কারো জুম'আর দিন তন্দ্রা আসে, সে যেন ঐ মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়'।[২৯]

(৯) মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া : মসজিদে কাউকে ডিঙ্গিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া মসজিদের অন্যতম আদব। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ،

'একদা জুম'আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসহ হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বস, তুমি (লোকদের) কষ্ট দিচ্ছ'।[৩০]

(১০) দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা না করা : ছালাতে যেমন পাশাপাশি দাঁড়াতে হয় তেমনি মসজিদে বসার সময়ও ফাঁকা ফাঁকা না হয়ে মিলে মিশে বসতে হবে। সালামান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى،

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তাহ'লে তার সে জুম'আহ হ'তে আরেক জুম'আহ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়'।[৩১]

(১১) মুছল্লীর সামনে ও তার সুতরার মাঝে না হাঁটা : মসজিদে কোন মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলে ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করে দাঁড়ানো মুছল্লীর দায়িত্ব। আর অন্যান্য মুছল্লীগণ এই আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবেন না। এই আড়াল করাই হ'ল সুতরা। আবু জুহায়ম (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

---

২৫. মুসলিম হা/২১৭৮।
২৬. বুখারী হা/৯১১।
২৭. আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।
২৮. আবূদাঊদ হা/১১১৯; তিরমিযী হা/৫২৬; আল-জামে'উছ ছগীর হা/৮৭২।
২৯. তিরমিযী হা/৫২৬; বায়হাক্বী হা/৬১৩৯।
৩০. আবূদাঊদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৭৯০।
৩১. বুখারী হা/৮৮৩।

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً،

'যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, এটা কত বড় অপরাধ, তাহ'লে সে মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। আবুন-নাযর (রহঃ) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি কি চল্লিশ দিন বলেছেন, নাকি মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন।[৩২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

'তোমাদের যে কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে ছালাত আদায় করে এবং তার নিকটবর্তী হয়। আর সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে. তাহ'লে সে যেন প্রতিরোধ করে। কারণ সে একটা শয়তান'।[৩৩]

(১২) জুম'আর দিন খুৎবার সময় চুপ থাকা : মসজিদে সবসময় মুছল্লীরা চুপচাপ আল্লাহ্র ইবাদত করবে। কখনও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। বিশেষ করে জুম'আর দিন আরো গুরুত্ব দিবেন। এমনকি কেউ কথা বললেও বলা যাবে না যে, তুমি চুপ কর বা চুপ থাক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ 'জুম'আর দিন যখন তোমার পাশের মুছল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহ'লে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে'।[৩৪]

(১৩) ধারালো কোন জিনিস বহন করা থেকে বিরত থাকা : আবু বুরদাহ (রহঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا 'যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাযার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলা হাত দিয়ে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলিম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়'।[৩৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তীরসহ এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, 'এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ'।[৩৬]

(১৪) মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানো : মসজিদ সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। আর সেই মূল্যবান জায়গায় অবস্থানকালীন সময়কে যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াতসহ যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। দুনিয়াবী কথা, কাজের মাধ্যমে সময় নষ্ট করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَسَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حَلَقًا حَلَقًا، إِمَامَهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لله فِيْهِمْ حَاجَةٌ

'শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে, তাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহ্র জন্য কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৭]

(১৫) মসজিদে দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিকে গুটিয়ে কাপড় পেচিয়ে না বসা : মু'আয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিক গুটিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে মাটিতে নিতম্ব রেখে বসা হ'তে নিষেধ করেছেন'।[৩৮]

(১৬) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন আনছারী মহিলা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দিব না, যার উপর আপনি বসবেন? কেননা আমার একজন কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তা চাও। বর্ণানাকারী বললেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করলেন। যখন জুম'আর দিন হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) সেই কাঠের তৈরী মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী করীম (ছাঃ) নেমে এসে তা নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলল) খেজুর কাণ্ডটি যে যিকর-নছীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল'।[৩৯]

[চলবে]

---

৩২. বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৭৫০৭।
৩৩. বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; নাসাঈ হা/৭৫৭; আবূদাঊদ হা/৬৯৭।
৩৪. বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১।
৩৫. বুখারী হা/৪৫২।
৩৬. বুখারী হা/৪৫১; মুসলিম হা/২৬১৪; আহমাদ হা/১৪৩১৪।
৩৭. তাবারানী, আল-কারীর হা/১০৪৫২; ছহীহাহ হা/১১৬৩; ইবনে হিব্বান হা/৬৭৬১।
৩৮. আবূদাঊদ হা/১১১০; তিরমিযী হা/৫১৪।
৩৯. বুখারী হা/২০৯৫; মুসলিম হা/১১০৩।

মুসলমানদের রোম ও কন্সটান্টিনোপল বিজয়

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা : মধ্যযুগ অবধি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলকে বলা হ'ত পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী। শত শত বছর ধরে একের পর এক আক্রমণের পরেও এই নগরী টিকে ছিল সগৌরবে। রাসূল (ছাঃ) এই নগরীর ব্যাপারে খুব কৌতুহলী ছিলেন। এই শহর বিজয়ের ব্যাপারে সঙ্গীদের উদ্বুদ্ধও করেছিলেন। মুসলিম বীর সেনানীরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে এ শহর বিজয়ের। শুরুটা হয়েছিল ইয়াযীদের হাত ধরে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে। কিন্তু তার আক্রমণ থেমে গিয়েছিল শহরের প্রাচীরের কাছেই। বহু দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা পরাজিত হন কন্সটান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য দেয়ালের কাছে। সাতবছর অবরোধ করে রেখেও ব্যর্থ হন কন্সটান্টিনোপলকে কব্যা করতে। উছমানীয় সুলতান বায়েজীদও চেষ্টা করেছিলেন এ শহর দখলের, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনিও। ফলে মানুষ ধরেই নিয়েছিল, কন্সটান্টিনোপল হয়তো একেবারেই অজেয়।

প্রাচীন এই শহরটির আধুনিকায়ন বা জনপ্রিয়তার শুরুটা হয় সম্রাট প্রথম কন্সটান্টাইনের আমলে। অজেয় এই শহরটি ৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এমনকি বলা হ'ত যদি পুরো পৃথিবী একটি রাষ্ট্র হয়, আর এর রাজধানী কন্সটান্টিনোপলকে বানানো হয় তাহ'লে সেটাই উপযুক্ত হবে।[২] কন্সটান্টাইন ছিলেন বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের সম্রাট, যা পরিচিত ছিল বাইজেন্টাইন নামে। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি পুরো সাম্রাজ্য নিজের আওতায় নিয়ে আসেন এবং রাজধানী হিসাবে বেছে নেন কন্সটান্টিনোপলকে।

কন্সটান্টিনোপল এতটা সুরক্ষিত থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে শহরটির ভৌগলিক অবস্থান। অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির শহরটির উত্তরে রয়েছে গোল্ডেন হর্ন, পূর্বে বসফরাস প্রণালী ও দক্ষিণে মর্মর সাগর। তিনদিক থেকে পানিবদ্ধ থাকায় শহরটি প্রাকৃতিকভাবেই ছিল সুরক্ষিত।

এটি কেবল যে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত ছিল তা নয়, এর চারদিকে ছিল ৪০ ফুট উঁচু ও ৬০ ফুট পুরু দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যার ৫০ মিটার অন্তর অন্তর একটি করে ওয়াচ টাওয়ার ছিল, যেখান থেকে সহজেই শত্রু সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করা যেত। ঢেলে দেওয়া যেত গরম পানি। এছাড়া কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় গ্রিক ফায়ার নামে একটি অস্ত্র বিশেষ ভূমিকা রাখত। এ অস্ত্র এতটাই ভয়ংকর ছিল যে এর আগুন পানি দিয়ে নেভানো সম্ভব হ'ত না। আর যেকোন ধরনের নৌ-আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বসফরাস থেকে গোল্ডেন হর্নের নৌপথে ছিল এক বিশালাকার চেইন। কোন জাহাজ গোল্ডেন হর্ন অতিক্রম করতে চাইলে চেইন টেনে সহজেই তা আটকে দেওয়া যেত, ফাটিয়ে দেওয়া যেত তার তলদেশ। ফলে শহরের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করা ছিল একেবারেই অসম্ভব।

তবে পৃথিবীর কোনকিছুই স্থায়ী নয়, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই আজকের পৃথিবী। তাই কন্সটান্টিনোপলেরও একদিন পতন ঘটে। হাযার বছরের অজেয় খেতাবের অবসান হয় ওছমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের হাতে। কন্সটান্টিনোপল বিজয়ে মুসলমানরা বহুবার অভিযান পরিচালনা করে। তার মধ্যে বড় অভিযান ছিল চারটি। আরেকটি পরিচালিত হবে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে ক্বিয়ামতের পূর্বে।[৩]

রোম বিজয়ের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন। ফলে আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্ত দেখলাম। আর আমার উম্মতগণ আমার জন্য সংকুচিত পুরো পৃথিবীতে অচিরেই আধিপত্য বিস্তার করবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) দু'টি ধন ভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে'।[৪] অর্থাৎ পারস্য (বর্তমান ইরাক) ও রোমের (বর্তমান ইউরোপ) রাজত্ব দান করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পারস্য সম্রাট কিসরা যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আর কোন কিসরা থাকবে না। রোম সম্রাট কায়ছার যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আর কোন কায়ছার থাকবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! অবশ্যই এই দুই সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারসমূহ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হবে'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু বিশর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তোমরা পারস্য ও রোমের উপর বিজয় লাভ করবে। তখন খাবার অনেক বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হবে না'।[৬]

আহযাব যুদ্ধের পূর্বে পরিখা খননকালে রাসূল (ছাঃ) পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন।[৭]

নাফে' ইবনু উৎবা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার উপরেও বিজয় দান

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *সাঈদ আশূর, উরুব্বা ফিল উছূরিল উস্তা ২৯ পৃ.।*
২. *ড. মুহাম্মাদ মুছতফা, ফাতহুল কুস্তানতীনিইয়াহ ওয়া সীরাতুস সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ ৩৬-৪২ পৃ.; ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, আদ-দাওলাতুল ওছমানিয়া ৮৮ পৃ.।*
৩. *বুখারী হা/৩১৭৬, ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০।*
৪. *মুসলিম হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/৫৭৫০।*
৫. *বুখারী হা/৩০২৭, ৩১২০; মুসলিম হা/২৯১৮; মিশকাত হা/৫৪১৮।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫৮৪৭; ছহীহাহ হা/৩৯৩।*
৭. *নাসাঈ হা/৩১৭৬; আবূদাঊদ হা/৪৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৪; ছহীহাহ হা/৭৭২; মিশকাত হা/৫৪৩০।*

করবেন।[৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথরে আঘাত করার ফলে মদীনা আলোকিত হ'ল এবং তিনি পারস্য ও রোমের প্রাসাদ সমূহ দেখে বললেন, জিবরীল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতগণ তাদের উপর বিজয়ী হবে। এতে মুসলমানগণ আনন্দিত হ'লেন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করলেন'।[৯]

কন্সটান্টিনোপল যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা :

উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ قد أَوْجَبُوْا وأَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ- 'আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অবধারিত করে ফেলল। আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কায়ছার-এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত'।[১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন জান্নাত অবধারিত করে ফেলল। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হব? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কায়ছার-এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাদের মধ্যে হব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না'।[১১]

আবু ক্বাবিল বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً يَعْنِى قُسْطَنْطِينِيَّةَ- 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে বসে লিখতাম। (একদা) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে প্রশ্ন করা হ'ল, দু'শহরের কোন শহরটি সর্বপ্রথম বিজিত হবে, কন্সটান্টিনোপল, না-কি রোম? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, বরং হিরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর শহর (কন্সটান্টিনোপল) সর্বপ্রথম বিজিত হবে।[১২]

৮. *মুসলিম হা/২৯০০; ছহীহাহ হা/৩২৪৬; মিশকাত হা/৫৪১৯।*
৯. *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফা ১৩৭৯ হিঃ) ৭/৩৯১; বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত হা/১৩০৬, ৩/৪৯৮; ইবরাহীম আলী, ছহীহুস সীরাহ, পৃ. ৩৫৪।*
১০. *তাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৮১২; ছহীহাহ হা/২৬৮; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬২।*
১১. *বুখারী হা/২৯২৪; ছহীহাহ হা/২৬৮।*
১২. *আহমাদ হা/৬৬৪৫; ছহীহাহ হা/৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১০৩৮৫।*

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ে মুসলমানদের অভিযানসমূহ

১ম অভিযান :

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম অভিযান প্রেরিত হয়। যদিও ইতিপূর্বে ছোট পরিসরে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তথা ৩২ হিজরীর শেষে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ও ৪৪ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দু'টি অভিযান পরিচালিত হয়।[১৩] ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মু'আবিয়া (রাঃ) কন্সটান্টিনোপল অভিযানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। আবূ ছা'লাবা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ فَقَالَ وَاللهِ لاَ تَعْجِزُ هَذِهِ الأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ. 'মু'আবিয়া (রাঃ) কন্সটান্টিনোপল যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ জাতি অর্ধ দিনেই কন্সটান্টিনোপল বিজয়ে সক্ষম হবে। যখন তোমরা পুরো শাম এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের দস্তরখান রূপে দেখবে, তখনই কন্সটান্টিনোপল বিজয় হবে'।[১৪]

৪৯ হিজরী সনে সংঘটিত এই অভিযানটি সুফিয়ান বিন 'আউফের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অভিযানে তিনি এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে আনাতোলিয়ার বহু দুর্গ দখল করে নেন। অতঃপর মর্মর সাগরের তীরে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। এদিকে মু'আবিয়া (রাঃ) সুফিয়ান বিন 'আউফের সহায়তার জন্য তার ছেলে ইয়াযীদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, ইবনু যুবায়ের, আবু আইউব আনছারী প্রমুখ ছাহাবী ও বিখ্যাত তাবেঈগণ ছিলেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। একসময় মুসলিম বাহিনী চরম সংকটে পতিত হয়। একদিকে প্রচণ্ড শীত, অন্যদিকে খাদ্য সংকট। একই সাথে সৈন্যদের মাঝে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় কেন্দ্র থেকে সাহায্যও পাচ্ছিলেন না। ভয়াবহ এই যুদ্ধে মুসলমানদের বহু সৈন্য বিশেষতঃ আবূ আইউব আনছারীসহ অনেক ছাহাবী শাহাদত বরণ করেন। শহীদদের সেখানেই দাফন করা হয়। বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তারা হিজরী ৫২ সালে বাইজান্টাইনী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন এবং কন্সটান্টিনোপল শহরের সীমানা প্রাচীরের পার্শ্বেই তাদের দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, রোমানরা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হ'লে তাদের অসীলায় বিশেষ করে ছাহাবী আবূ আইউব (রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত।[১৫] যেমন আসলাম আবু ইমরান বলেন, আমরা মদীনা হ'তে

১৩. *মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইনান, মাওয়াকেফু হাসেমা ফী তারীখিল ইসলাম, ৩৫ পৃ.।*
১৪. *আহমাদ হা/১৭৭৬৯, সনদ ছহীহ।*
১৫. *আল-বিদায়াহ ৮/৫৯।*

কস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদের পুত্র আব্দুর রহমান। রোমান সেনাবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল, থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে তো নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। এ আয়াত আমাদের আনছার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহ্র নবীকে আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করব এবং এর সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, (অর্থ) 'তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না'। আমাদের ঘরে থেকে মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও যুদ্ধে না যাওয়াই হ'ল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আবু ইমরান বলেন, এ কারণেই আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। কস্তুনতুনিয়ায় (কন্সটান্টিনোপলে) তাকে দাফন করা হয়।[১৬] অতঃপর প্রায় এক বছর কন্সটান্টিনোপল অবরোধ করে রাখে মুসলমানরা। কিন্তু কোন সফলতার মুখ না দেখায় বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে ৫০ হিজরীতে মুসলিম সৈন্যরা ফিরে আসে।[১৭]

দ্বিতীয় অভিযান :

৫৪ হিজরী সনে জুনাদাহ বিন আবী উমাইয়ার নেতৃত্বে কন্সটান্টিনোপলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযান ৭ বছর স্থায়ী হয়। পথিমধ্যে মুসলমানরা ইযমীর[১৮] ও লিকিয়া অধিকার করে। এরপর মুসলিম সৈন্যরা সিরিয়ার আরওয়াদ উপদ্বীপ অতিক্রম করে কন্সটান্টিনোপলকে স্থলভাগ ও জলভাগ উভয় দিক থেকে অবরোধ করে। এই অবরোধ চলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে শীত চলে আসে। মুসলমানরা শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে ফিরে আসে আরওয়াদ উপদ্বীপের 'কাযীকূস' ((كزيكوس শহরে। শীতকাল চলে গেলে মুসলমানরা আবার শহরটি অবরোধ করে। এভাবে সাত বছরে ধরে শীত ও গ্রীষ্মের পালাবদলে শহরটিকে অবরোধ করে রাখে তারা। কিন্তু এতে তারা তেমন কোন সফলতা পায়নি। বরং ক্ষতিই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ দেয়ালে ৫০ মিটার অন্তর অন্তর একটি করে ওয়াচ টাওয়ার ছিল, যেখান থেকে সহজেই মুসলিম সেনাদের উপর গোলাবর্ষণ করা যেত। সাথে সাথে তারা মুসলমানদের উপর বিষাক্ত গরম পানি ঢেলে দেয়, যাতে সৈন্যরা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। শহরটি রক্ষায় তারা 'গ্রীক ফায়ার' নামে একটি অস্ত্র ব্যবহার করে। এ অস্ত্রটি এতই ভয়ংকর ছিল যে, তাতে পানি দিলেও তা নিভতো না। বরং আগুনের শিখা আরো ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়ত। নুড়ি পাথর ও ধুলাবালিতে গড়াগড়ি করে তা নেভাতে হ'ত।

এছাড়াও যেকোন ধরনের নৌ-আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বসফরাস থেকে গোল্ডেন হর্নের পানিপথে ছিল এক বিশালাকার চেইন। ফলে মুসলিম নৌবাহিনী জাহায নিয়ে গোল্ডেন হর্ন অতিক্রম করতে গেলে তারা জাহাযের তলা ফাটিয়ে দিত। এভাবে বহু সৈন্য ডুবে মারা যায়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা ত্রিশ সহস্রাধিক সৈন্য হারায় এবং তাদের নৌবহরের বড় অংশ পানিতে ডুবে যায়। এই ভয়াবহতার কথা জানতে পেরে মু'আবিয়া (রাঃ) বাধ্য হয়ে রাজা চতুর্থ কন্সটান্টাইনের সাথে ত্রিশ মতান্তরে চল্লিশ বছরের জন্য শান্তি চুক্তি করেন।[১৯] তবে এই চুক্তিতে এও ছিল যে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করতে পারবে।[২০] তবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাইজানন্টাইন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন।[২১]

তৃতীয় অভিযান :

উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের শাসনামলে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ৮৭-৮৮ হিজরীতে টাইনা দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে, যা বসফরাস প্রণালী ও শামের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল।[২২] এতে ৫০ হাযার রোমান সৈন্য নিহত হয়। এরপর ৮৯ হিজরীতে সূরিয়া, ক্বামুদিয়া, আম্মুরিয়া ও হেরাক্লিয়া দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে।[২৩] (যদিও তা পরে

---

১৬. *আবূদাউদ হা/২৫১২; ছহীহাহ হা/২১৫১; আছারুছ ছহীহাহ হা/১১৩।*

১৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/৩২; ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখে তাবারী ৫/২৩২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ ৩/৫৬-৫৭; তারীখু খালীফা বিন খাইয়াত্ব ২১১ পৃ.।*

১৮. *তুরস্কের আনাতোলিয়ার পশ্চিম সীমান্তের একটি মহানগর। ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার পরে এটি তুরস্কের তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর এবং গ্রিসের এথেন্সের পরে এজিয়ান সাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর।*

১৯. *আল-বিদায়াহ ৮/৭৮, ৮২, ৯৪, ১১৫; আল-কামেল ফিত-তারীখ ৩/৯১-১১৯; ড. সাইয়েদ আব্দুল আযীয সালেম ও ড. আহমাদ মুখতার আল-আবাদী, তারীখুল বাহরিয়াতিল ইসলামিয়াহ ২১-২৫ পৃ., মাওয়াকেফু হাসেমাহ ফী তারীখিল ইসলাম ৩৪-৩৮ পৃ.।*

২০. *ইবনুল কাছীর, আন-নিহায়াতু ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, তাহক্বীক্ব, ড. ত্বহা যায়নী ১/৬২।*

২১. *আল-কামিল ফিত-তারীখ ৩/৯১।*

২২. *বসফরাস প্রণালী এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলের একটি অংশের সীমানা নির্দেশ করে। এটিকে ইস্তাম্বুল প্রণালীও বলা হয়। বসফরাস, মারমারা উপসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিমের দার্দানেলাস প্রণালী মিলে তুর্কি প্রণালী গঠিত। বসফরাস প্রণালী বিশ্বের নৌ চলাচলে ব্যবহৃত সবচেয়ে সরু পথ।*

২৩. *আল-কামিল ফীত-তারীখ ৪/১৩-১৭; নাদিয়া মুছতফা, আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া দাওলাতুল ফুতূহাত ৩০-৩১ পৃ.; আব্দুল আযীম রামাযান, আছ-ছুরা' বায়নাল আরাব ওয়া উরুব্বা ১১৩ পৃ.।*

রোমানদের দখলে চলে যায় এবং আব্বাসীয় খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ্র আমলে ২২২ হিজরীতে আবার মুসলমানদের দখলে চলে আসে)। এছাড়াও এসময়ে হিশাম বিন আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে বুলাক্ব, আখরাম, বুলাস ও কুয়াইক্বেম দুর্গ ও ফুরসান লেক মুসলমানদের দখলে আসে।[২৪] এই বিজয়গুলো মুসলমানদেরকে বাইজান্টাইন রাজধানী কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের প্রেরণা দেয়।

ফলে ৯৪ হিজরী থেকে পুনরায় অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে বাইজান্টাইন সম্রাট সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অতঃপর মাসলামা বিন আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে ৯৭ হিজরী সনে এই অভিযান শুরু হয়। এরই মধ্যে ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেক মারা গেলে পরবর্তী খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালেকও উক্ত অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। আঠার হাযার সেনাসম্বলিত নৌবহরসহ এক লক্ষ বিশ হাযার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী এতে অংশগ্রহণ করে। কন্সটান্টিনোপল শহরের সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করে সেনাপতি মাসলামা বলেন, وَابْنُوا لَكُمْ بُيُوتًا مِنْ خَشَبٍ، فَإِنَّا لَا نَرْجِعُ عَنْ هَذِهِ الْبَلَدِ حَتَّى نَفْتَحَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ، 'তোমরা এখানেই কাঠ দিয়ে তোমাদের গৃহ নির্মাণ কর, কেননা আমরা বিজয় অর্জন না করে এই শহর থেকে ফিরে যাব না ইনশাআল্লাহ।[২৫]

অভিযান দু'বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু এই অভিযানও দ্বিতীয় অভিযানটির মত রোমান সৈন্যদের কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়। এই অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পিছনে রোমানদের একই পদ্ধতি তথা অগ্নিগোলক ও গরম পানি নিক্ষেপ এবং জাহায নষ্ট করে দেওয়ার কৌশল সফল হয়। এর সাথে যোগ হয় সেনাপতি ইলয়ূন আয়সূরী আরমেনীর বিশ্বাসঘাতকতা। সে প্রথমে মাসলামা বিন আব্দুল মালেকের সাথে চুক্তি করে যে, তাকে ক্ষমতাসীন করা হ'লে কন্সটান্টিনোপল মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিবে। কিন্তু সে তৃতীয় থিওডিসিয়াসকে (Theodosius) পদচ্যুৎ করতে সক্ষম হ'লে মাসলামার সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। ফলে মুসলমানরা অভিযান পরিচালনা করে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, সম্রাট মারা গেলে রোমান সেনাপতি ইলউন আয়সূরী আযারবাইজান থেকে ফিরে আসে এবং মুসলিম সেনাপতির সাথে আত্মসমর্পণের শর্তে চুক্তি করে এবং পরে তা ভঙ্গ করে। সে সেনাপতি মাসলামাকে বলে, আপনি এক রাতের জন্য শহরে খাদ্য সরবরাহ করুন যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, আপনি ও আমি একই মতাদর্শের। সেনাপতি মাসলামা তাকে বিশ্বাস করে খাদ্য বোঝাই জাহায পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সকাল হ'তে না হ'তেই তারা রাতের অন্ধকারে মুসলমানদের উপর উপর্যপুরি হামলা করতে থাকে। এতে মুসলমানরা চরম সংকটে পড়ে যায়। মুসলিম সৈন্যরা এমন খাদ্য সংকটে পড়ে যে, তাদেরকে মাটি ব্যতীত সকল বস্তু খেয়ে জীবন বাঁচাতে হয়।

হাফেয ইবনু কাছীর-এর বিবরণ অনুযায়ী সেনাপতি মাসলামা সকল সৈন্যকে দু'মুদ করে খাদ্য সাথে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সকলে দু'মুদ করে খাদ্য নিয়ে এসেছিল। তিনি সকলকে সেই খাদ্য একত্রিত করতে বললেন। সেগুলো একত্রিত করা হ'লে পাহাড়সম হয়ে গেল। তিনি সেগুলো থেকে খেতে নিষেধ করলেন। বরং সে এলাকার খাদ্য খেতে বললেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, সৈন্যরা কৃষি জমিগুলো আবাদ করবে যাতে পরবর্তীতে খাদ্যের যোগান দেওয়া যায়। কিন্তু রোমান সেনাপতি ইলউন আয়সূরী মাসলামাকে এসে বলল যে, কন্সটান্টিনোপলের জনগণ আত্মসমর্পণ করতে রাযী আছে। তবে তারা আপনার খাদ্যগুদাম দেখে আতঙ্কিত। কারণ এত খাদ্য থাকলে অবরোধ বিলম্বিত হ'তে পারে। সেজন্য আপনি যদি এই খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দেন তাহ'লে তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে। তিনি তাকে বিশ্বাস করে খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দেন। পরক্ষণেই রোমান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।[২৬]

এরই মধ্যে খলীফা ওয়ালীদ মারা যান এবং খেলাফতের দায়িত্বে আসেন ইসলামের পঞ্চম খলীফা নামে খ্যাত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)। সৈন্যদের দুরাবস্থা দেখে খলীফার নিকট পত্র লেখা হয়। পত্র পেয়েই ওমর বিন আব্দুল আযীয মুসলিম বাহিনীর জন্য ঘোড়া, রসদ ও খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে জনসাধারণকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। অন্যদিকে সেনাবাহিনীকেও ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের বাহনের প্রাণীগুলো খাদ্য সংকটে মারা যায়, রোমানাদের আগুনের গোলার আঘাতে কিছু জাহায পুড়ে যায়। আবার কিছু সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বহু সৈন্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যুবরণ করে। এভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অভিযানে এক লক্ষ বিশ হাযার নৌবাহিনী ও এক লক্ষ বিশ হাযার স্থল বাহিনী অংশগ্রহণ করে বলে একদল ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন।[২৭] তবে সেনাপতি মাসলামা বিন আব্দুল মালেক সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্বে অত্যন্ত মযবূত ভিত্তি দিয়ে গগনচুম্বি মসজিদ নির্মাণ করেন। যাতে পরবর্তীতে মুসলমানরা অনুপ্রেরণা পায়।[২৮]

[চলবে]

---

২৪. *আল-বিদায়াহ ৯/৭১।*
২৫. *ঐ ৯/১৭৪।*
২৬. *ঐ ৯/১৭৪-৭৫; আল-কামিল ফিত-তারীখ ৪/৮৬।*
২৭. *আল-বিদায়াহ ৯/৭৬, ১৬৯-১৭০,১৭৫; তারীখে তাবারী ৬/৫৩০-৩১; আল-কামেল ফীত-তারীখ ৪/৮৬-৮৭; মাওয়াকেফু হাসেমা ফী তারীখিল ইসলাম ৪২-৪৩ পৃ.।*
২৮. *আল-বিদায়াহ ৯/১৭৪।*

উপকূলীয় এলাকা কি বিলীন হয়ে যাবে?

*অনিমেষ গাইন, শিবলী সাদিক, মফিজুর রহমান**

গত ২২শে জুলাই প্রথম আলো অনলাইনে নাগরিক সংবাদে প্রকাশিত একটি লেখার শিরোনাম ছিল: 'হারিয়েই কি যাবে সাতক্ষীরার গাবুরা ইউনিয়ন?' স্মরণকালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আইলা (২০০৯) এবং অতিসম্প্রতি (২০২০ সালের ২১ মে) আমফান-পরবর্তী সময়ে এ রকম আশঙ্কা শুধু গাবুরা ইউনিয়নের জন্য নয়, বরং শ্যামনগর, আশাশুনি, কয়রা, দাকোপসহ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জনপদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এই জনপদ কি সত্যিই বিলীন হওয়ার পথে? কেন এ আশঙ্কা? এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কী? হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বহু পথ অতিক্রম করে বছরে ১০০ কোটি টনের বেশি পলি নিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদ-নদী সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পলি বহন করে। এই পলি পড়তে পড়তে জমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে উর্বর ভূমি। এ ভূখণ্ডই আমাদের বাংলাদেশ।

বদ্বীপের গতি-প্রকৃতি :

ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বঙ্গীয় বদ্বীপ এখনো অপরিণত এবং নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রাকৃতিক কারণেই কয়েক হাযার বছরে গঙ্গা ও পদ্মা গতিপথ পরিবর্তন করেছে। পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে গেছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পলি ও মিঠাপানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিপরীতে বাড়ছে লবণাক্ততা। জমিতে পলি জমার প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে এ বদ্বীপে কোথাও কোথাও ভূমির ক্ষয় বা বৃদ্ধি হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে পুরো দেশের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের হার অনেক বেশী। পাশাপাশি ভূতাত্ত্বিক কারণে ভূমি নিমজ্জনের (বা ভূমি ডুবে যাওয়া) হারও এ অঞ্চলে বেশী (বছরে ৫.২ থেকে ৮.৮ মিলিমিটার)।

বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হারও এ অঞ্চলে অনেক বেশী বছরে প্রায় ৪ মিলিমিটার। বিশ্বের অন্যান্য বদ্বীপের তুলনায় এ হার অনেক বেশী, যা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবাসীর জীবন-জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।

শুধু প্রকৃতি নয়, বাংলাদেশ বদ্বীপ নানা রকম আর্থসামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও গেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমল থেকে এখানে নদীকে নানাভাবে শাসন করার চেষ্টা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, যা নদীর পলি ও মিঠাপানির প্রবাহ হ্রাসের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় দু'টি বই থেকে। একটি হ'ল ১৯২৫ সালে প্রকাশিত তৎকালীন বেঙ্গল পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ডা. বেন্টলির 'বাংলায় ম্যালারিয়া ও কৃষি'। অন্যটি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের বাংলায় প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির ওপর দেওয়া বক্তৃতা সংকলন।

ঐ বই দু'টিতে বলা হয়েছে, উপনিবেশ সময়ে রেলপথ ও নদীভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ, বিকল্প খাল খনন, সেচব্যবস্থা এই অঞ্চলের নদীর প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করেছে। ঐ সময় থেকেই নতুন নতুন বিপর্যয়ের শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া পাকিস্তান শাসনামল হয়ে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও চলমান আছে। আমাদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যে বেড়িবাঁধগুলো ষাটের দশকে নির্মিত হয়ে এখনো টিকে আছে, তা মূলত বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও দাতা সংস্থাগুলোর প্রস্তাবে নির্মিত হয়। পাকিস্তান আমলে শুরু ঐ বেড়িবাঁধগুলো পরবর্তী সময়ে পানিবদ্ধতা, লবণাক্ততার মতো বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়েছে।

সুরক্ষা ছিল অষ্টমাসি বাঁধে :

জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অষ্টমাসি বাঁধ ব্যবস্থা চালু ছিল। বন পরিষ্কার করে বসতি ও জমির চারপাশে এসব বাঁধ দেওয়া হ'ত। যার উদ্দেশ্য ছিল জমি যাতে আবার বনভূমিতে পরিণত না হয়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে লবণপানি প্রবেশ ঠেকানোও ছিল এমন বাঁধের বড় উদ্দেশ্য। কারণ জমিতে লবণপানি প্রবেশ করলে সেখানে আবার সুন্দরবনের বৃক্ষরাজি জন্মাত। সেই ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য বছরে আট মাস টিকে থাকে এমন বাঁধ নির্মিত হ'ত। অষ্টমাসি বাঁধ নামে পরিচিত ঐ অবকাঠামোগুলো এই অঞ্চলে কৃষির সুরক্ষায় কাজে দিত।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টমাসি বাঁধ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। কেননা জমিদারদের কর্মচারীরা গ্রামের সাধারণ জনগণ ও কৃষকদের সংগঠিত করে ঐ বাঁধগুলো নির্মাণ করতেন। ঐ বাঁধ না থাকায় কৃষির উৎপাদন হ্রাস পায়।

পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে উপকূলসহ সারা দেশে ব্যাপক বন্যা হয়। এ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাংক ও নেদারল্যান্ডসের প্রকৌশলীদের পরামর্শে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উপকূল জুড়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রথমদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধও তৈরি হয়। উপকূলে বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের ফলে কম ক্ষতিকর বন্যা বন্ধ হ'লেও মাঝে মধ্যে বড় বন্যা বন্ধ হ'ল না। অন্যদিকে বাঁধব্যবস্থা উপকূলীয় মানুষকে জোয়ার ও বন্যা থেকে নিরাপত্তার একটা মিথ্যা অবয়বও তৈরি করল। প্রথম দিকে এ থেকে উপকার পাওয়া গেলেও পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব দৃশ্যমান হয় আশির দশকে, যখন যশোর-খুলনা অঞ্চলে জলাবদ্ধতা শুরু হয়। দীর্ঘদিন পলি না জমায় কৃষিজমি অনুর্বর ও নিচু হ'তে থাকে, নদীর তলদেশে পলি জমতে থাকায় নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় ও নদী মারা যায়। ঐ এলাকায় পানিবদ্ধতা স্থায়ী বন্যায় রূপ নেয় এবং পরিবেশ ও জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

আশির দশকে বাগদা চিংড়ি উৎপাদন শুরু হয় ব্যাপকভাবে।

এজন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বাঁধ কেটে লবণপানি ভেতরে ঢোকানো হয়। এ ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা উপকূলীয় এলাকায় এসে চিংড়ি চাষ বাড়াতে থাকেন। এর ফলে চিরসবুজ প্রকৃতি অল্প সময়ের মধ্যে লবণপানির প্রভাবে বৃক্ষহীন ধূসর প্রান্তরে পরিণত হয়।

এর সঙ্গে উপকূলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগও বেড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির এ পরিবর্তন আমলে না নিয়ে সেখানে একের পর এক বড় উন্নয়ন প্রকল্প ও অবকাঠামো নির্মাণ চলছে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বড় অংশকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এ অঞ্চলকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের কারণে অনেক সভ্যতার যেমন পতন হয়েছে, তেমনি অনেক সভ্যতা টিকে আছে মূলতঃ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে।

অবাধ জোয়ার-ভাটাতেই সমাধান :

উপকূলীয় এলাকাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায়, বর্তমানে পরিবেশবিধ্বংসী উন্নয়ন ধারা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে। এর মধ্যে উপকূলের পলি ব্যবস্থাপনায় অবাধ জোয়ারভাটা (টিআরএম বা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত) অন্যতম।

এ পদ্ধতিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বাঁধ কেটে দেওয়া হয়। এতে নদীর পানি নিচু বিল অঞ্চলে প্রবেশ করে। আর ভাটার টানে সে পানি আবার বেরিয়ে যায়। এতে পানিবদ্ধতা দূর হয়। নদীর নাব্যতাও বাড়ে। পুরো প্রক্রিয়াকে অবাধ জোয়ারভাটা বলা হয়। সাম্প্রতিককালের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, টিআরএম কৃষিজমিতে পলি জমিয়ে ভূমির উর্বরতা ও উচ্চতা বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এটি প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন ঐ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমন্বয়।

এ ধরনের প্রকৃতিনির্ভর উপায় পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও কাজ করছে। যেমন নেদারল্যান্ডস শত শত বছর ধরে প্রযুক্তিনির্ভর বাঁধ ব্যবস্থাপনাকেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হিসাবে প্রয়োগ করে এসেছে। তারা ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালে বন্যার ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি উপলব্ধি করে প্রযুক্তিনির্ভর বাঁধ ব্যবস্থাপনা থেকে সরে এসেছে। দেশটি বাঁধ অবমুক্ত করে বন্যার পানি নিচু বিল অঞ্চলে প্রবেশ করাচ্ছে। ঠিক একইভাবে বেলজিয়ামও নিচু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বন্যা ঘটিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে বন্যা ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করছে।

স্থানীয় জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে :

উপকূলের দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় অনেক প্রকৃতিনির্ভর ও লোকায়ত প্রক্রিয়া আগে ছিল। কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে গেছে, যা খুঁজে বের করাও দরকার। ঘূর্ণিঝড় আমফানের পর উপকূলীয় বাঁধ ব্যবস্থার পুনর্বাসনের দাবী উঠছে। এজন্য দাতা সংস্থাগুলোও আগ্রহ প্রকাশ করছে।

তাই জনগণের বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বাসনের দাবীগুলো শাব্দিক অর্থে না নিয়ে এর অন্তর্নিহিত কারণ, দাবীর বিষয়বস্তু জানতে ও বুঝতে হবে। বুঝতে হবে জনগণের দাবী বাঁধ নির্মাণ নাকি দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা? দাবীর শাব্দিক অর্থ হয়তো বাঁধ নির্মাণ, কিন্তু অন্তর্নিহিত দাবী হচ্ছে দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা।

আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে এর সমাধান শুধু বাঁধ নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বাসনে নেই। প্রকৃতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাতেই এর সমাধান। সে জন্য বাঁধের পাশাপাশি টিআরএমের মতো প্রাকৃতিক উপায়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আস্তে আস্তে প্রয়োগ করতে হবে। এই সমাধানকে এই অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মূল পরিকল্পনায় আনতে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

নিজেদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে, বিদেশী পরামর্শের জন্য অপেক্ষা না করে, শুধু আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যানির্ভর না হয়ে, দেশের নদী ও মাটি নিয়ে অন্য যে জ্ঞানের শাখাগুলো আছে, তাদেরও এ ব্যাপারে যুক্ত করতে হবে। ভূতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা থেকে শুরু করে পরিবেশবিদ্যাকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দেশেই যেন গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভব হয় আমাদের সমস্যার সমাধান।

টেকসই উন্নয়নের নামে আমরা যদি আবারও আগের মতোই বড় অবকাঠামোনির্ভর ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করতে থাকি, তাহ'লে মায়া বা ইস্টার দ্বীপ বা রুয়ান্ডার মতো আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের পতন দেখতে হয়তো বেশী প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে না।

** অনিমেষ গাইন : পরিবেশ পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণা ফেলো, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। শিবলী সাদিক : উপকূল ব্যবস্থাপনা গবেষণা ফেলো, নেদারল্যান্ডসের আইএইচই ডেল্কট ইনস্টিটিউট ফর ওয়াটার এডুকেশন। মফিজুর রহমান : বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ফেলো, জার্মানির কোলন ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স।* ॥ সংকলিত ॥

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

২. লুধিয়ানার মুনাযারা (এপ্রিল ১৯১২) :

কাদিয়ানী মুনাযির মুনশী কাসেম আলী দেহলভী ১৯১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী থেকে প্রকাশিত কাদিয়ানী পত্রিকা 'আল-হক'-এ মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানান। একই বছরের ১লা মার্চ অমৃতসরী সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। মুনাযারার শর্ত নির্ধারণের পর অবশেষে ১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিল পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানায় মুনাযারা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবার কাদিয়ানীরা তাদের বিজয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল। এজন্য তারা ঘোষণা দেয়, যদি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এই বিতর্কে বিজয়ী হ'তে পারেন তাহ'লে আমরা তাঁকে ৩০০ রূপিয়া পুরস্কার দিব। আর উনি পরাজিত হ'লে আমরা তার নিকট থেকে কিছুই নিব না। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ই এপ্রিল ১৯১২ তারিখে উভয় পক্ষ লুধিয়ানায় উপস্থিত হয়। সরকারী উকিল সরদার বচ্চন সিংকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। ১৭ই এপ্রিল বিকাল ৩-টায় আসল মুনাযারা শুরু হয় এবং রাত ৯/১০-টায় গিয়ে শেষ হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর শেষ ফায়ছালা তথা মুবাহালা প্রসঙ্গ। দীর্ঘ বিতর্কের পর ২১শে এপ্রিল মাগরিবের সময় বিচারক অমৃতসরীকে বিজয়ী ঘোষণা করে রায় দেন।

এ বিতর্কে বিজয়ের ফলে মুসলমানদের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন, '২১শে এপ্রিল মাগরিবের সময় সরদার ছাহেব ফায়ছালা দেন। ঈদের চাঁদ উঠার ন্যায় দ্রুতই সমগ্র শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা একে অপরকে অভিবাদন জানাতে থাকে। ছোট্ট সোনামণিরা গাড়িতে বসে হর্ষধ্বনি দিতে থাকে। এমনকি রাত ১০-টার সময় মিয়াঁ ছাহেব (মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান খান)-এর বাড়ির প্রশস্ত আঙ্গিনায় জালসা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং শিখ বিচারককে ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত আনন্দের সাথে রেজুলেশন পাশ করেন। অতঃপর কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে ৩০০ রূপিয়া পুরস্কার হাছিল করে সকালের মেইল ট্রেনে অমৃতসরে রওয়ানা হই। স্টেশনে শুভাকাঙ্ক্ষীরা জড়ো হয়েছিলেন। তারা খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। সদলবলে আমি নিজ বাড়িতে পৌঁছি। *আলহামদুলিল্লাহ*'।

'ফাতিহে কাদিয়ান' গ্রন্থে মাওলানা অমৃতসরী এই বাহাছের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং মুনাযারায় প্রাপ্ত পুরস্কারের অর্থ দ্বারা বই ছাপিয়ে মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণ করেন।[১] এটি বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়ে মানুষের হাত হাতে পৌঁছে যায়।

৩. অমৃতসরের মুনাযারা (এপ্রিল ১৯১৬) :

১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০শে এপ্রিল মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও কাদিয়ানী মুনাযির মৌলভী গোলাম রসূল রাজিকীর মাঝে 'মাসীহ-এর জীবন ও মৃত্যু' বিষয়ে লিখিত মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় অমৃতসরী বিভিন্ন মামলার কারণে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'মামলা সমূহের কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষ করে বাহাছের নিকটবর্তী ২৬-২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত মোকদ্দমা ছিল। ২৮ তারিখে ৪ ঘণ্টা যাবৎ আদালতে কার্যক্রম চলতে থাকে। আমার বন্ধু চিন্তিত হয়ে বইপত্র দেখার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলে আমি বলতাম, 'কাপুরুষকে মারার জন্য লাঠির কি প্রয়োজন আছে'? (*সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১২ই মে ১৯১৬*)। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি অমৃতসরবাসীর জোরাজুরিতে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন উভয় পক্ষ থেকে ৩ পৃষ্ঠা করে বিনিময় হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল 'মির্যার দাবী সমূহ সত্য না মিথ্যা' বিষয়ে বাহাছ হয়। অমৃতসরী লিখিতভাবে মির্যার মিথ্যা দাবীসমূহের জোরালো উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু বিচারক নিযুক্ত না থাকায় এবং ঘরোয়া পরিবেশে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনসম্মুখে ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। এজন্য জনগণ উন্মুক্ত স্থানে আম জালসার সময় আলোচনা আকারে বাহাছের দাবী জানান। কিন্তু কাদিয়ানীরা তাদের দুর্বলতার কারণে এতে সম্মত হচ্ছিল না। অবশেষে জনগণের চাপে তারা বাহাছে অংশ নিতে বাধ্য হয়। অমৃতসরীর লিখিত জওয়াব শুনে কাদিয়ানীরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। অনেকে তওবা করে কাদিয়ানী মতবাদ পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে। লাহোরের ইংরেজী পত্রিকা Belton এ বিতর্ক সম্পর্কে লিখেছে, 'এই বাহাছের ফল এটা হয়েছিল যে, মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব মৌলবী গোলাম রসূল রাজিকীর উপরে বিজয়ী হন এবং মির্যায়ী হেরে যায়। মুসলমানরা ছাড়া অন্য ধর্মের লোকজনও জালসায় উপস্থিত ছিলেন। সবাই সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের বিপক্ষে ফায়ছালা প্রদান করেন' (*Belton, লাহোর, ৩রা মে ১৯১৬*)।[২]

৪. সারগোদার মুনাযারা (ডিসেম্বর ১৯১৬) :

পশ্চিম পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) প্রসিদ্ধ ও বড় শহর সারগোদায় কাদিয়ানীদের বেশ দাপট ছিল। তারা এখানে বড় বড় সরকারী পদে আসীন ছিল। ইত্যবসরে ডেপুটি কালেক্টর

* *ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতিহে কাদিয়ান, পৃঃ ২-৬৮; ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/২০০-২৬৬।*

২. *অমৃতসরী, ফাতহে রব্বানী দর মুবাহাছা কাদিয়ানী, পৃঃ ২-৮৮; ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়াত ৮/২৭৬-৩৬২; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১২০-১২২।*

মুহাম্মাদ শরীফ এখানে বদলী হয়ে আসেন। কাদিয়ানীরা তাঁকে কাদিয়ানী মতবাদের দাওয়াত দেয়। তিনি তাদের সাথে বাহাছ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালের ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর বাহাছের দিন নির্ধারিত হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুনাযির হিসাবে দাওয়াত দেওয়া হয়। অমৃতসরী লিখেছেন, 'শর্তগুলো এত বেঢপ ছিল যে, আমি কখনো এ ধরনের শর্তে বাহাছ করিনি। যেমন দু'টি বিষয়ে আলোচনা হবে। (১) খতমে নবুঅত ও (২) মির্যার নবুঅত। প্রত্যেক মাসআলায় স্রেফ দু'টি লিখিত জবাব থাকবে। প্রত্যেকটি জবাব লেখার সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা করে। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে এগুলি লিখিত হবে। সেখানে লেখকবৃন্দ ও তাদের সহযোগীরা ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। অতঃপর সেগুলি একটি আম জালসায় শুনানো হবে। প্রথম দিন ৯-টার সময় লিখিত বাহাছ শুরু হয়ে যায়। আমি একা ছিলাম। আর প্রতিপক্ষের ৪ জন ব্যক্তি ছিল। প্রথম দিন 'খতমে নবুঅত' বিষয়ে বাহাছ হয়'।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী শারঈ দলীলের আলোকে খতমে নবুঅত প্রমাণ করেন এবং যুক্তির আলোকে কাদিয়ানীদের সামনে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যার সদুত্তর দিতে তারা ব্যর্থ হয়। কাদিয়ানীরা তাদের লিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছিল। অমৃতসরী বলেন, 'এসব উদ্ধৃতি ভুল। যদি সঠিক হয় তাহ'লে মূল কিতাবে দেখাও'। কাদিয়ানীরা এর জন্য দু'দিন সময় চায় এবং বলে, যদি দু'দিনের মধ্যে আমরা হাওয়ালা বা সূত্র দেখাতে না পারি তাহ'লে ১০০ রূপিয়া জরিমানা দিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তারা নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয়। তারা সূত্রও দেখাতে পারেনি আর জরিমানার অর্থও পরিশোধ করেনি। মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীদের কাছ থেকে তো এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

দ্বিতীয় দিন মির্যা গোলাম আহমাদের নবুঅত বিষয়ে মুনাযারা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাদিয়ানী মুনাযিররা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিতই হয়নি। বরং মুনাযারার জন্য নির্ধারিত সময়ে একটি লম্বা চিরকুট পাঠিয়ে দেয়। যার সারমর্ম ছিল, আমরা ওখানে গিয়ে বাহাছ করব না। যদি আপনি চান তাহলে আমাদের বাড়িতে চলে আসুন! চিরকুট পাওয়ার পর অমৃতসরী কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তাদের বাড়িতে গিয়ে হাযির হন। দু'পক্ষের মধ্যে লিখিত বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা কাদিয়ানীদের লেখনীর যথার্থ জবাব প্রদান করে তাদের উপর এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যার জওয়াব দিতে কাদিয়ানী তার্কিকরা অপারগতা প্রকাশ করে খামোশ হয়ে যায়।[৩]

৫. ডেরা গাযী খানের মুনাযারা (মে ১৯১৭) :

পশ্চিম পাঞ্জাব (পাকিস্তান)-এর একটি প্রসিদ্ধ শহর ডেরা গাযী খান (D.G. Khan)। ১৯১৭ সালে কাদিয়ানীদের দুই গ্রুপ তথা লাহোরী ও কাদিয়ানী উভয়ই এখানে জালসা করে। তাদের জালসার প্রভাব দূরীভূত করার জন্য মাওলানা অমৃতসরীকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিনি ১৯১৭ সালের ২৬শে মে বিকাল ৩-টায় ডেরা গাযী খানে পৌঁছে কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে দু'টি সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। ইত্যবসরে একজন কাদিয়ানী বাহাছ করার জন্য সামনে আসে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। সে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভুল ও মিথ্যা সমূহ স্বীকার করে ফিরে যায়। রাতে আবার আলোচনা হয়। অমৃতসরী মির্যার গ্রন্থসমূহ খুলে ইবারত পড়ে পড়ে দেখান এবং বলেন যে, কিভাবে যুগের ঘটনাসমূহ মির্যা গোলাম আহমাদের দাবী ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতঃ তাকে মিথ্যাবাদীদের কাতারে শামিল করেছে। তখন আরেকজন কাদিয়ানী বাহাছ করার জন্য সামনে আসে। কিন্তু খুব দ্রুতই পরাজয় বরণ করে ফিরে যায়। ২৮শে মে (১৯১৭) সকাল বেলা অমৃতসরীর চতুর্থ আলোচনা হয়। সে সময় শী'আরা কিছু প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করে। মাওলানা তাদেরকেও যথোচিত উত্তর প্রদান করেন এবং ঐদিন দুপুরের পরে অমৃতসরে ফিরে আসেন *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৮ই জুন ১৯১৭)*। এর ফলে ডেরা গাযী খান থেকে কাদিয়ানী ফিৎনা নির্মূল হয়।[৪]

৬. হোশিয়ারপুরের মুনাযারা (অক্টোবর ১৯১৭) :

ডেরা গাযী খানের মুনাযারার পর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯১৭ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ হোশিয়ারপুর' (পাকিস্তান) আয়োজিত বার্ষিক জালসায় অংশগ্রহণ করেন। জালসার বাইরে তিনি কাদিয়ানীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারাও করেন। মানুষের উপর এর অত্যন্ত কার্যকর প্রভাব পড়ে *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৯ই নভেম্বর ১৯১৭)*।

৭. গুজরানওয়ালার মুনাযারা (নভেম্বর ১৯১৭ ও জানুয়ারী ১৯১৮) :

হোশিয়ারপুরের জালসা ও মুনাযারা শেষ করা মাত্রই আহলেহাদীছ আলেমদের দাওয়াতে অমৃতসরী গুজরানওয়ালায় যাত্রা করেন। ১৯১৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ গুজরানওয়ালা'-এর বার্ষিক জালসায় তিনি কাদিয়ানী মতবাদ ও হাদীছ অস্বীকারকারীদের খণ্ডনে জোরালো দালীলিক বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর দুই দলের লোকদের সাথে তাঁর বাহাছ হয়। বাহাছে তিনি তাদেরকে নিরুত্তর করে দেন।

এরপর ১৯১৮ সালের ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ গুজরানওয়ালা'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম দিন মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী 'মাসীহ-এর জীবন ও মৃত্যু' বিষয়ে এবং দ্বিতীয় দিন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'খতমে নবুঅত ও মির্যার সত্যতা' বিষয়ে মুনাযারা করেন। দু'দিনই রাতে অনুষ্ঠিত জালসাতেও তাঁরা বক্তৃতা

৩. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১২২-১২৩। গৃহীত : সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৬।*

৪. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১২৪-১২৫।*

করেন। গুজরানওয়ালা ও এর আশপাশের এলাকা সমূহে এই মুনাযারা ও আলোচনার দারুণ প্রভাব পড়ে। আল্লাহ দাত্তা নামক একজন ব্যক্তি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে লিখিত একটি পত্রে এ সম্পর্কে বলেন, 'আপনার গুজরানওয়ালায় আগমন মানুষজনের জন্য একজন রহমতের ফেরেশতার আগমনের মতো ছিল। বহু মানুষ যারা নানাজনের প্রলাপ ও ধোঁকাবাজির কারণে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছিল তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। আমার আক্বীদাও কিছুটা পরিবর্তিত হচ্ছিল। আপনার বক্তব্য শোনার পর সবকিছু বুঝতে পেরেছি (অর্থাৎ আমার নিকটে কাদিয়ানীদের ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে গেছে)। ইনশাআল্লাহ এখন বিরোধী পক্ষের ঝড়-ঝঞ্ঝা ঈমানের এই পবিত্র বৃক্ষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এখন প্রত্যেকটি ব্যক্তি এসব মিথ্যাবাদীদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে'।[৫]

৮. মালেরকোটলার মুনাযারা (মার্চ ও এপ্রিল ১৯২১) :

পূর্ব পাঞ্জাবের (ভারত) সানগ্রুর যেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান হল মালেরকোটলা। দেশ বিভাগের পূর্বে এটি একটি রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং একটি মুসলিম পরিবার এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মিয়াঁ মুহাম্মাদ আলী খান নামে এই খান্দানের এক ব্যক্তি কাদিয়ানী মতবাদে দীক্ষিত হন এবং মালেরকোটলা ছেড়ে কাদিয়ানে গিয়ে বসতি গড়েন। 'বূ ছাহেবা' নামে উক্ত বংশের এক প্রভাবশালী মহিলাকে তিনি রাজ পরিবারের বেগমদের মধ্যে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে চান। কিন্তু বূ ছাহেবা জবাব দেন, আমি আলেমদেরকে নিয়ে এসে বাহাছ করানোর পরেই কেবল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯২১ সালের ২৮শে মার্চ মুনাযারার দিন ধার্য হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুনাযির হিসাবে নির্বাচন করা হয়। 'বূ ছাহেবা' ও অন্য মহিলারা পর্দার অন্তরাল থেকে অমৃতসরীর নিকট ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর জীবিত থাকার প্রমাণ জানতে চান। তিনি দুপুর পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পেশ করেন। অতঃপর মহিলারা তাঁর নিকটে 'প্রকৃত ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইলহামের সত্যতা পরীক্ষা করার মানদণ্ড' সম্পর্কে জানতে চান। অমৃতসরী এর জবাবে ইলহামের সত্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ পূর্বক মির্যা গোলাম আহমাদকে যাচাই করেন এবং প্রমাণ করেন যে, মির্যা তার কল্পিত ইলহাম সমূহের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

মিয়াঁ মুহাম্মাদ আলী খান তার উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে দেখে বলে উঠেন, আমরা জনগণের সামনে বাহাছ করার জন্য প্রস্তুত আছি। অমৃতসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কখন সময় দিতে পারবেন? তিনি বলেন, 'আমি সব সময় মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত থাকি। আমার মতে আগামীকালকেই মুনাযারা হোক'। কিন্তু কাদিয়ানীদের আপত্তির ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালের ১৩, ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল মুনাযারার তারিখ নির্ধারিত হয়। ১২ই এপ্রিল অমৃতসরী মালেরকোটলা পৌঁছে যান। কাদিয়ানীরা মুনাযারা না করার জন্য ৪ দিন ধরে মুনাযারার শর্ত নির্ধারণের নামে কালক্ষেপণ ও তালবাহানা করতে থাকে। অমৃতসরী তাদের সকল অন্যায্য শর্ত মেনে নিয়ে বাহাছ করতে সম্মত হন। অবশেষে ১৭ই এপ্রিল নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। ১. মাসীহ-এর জীবন ২. নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সত্যতার মানদণ্ড ৩. ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পর্যালোচনা ৪. মির্যার সত্যতা ও ৫. মির্যা গোলাম আহমাদের সাথে অমৃতসরীর মুবাহালা।

তিন দিন ধরে মুনাযারা চলে। এতে অমৃতসরী বিজয়ী হন। মুনাযারায় উপস্থিত সবাই অমৃতসরীর বিজয় এবং কাদিয়ানীদের পরাজয় ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্যতম মালেরকোটলার মুফতীর ভাষ্য হ'ল, 'সাধারণ মুসলিম জনতা এমনকি হিন্দুরাও যারা ব্যাপক সংখ্যায় এই বাহাছে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই এই মত প্রকাশ করে যে, মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেব বিজয়ী হয়েছেন এবং কাদিয়ানী গোষ্ঠী পরাজিত হয়েছে। আর এই বাহাছের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষ যেন কাদিয়ানীদের ধোঁকায় না পড়ে, যা হাছিল হয়ে গেছে' *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২০শে মে ১৯২১)*।[৬]

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সেক্রেটারী থাকাকালীন অমৃতসরীর অনন্য খিদমতের স্মারক হিসাবে ১৯৯৩ সালে এখানে 'মা'হাদু আবিল অফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী' নামে একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।[৭]

৯. পেশাওয়ার ও গুজরানওয়ালার মুনাযারা (ফেব্রুয়ারী ১৯২৬) :

১৯২৬ সালের শুরুতেই মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী হজ্জ পালনের ঘোষণা দেন এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু সে সময়েও তিনি কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডনে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকেন। যেমন ১৯২৬ সালের ১৬, ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত জালসায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন এবং তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দেন। অনুরূপভাবে তিনি একই বছরের ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী খ্রিস্টান ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ গুজরানওয়ালা' আয়োজিত বার্ষিক জালসায় 'খতমে নবুঅত' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। জালসায় প্রায় ৮/১০ হাযার মানুষ উপস্থিত ছিল। অতঃপর বিতর্কের জন্য কাদিয়ানীদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়। মৌলভী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মুনাযির হিসাবে সামনে আসে। অমৃতসরীর বক্তব্যের কোন যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা সে অমৃতসরীর জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন দেখে ঘাবড়ে যায়।

৫. *ঐ, পৃঃ ১২৬-১২৭।*

৬. *ঐ, পৃঃ ১৫৪-১৫৬।*
৭. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।*

এর ফলে ভরা মজলিসে ৬ জন কাদিয়ানী কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে। গুজরানওয়ালা শহর ও এর আশপাশের এলাকায় এর দারুণ প্রভাব পড়ে।[৮]

১০. রাওয়ালপিণ্ডির মুনাযারা (ডিসেম্বর ১৯২৯) :

১৯২৯ সালের ৯, ১০, ১১ ও ১২ই আগস্ট চারদিন ব্যাপী মাসূরীতে জালসা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সহ দেশের খ্যাতিমান আলেম-ওলামা এতে অংশগ্রহণ করেন। জালসা শেষে অমৃতসরী মাসূরী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আম্বালা যেলায় অবতরণ করেন। এ সময় কাদিয়ানীরা রাওয়ালপিণ্ডীতে হৈচৈ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। সেকারণ মুসলমানদের পীড়াপীড়িতে তিনি সেখানে মুনাযারার জন্য যান। ১৯২৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সেখানে আম জালসা অনুষ্ঠিত হয়। অমৃতসরী তাতে অংশগ্রহণ করেন। পরের দিন ২৯শে ডিসেম্বর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মাদ ইসমাঈল খান-এর বাসায় সকাল ৯-টায় কাদিয়ানীদের সাথে মুনাযারার জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষে বিকাল ৩-টা থেকে ৪-টা পর্যন্ত মুনাযারা হয়। 'প্রতিশ্রুত মাসীহ' বিষয়ে অমৃতসরী কাদিয়ানী তার্কিককে জিজ্ঞেস করেন, মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেই দাবী করেছিলেন যে, তিনি ১৩৩৫ হিজরী পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। তাহলে এর ৯ বছর পূর্বে ১৩২৬ হিজরীতে কেন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন? কাদিয়ানী তার্কিক এ প্রশ্ন শুনে লা-জওয়াব হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অমৃতসরী মির্যার প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবীকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেন। ফলে কাদিয়ানী তার্কিক স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, 'ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইলহাম কোন দলীল নয়'। তখন অমৃতসরী বললেন, যদি ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইলহাম দলীল না হয়ে থাকে তাহ'লে তো কেচ্ছা এখানেই খতম। আর গোলাম আহমাদের প্রতিশ্রুত মাসীহ হওয়ার দাবীও বাতিল। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। মুছাফাহা করি' *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ১১ই অক্টোবর ১৯২৯)*।[৯]

১১. বাটালার জালসা ও মুনাযারা (নভেম্বর ১৯৩০ ও ফেব্রুয়ারী ১৯৩২) :

১৯৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর বাটালায় ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। বাটালা ও কাদিয়ানের দূরত্ব মাত্র ১১ মাইল। এজন্য কাদিয়ান ও এর আশপাশের বহু মানুষ এই জালসায় অংশগ্রহণ করে। পূর্বেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, এতে কাদিয়ানীরা মতবিনিময় করার সময় পাবেন। জালসায় কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে অমৃতসরী জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর তাদের সাথে ১ ঘণ্টা বাহাছ হয়। একজন সংবাদদাতা লিখেছেন, 'এটি শুধু বাহাছই ছিল না। বরং এর ফলে কাদিয়ান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। কাদিয়ানী তার্কিক তার সঙ্গী-সাথী সহ প্রত্যেক পদে পদে পরাজিত হচ্ছিল। জনগণ একবাক্যে চিৎকার করে বলে ওঠে যে, বিতর্কে আহলেহাদীছ জামা'আতের বিজয় হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ (সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৩১শে নভেম্বর ১৯৩০)*।[১০]

১৯৩২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বাটালায় আরেকটি মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কের কারণ ছিল 'কুরআন ও কাদিয়ান' শীর্ষক মাওলানা অমৃতসরীর একটি বক্তব্য। তিনি তাঁর সেই বক্তব্যে সরস ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে, মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ দাবী করতেন। কিন্তু তার সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। যা মুহাম্মাদ (ছাঃ) পূর্ণ করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতঃপর গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের আলোকে তার বয়স নিয়ে কাদিয়ানী তার্কিক গোলাম রসূল রাজিকীর সাথে অমৃতসরীর বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। অমৃতসরী মির্যার গ্রন্থ সমূহ থেকে তার বয়স সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরলে কাদিয়ানী তার্কিক রাজিকী এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে পরাজয় স্বীকার করে অবনতমস্তকে রাজিকীকে বাড়ী ফিরতে হয় *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৪ঠা মার্চ ১৯৩২)*।[১১]

১২. ওয়াযীরাবাদের মুনাযারা (এপ্রিল ১৯৩২) :

১৯৩২ সালের ১০ই এপ্রিল রবিবার ওয়াযীরাবাদে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও একজন নতুন কাদিয়ানী তার্কিকের মাঝে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কাদিয়ানী তার্কিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং কুরআন মাজীদের কিছু আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে মির্যার নবুঅতের প্রমাণ হিসাবে সেগুলিকে উপস্থাপন করেন। অমৃতসরী এর জবাবে বলেন, যদি আপনার বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে মির্যা কেন চূড়ান্ত ফায়ছালার জন্য মুবাহালার পথ বেছে নিলেন? এভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অমৃতসরী বিতর্ককে মুবাহালার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। এতে কাদিয়ানী শিবিরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। তিন ঘণ্টা যাবৎ বিতর্ক চলল। কিন্তু কাদিয়ানী তার্কিক এর কোন সদুত্তর দিতে পারল না। অতঃপর অমৃতসরী মির্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মির্যা দুনিয়াতে প্রতিশ্রুত মাসীহ-এর অবস্থানকাল ৪০ বছর বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে মাসীহ দাবী করার ১৮ বছর পর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সুতরাং তার নিজের নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকেই তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হ'লেন। কাদিয়ানী তার্কিকের জন্য এটা ছিল দ্বিতীয় চপেটাঘাত। এরও কোন উত্তর দিতে তিনি সক্ষম হলেন না। এতে বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা যাফর আলী খান। তিনি অমৃতসরীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন *(সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৬ই মে ১৯৩২)*।[১২]

(চলবে)

---

৮. *সীরাতে ছানাঈ, পৃ: ৪১৫; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১৮৭-১৯০।*
৯. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১৯৬-১৯৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪-২৮৫।*
১০. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২০০-২০১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।*
১১. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২০২-২০৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।*
১২. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২০৩-২০৪।*

তোমাকে দাওয়াতী কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেইনি

ইসলাম এসেছে দাওয়াতের মাধ্যমে (*আহমাদ, মিশকাত হা/৪২, ১৯৮*)। কথাটি শুনেছিলাম নওদাপাড়ার তাবলীগী ইজতেমায়। কুরআন ও হাদীছ না জানার কারণে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে অজ্ঞ ছিলাম। মানুষ সাধারণ শিক্ষায় যত শিক্ষিতই হোক না কেন, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান না থাকলে দ্বীনী বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকে, এটিই স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে আমি ছিলাম পীরভক্ত। আর পীরেরা তাদের মুরীদদেরকে কুরআন-হাদীছ শিক্ষার জন্য কোন প্রকার উপদেশ দেয় না। বরং বলে যে, কুরআন ও হাদীছ কঠিন বিষয়। এগুলো তোমাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। যদি পার শুধু তিলাওয়াত শিখ, এতটুকুই যথেষ্ট। অথচ কুরআন ও হাদীছ আল্লাহ প্রেরিত অহী। আর অহীর শিক্ষা হচ্ছে সহজ (*ক্বামার ১৭, ২২, ৩২, ৪০*)। এই পীর বা ছূফীরা তাদের নিজেদের রচিত বইগুলো মুরীদদের পড়ার জন্য উপদেশ ও উৎসাহ দেয়। যেভাবে উপদেশ দিয়েছিল আমাকে। তারা আরও বলে যে, পীর-আউলিয়ারা যা উপদেশ দেয় তা মানতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করা যাবে না। তাদের ভাষায় এটাই নাকি প্রকৃত ইসলাম।

কোন এক পীরের মুরীদ তাদের পীরের ওয়ায মাহফিলে আমাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি একজন মুরীদ স্টেজ থেকে আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকির পরিচালনা করছে। অন্যান্য মুরীদরাও একই তালে একইভাবে যিকির করার পরামর্শ দিলে আমিও তাদের সাথে তাল মিলাচ্ছিলাম। তারা আমাকে বলল যে, যিকির অবস্থায় উপরের দিকে তাকানো নিষেধ। মাথা নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে যিকির করতে হবে। আমি তাই করছি এবং চুপিসারে স্টেজের দিকে মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি তাদের পীরছাহেব স্টেজে উঠছে এবং যিকির পরিচালনাকারী পীর ছাহেবকে ডান হাত দিয়ে কুর্নিশ করতে করতে তার আসন ছেড়ে দিয়ে নীচে বসল এবং পীর ছাহেব যিকির পরিচালনাকারীর আসনে বসলেন। যাত্রাগানে উযীর-নাযীর যেভাবে রাজা-বাদশাহকে কুর্নিশ করে, সেই কুর্নিশ মুরীদরা এখন তাদের পীর ছাহেবকে করে। মুরীদরা কেউ কেউ যিকির অবস্থায় স্টেজের খুঁটি বেয়ে উঠানামা করছে। কেউ কেউ আবার গাধার মত চিল্লাচ্ছে। এভাবে যিকির শেষে পীর ছাহেব বক্তব্য শুরু করলেন। নেক আমলের ফযীলতের বিভিন্ন বয়ান। যে বয়ানগুলো কুআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে অধিকাংশ মিলে না। এদিকে মুরীদরা বক্তব্য শুনে পীর ছাহেবকে বাহবাহ্ দিচ্ছে। তিনি বক্তব্যে বলছেন, ভোট দিয়ে পীর ছাহেবকে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্ট পদে আনার পরে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। ঐ মাহফিলে যে কয়জন বক্তা ওয়ায করেছেন তাদের পীরসহ সব বক্তা সুর ধরে কেঁদে কেঁদে ওয়ায করেছেন। তাদের কান্নার সুর হ'ল- বাবাগো... ও বাবাগো... এভাবে যাকিছু কেচ্ছা-কাহিনী সুর ধরে বলে।

আমিও এই পীর-মুরীদী ব্যবসাকে খুবই পসন্দ করতাম। আমার পীরের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমি তার উপরে প্রচণ্ড রেগে যেতাম ও মনে মনে ভাবতাম যে, পিটিয়ে তার হাত-পা ভেঙ্গে দেই। এভাবে কয়েক বছর চলে গেল। এরই মধ্যে আমি কয়েকজন পীরকে বদলিয়ে ফেলেছি। কারণ পুরাতন মুরীদরা বলাবলি করে যে, এ পীরের থেকে অমুক পীর ভাল, তার থেকে অমুক পীর ভাল। এভাবে তাদের মধ্যেও কিছু কিছু মানুষ এক পীর বাদ দিয়ে অন্য পীরের কাছে মুরীদ হচ্ছিল। আমিও তাই করেছিলাম।

আমার পেশা হচ্ছে চিকিৎসা। আমার চেম্বারে বিভিন্ন আক্বীদার রোগী আসে। একদিন কিছু সংখ্যক টুপি ও পাগড়িওয়ালা মানুষ আমার চেম্বারে এসে আমাকে মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য যেতে বলল। আমি বললাম, আমরা তো ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। কিন্তু যারা ছালাত আদায় করে না তাদেরকে ডাকা বিশেষ প্রয়োজন। জবাবে তারা বলল, মসজিদে দ্বীনের কথা আলোচনা হবে। এভাবে প্রায়ই এই পাগড়িওয়ালারা আমার চেম্বারে আসত এবং মসজিদে দ্বীনের আলোচনা হবে বলে ডাকত। তাছাড়া মসজিদে আছর, মাগরিব ও এশার ছালাতের পর বলত যে, ঈমান ও আমলের কথা হবে সবাই বসে পড়ি। তাই আমি তাদের সাথে কিছুদিন সময় দিলাম। তারা 'ফাজায়েলে আমল', 'ফাজায়েলে জিকির', 'ফাজায়েলে দরুদ শরীফ' ইত্যাদি বই থেকে আলোচনা করত। আর এই বইগুলোতে মুরুব্বীর গল্প, যুবকের গল্প, অলীক কাহিনী, ইসরাঈলী কাহিনী ইত্যাদি এবং জাল ও যঈফ হাদীছে ভরা। ছহীহ হাদীছ খুবই কম। সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে তারা কোন আলোচনাই করে না। আমারও সেই সময় কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান ছিল না বলে তাদের ভুলগুলো আমি ধরতে পারিনি। এভাবে তাদের সাথে ঢাকার কাকরাইল মসজিদ ও টঙ্গী ইজতেমায় সময় দেই।

একদিন কয়েকজন খোঁচা দাড়িওয়ালা ও দাড়িকাটা লোক আমার চেম্বারে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে আমার কয়েকজন রোগীও ছিল। কথার ফাঁকে একজন আমাকে বলল ডাঃ ছাহেব আপনি তো দুই নৌকায় পা দিয়েছেন। আমি বললাম, ভাই বুঝলাম না। কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন। তখন সে বলল, আপনি অনেক আগে থেকেই পীর-মুরিদীর দলে আছেন, সেটা না ছাড়তেই আবার ইলিয়াসী তাবলীগে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ দুই নৌকায় পা দিয়েছেন। আর দুই নৌকা দুই দিকে টান দিলে মাঝখানে নদীতে পড়ে পানিতে হাবু-ডুবু খেয়ে শেষে মারা পড়বেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এই দুই নৌকার মাঝির মধ্যে ভাল কোন্‌টি? সে বলল, নৌকার মাঝি একটিও ভাল না। কারণ প্রথম নৌকার মাঝি প্রশিক্ষণ না নিতেই নৌকা চালাতে শুরু করেছে। ফলে এরকম কত মাঝিই যে নৌকার যাত্রীসহ ডুবে মরেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আর দ্বিতীয় নৌকার মাঝি হচ্ছে অশিক্ষিত। সে নদীর খেয়াঘাট চিনে না। যেখানে সেখানে নৌকায় যাত্রী উঠায়,

আর খেয়াঘাট ছাড়া যাত্রী নামিয়ে দেয়। ফলে মানুষ ভুল পথে গিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে না।

একজন খোঁচা দাড়িওয়ালা বলল, প্রকৃত তাবলীগ হচ্ছে ইক্বামতে দ্বীন। সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কায়েম করা। নিয়ম হচ্ছে ভোটের মাধ্যমে ইসলামী দলকে বিজয়ী করা ও নেতা তৈরী করা। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। এবার আমি পীর-মুরিদী ও ইলিয়াসী তাবলীগ ছেড়ে দিয়ে তাদের দলে যোগ দিলাম। সেখানে সময় দিচ্ছি, নিয়মিত এয়ানত দিচ্ছি। তারা আমাকে তাদের দলের বিভিন্ন আলেমের লেখা কিছু বই পড়তে দিল। আর কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্য খুব তাকীদ দিল। তাই আমি আমার বিভিন্ন আলেম সহপাঠিদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত শিখলাম। কিছুদিন পর ৩০ পারা কুরআন সম্পূর্ণরূপে তিলাওয়াত শেষ করেছি। এর পরে তারা আমাকে কুরআনুল কারীমের কিছু কিছু আয়াত চিহ্নিত করে দিল অর্থসহ পড়ার জন্য। আমি সেগুলোও পড়েছি। কিন্তু তারা আমাকে হাদীছ পড়তে উৎসাহ দেয় না এবং পড়তেও বলে না। বরং হাদীছের উপর আমল করতে নিষেধ করে। হাদীছ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে মতানৈক্য আছে ইত্যাদি নানা কথা বলে। আমি তখনও জানতাম না যে, কুরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীছ।

কিছুদিন পর ঐ দলের একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা আমাকে মাওলানা আবুল আলা মউদূদী লিখিত কুরআনুল কারীমের একটি তাফসীর পড়তে দিল। বিশেষ করে তারা আমাকে কুরআনুল কারীমের যে আয়াতগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছিল, সেই আয়াতগুলোর তাফসীর বেশী বেশী করে পড়ার জন্য তাকীদ দিচ্ছিল। যার অধিকাংশের ব্যাখ্যায় ছিল প্রচলিত রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। তাদের দলীয় বৈঠকে আমি অনেক সময় দিয়েছি। বিভিন্ন মিটিং মিছিলেও গিয়েলিাম। যারা পুরাতন কর্মী ছিল, তারা প্রচুর অর্থ ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। এভাবে এই দলে থেকে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন মাগরিবের ছালাত আদায় করার জন্য নতুন এক মসজিদে গেলাম। সেখানকার মুছল্লীগণ দেখছি পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতারে দাঁড়িয়েছে। আর অধিকাংশ মুছল্লী বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করছে। জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম ছাহেব যখন সূরা ফাতিহা শেষ করলেন, তখন মুছল্লীগণ এক সাথে স্বশব্দে আমীন বলছেন। ঐ সময় মনে হচ্ছিল মসজিদে গুম গুম শব্দ হচ্ছে। রুকূতে যাওয়ার আগে ও পরে মুছল্লীগণ উভয় হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করছে। ইতিপূর্বে আমি একটি বই পড়তে গিয়ে দেখেছি শাফেঈ মাযহাবের লোকেরা এভাবে ছালাত আদায় করে। ভাবলাম এরাই মনে হয় শাফেঈ মাযহাবের লোক হবে। তাই ছালাত শেষে ইমামকে না পেয়ে মুয়াযযিনকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি শাফেঈ মাযহাবের লোক? তিনি বললেন, আমরা আহলেহাদীছ। তখন আমার পিতার কথা মনে পড়ল। আমার পিতা বিদ'আতী মসজিদের ইমাম ও খত্বীব ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছ নামে একটি সঠিক দল আছে। পরের দিন ঐ মসজিদের ইমাম ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আহলেহাদীছ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ফারসী ভাষায় 'আহলেহাদীছ' আর আরবী ভাষায় 'আহলুল হাদীছ' অর্থ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীকে আহলেহাদীছ বলে। আর 'আহলেহাদীছদে'র আরেকটি নাম হচ্ছে 'মুহাম্মাদী'।

ঐদিন থেকে আমি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় শুরু করি (২০০৫ইং)। এ বিষয়ে আমাকে যাবতীয় সহযোগিতা করেছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান। তিনি সর্বপ্রথমে 'আত-তাহরীক' পত্রিকার মাধ্যমে আমাকে সঠিক দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এরপরে আমি মুহতামার আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবের লিখিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ অন্যান্য বই পড়ে সে মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করি। ফলে সমাজের বিদ'আতী আলেমরা আমার উপর চড়াও হয়। তারা আমাকে বলে, আপনি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে মুহাম্মাদীদের মত ছালাত আদায় করছেন। আপনার ছালাত কবুল হবে না। আমি বললাম, ছালাত কবুল করার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি আমার ছালাত কবুল করবেন কি-না এ বিষয়ে তো আপনারা জানেন না। আর আপনি হানাফী বলছেন কেন? হানাফী নামে তো কোন নবী নেই। আর কবরে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে তার একটি হচ্ছে তোমার নবী বা রাসূলের নাম কি? সেদিন কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম গোপন রেখে হানাফী বলবেন? তাহ'লে কবরে তার অবস্থা কি হবে? তারা আমার এই কথাগুলো শুনে বলল, আপনি তো আলেম না। আপনি কোন মাদ্রাসায়ও লেখাপড়া করেননি। অতএব আপনার কথা মানি না।

আমি আমার চেম্বারে যখন একাকী বসে ডাক্তারী বই ও কুরআন-হাদীছ পড়ি, তখন তারা আমার চেম্বারে সম্মুখ দিয়ে হেঁটে যায় এবং আঙুল উঠিয়ে বলে আপনার খবর হবে। আমি ধৈর্য ধরে নীরবে শুনে যাই। হকের পক্ষে কিছু কথা বললেই বিদ'আতী আলেমরা এলাকার দু'একজন পাতি নেতা ও দলবল সাথে নিয়ে আসে আমাকে মারার ও অপমান করার জন্য। রোগীদেরকে নিষেধ করে আমার কাছে চিকিৎসা নিতে। কিন্তু যে সমস্ত রোগীকে আমার চিকিৎসায় আল্লাহ সুস্থ করেছেন, তারা বিদ'আতী আলেমদের বাধা উপেক্ষা করে আমার কাছেই চিকিৎসা নেয়।

গাযীপুর যেলার সফিপুরে আমার বড় ভায়রা একটি কোম্পানীতে চাকুরী করত। আল্লাহ্র রহমতে ও ভায়রার সহযোগিতায় অবশেষে ২০১০ সালের অক্টোবরে গাযীপুরের সফিপুরে হিজরত করি। সেখানে গিয়েও ডাক্তারী চেম্বার

দেই। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা প্রকৃত ইসলাম বুঝে না। তাদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষ খুব কম। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক পীর ও কবর পুজারী। বহিরাগত লোকদের মধ্যেও অধিকাংশ পীর ও কবর পুজারী এবং তাবলীগ জামাতের অনুসারী।

বহিরাগতরা স্থানীয় লোকদের সাথে মিলে মিশে মসজিদ ও মাদ্রাসা করেছে। আমি সেখানে আহলেহাদীছ মানুষ খুঁজে পাইনি। মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করি আর লক্ষ্য করি কে বুকে হাত বাঁধে ও রাফ'উল ইয়াদায়ন করে। এভাবে খুঁজতে গিয়ে একদিন এক যুবককে বুকে হাত বেঁধে ও রাফ'উল ইয়াদায়ন করে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। ছালাত শেষে তার সাথে সালাম মুছাফাহা করলাম। তার নাম সোহেল জানলাম, মালেক স্পিনিং মিলের প্রডাকসন অফিসার। বাড়ী ঝিনাইদহ যেলায়। আরো জানলাম, সে হানাফী মাযহাবের লোক। পীস টিভির বিভিন্ন আলেম ও ডাঃ যাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে ছালাত শুদ্ধ করেছে। কয়েকদিন পরে আমি তাকে একটি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও আত-তাহরীক পত্রিকা দিলাম। বইটি পড়ে তারা স্বামী-স্ত্রী ছালাতের ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছে। সোহেলের মাধ্যমে বগুড়ার আলাউদ্দীন এবং তার মাধ্যমে দিনাজপুরের আরীফের সাথে পরিচয় হয়। এই আলাউদ্দীন ও আরীফ আমাকে আহলেহাদীছদের তাবলীগী বৈঠকে নিয়ে যায়। তাদের সাথে আমি কয়েকটি তাবলীগী বৈঠকে অংশগ্রহণ করলাম। আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের দলীল ভিত্তিক বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। এরপর থেকে নিয়মিত যেলার মাসিক ইজতেমা ও বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাতেম বিন পারভেয আমাকে 'যুবসংঘে'র সদস্য বানিয়ে সংগঠনের আওতাভুক্ত করলেন। আমি তখন সংগঠন সম্পর্কে ভাল জানি না। তাই সংগঠন সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করলাম, সংগঠন করলে আমাদের লাভ কি হবে? এর কার্যক্রম কি? ইত্যাদি। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উভয় সভাপতি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বুঝিয়ে দিলেন।

এরপর থেকে সংগঠনের বিভিন্ন কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করি। বই-পত্র অধ্যয়ন করি, পরীক্ষা দেই, মাসিক এয়ানত দেই এবং যেলা ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যোগদান করি। এভাবে সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতী কাজেও সময় ব্যয় করি। আমার দাওয়াতে অনেকেই আক্বীদা পরিবর্তন করে আহলেহাদীছ হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

গাযীপুর যেলার সফিপুরের রাখালিয়া চালায় আমার ডাক্তারী চেম্বার। এখান থেকে কিছুটা দূরে কোনাইচ্ছা পাড়ার একটি মসজিদে আমরা ছালাত আদায় করতাম এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করতাম। আমাদের আমল-আক্বীদা তাদের বিপরীত হওয়ায় মুছল্লীরা আমাদেরকে ঐ মসজিদে তা'লীমী বৈঠক করতে নিষেধ করে দেয়। এরপর আমার চেম্বারে বৈঠক শুরু করি। কিছু দিন যেতে না যেতে এখানেও বাধার সৃষ্টি হ'ল। যে লোকের ঘর ভাড়া নিয়ে চেম্বার করেছি, তিনি মাযহাবী কিছু আলেমদের প্ররোচনায় একদিন আমাকে বলছেন, বাবা তোমাকে ঘর ভাড়া দিয়েছি রোগীর চিকিৎসা করার জন্য। এখানে দাওয়াতী কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেইনি। সুতরাং তুমি এখানে রোগী দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারবে না।

এরপর তা'লীমী বৈঠক করার জন্য ঘর ভাড়া নেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু কেউ এ কাজে ঘর ভাড়া দিতে রাযী হয় না। কেউ আবার ৫০/৬০ হাযার টাকা জামানত দাবী করে। ফলে অনেক দিন তা'লীমী বৈঠক বন্ধ থাকে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

একদিন রোগী দেখার সময় রোগীলিপি লিখতে গিয়ে নীলফামারী যেলার ডিমলা থানাধীন ছোটখতা গ্রামের রাজু মিয়ার সাথে পরিচয় হয়। বর্তমানে সে রাখালিয়া চালায় বাড়ী করে আছে। জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ হ'লেও এখানে এসে স্থানীয় লোকের আক্বীদা-আমলের সাথে মিশে হানাফী হয়ে গেছে। আমি তাকে বুঝিয়ে পুনরায় ছহীহ আক্বীদায় ফিরিয়ে আনলাম। আমরা তা'লীমী বৈঠকের জন্য কোন ঘর ভাড়া পাচ্ছি না শুনে তার বাড়ীর একটি রুম আমাদেরকে ভাড়া দেয়। সেখানে আমরা পুনরায় তা'লীমী বৈঠক শুরু করি। সেখানে একটা পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করি।

ঐ বাড়ীতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মাসিক ইজতেমা করতাম কোনাইচ্ছা পাড়ার আব্দুল বাছীর চাচার বাড়ীর আঙ্গিনায়। রামাযানে ইফতার মাহফিলও সেখানে করতাম। এই গ্রামের আরীফুল ইসলাম নামে এক যুবক আক্বীদা পরিবর্তন করে আহলেহাদীছ হয়। পরবর্তীতে তার বাড়ীর পার্শ্বের ছোট্ট খোলা মাঠে সংগঠনের উদ্যোগে বছরে একবার ঐ শাখার মাসিক ইজতেমা করতাম। আর পাঠাগারে সাপ্তাহিক বৈঠক করা হ'ত। এভাবে কার্যক্রম চলছিল।

২০১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী বাদ আছর স্থানীয় আরীফুল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেয, গাযীপুরের মাওলানা আছমত আলী এবং ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বাদ আছর মাহফিল শুরু হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বক্তব্য দিয়ে চলে যান। মাওলানা আছমত আলীর বক্তব্য চলছে এবং মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম রাতের খানা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আছমত আলী বক্তব্য দিচ্ছিলেন শিরক সম্পর্কে। ফলে কিছু কথা পীর-মুরীদের বিরুদ্ধেও চলে যায়। এতে স্থানীয় এক পীর ওছমান গণী তার মুরীদ, কতিপয় বিদ'আতী আলেম ও নেতাদের নিয়ে এসে

মাহফিলের মঞ্চ দখল করে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তব্য দিতে শুরু করে। আমাকে এলাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অন্যথা আমার প্রাণ নাশেরও হুমকি দেয়। পরের দিন দোকান মালিকের ছেলে ফোনে চেম্বার বন্ধ রাখার কথা বলে। এলাকার দ্বীনী ভাইদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারাও একই পরামর্শ দিল। আমার বাসার মালিকের ছেলে তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত। তাই অনেকে আমাকে বাসা থেকে দূরে থাকতে বললেন। সেজন্য বাসায় না গিয়ে সফিপুরে আব্দুল্লাহিল কাফী ভাইয়ের বাসায় এক দিন থাকলাম। তিনিও আমাকে চেম্বার কয়েক দিন বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন। ফলে আমি আমার জন্মস্থান লালমণিরহাটে গ্রামের বাড়ী চলে গেলাম। লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানকে ঘটনা জানালাম। তিনি ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনার পরামর্শ দিলেন।

কয়েকদিন পরে মুহাম্মাদী ইসলামী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 'যুবসংঘ'-এর সদস্য রাজু মিয়ার সাথে ফোনালাপে জানতে পারলাম যে, বিদ'আতী আলেমরা আমাকে মারার জন্য কিছু যুবক ঠিক করেছিল। এদিকে রাজু মিয়া আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্য একজনকে সাথে নিয়ে কালিয়াকৈর থানার জনৈক নেতার কাছে গিয়ে মাহফিলে আক্রমণের ঘটনাসহ সবকিছু খুলে বলে এবং এর প্রতিকারের জন্য সহযোগিতা চায়। তিনি আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান হওয়ায় এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং নিশ্চিন্তে এলাকায় বসবাস করার জন্য সাহস যোগান।

অতঃপর নিজ এলাকায় ৪ দিন কাটানোর পরে সফিপুরে ফিরে আসি। সপ্তাহখানেক পরে ঐ নেতার সাথে আমরা আবার দেখা করলাম। তিনি আমাদের যথেষ্ট সমাদর ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি মাহফিল পণ্ডকারীদের বিচারের তারিখ ঠিক করে দিলেন। কিন্তু বিরোধীরা ৩ বার বিভিন্ন অযুহাতে তারিখ পিছিয়ে নেয়। ৪র্থ বারের মত বিচারের তারিখ ঠিক হ'ল। স্থান ঠিক হ'ল পীর ওছমান গণী যে মসজিদে খুৎবা দেন সেখানে। উল্লেখ্য যে, ঐ লোক পূর্বে থেকে ৬০/৭০ জন লোককে মসজিদে এনে রাখে। আর আমাদের পক্ষ থেকে কেবল অভিযোগকারীরা ছিল। আমরা যার কাছে অভিযোগ করেছিলাম, তিনি বিচারের দায়িত্ব দেন ঐ মসজিদের সভাপতিকে।

যথাসময়ে বিচারকার্য শুরু হ'ল। সভাপতি খত্বীবকে জিজ্ঞেস করলেন, আহলেহাদীছরা মুসলমান কি-না? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ, তারা মুসলমান। সভাপতি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুসলমান যদি কুরআন-হাদীছের আলোচনার মাহফিল

করে তাহ'লে অন্য মুসলমানের সেই মাহফিলে সহযোগিতা করা উচিত, নাকি সেখানে বিশৃঙ্খলা করা উচিত? সে বলল, সহযোগিতা করা উচিত। সভাপতি বললেন, তাহ'লে আহলেহাদীছদের মাহফিল আপনার নেতৃত্বে পণ্ড করা হ'ল কেন? সে বলল, তারা জঙ্গী। সভাপতি বললেন, জঙ্গী সনাক্ত করার দায়িত্ব সরকার প্রশাসনকে দিয়েছে। তাছাড়া সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী আছে। আপনিতো এ দুই দলের কেউ না। সুতরাং আপনি যে কাউকে জঙ্গী বলবেন, আর প্রশাসন ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পাগল নয় যে, তারা প্রমাণ ছাড়া আপনার কথা মেনে নেবে। আপনারা এমন কাজ করবেন না, যাতে প্রশাসন আপনাদের ধরে নিয়ে যায়, আর আমাদেরকে আপনাদের সুফারিশের জন্য যেতে হয়। আপনাকে মসজিদের খত্বীবের দায়িত্ব দিয়েছি, কারো মাহফিল পণ্ড করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। গানের আসর, মদের আড্ডা বন্ধ করার জন্য তো কেউ এগিয়ে আসে না? ইসলামী মাহফিল বন্ধ করেন কোন আক্কেলে?

এদেশে অনেক পীর আছে, মুসলমানদের মধ্যেও অনেক দল আছে। এক পীরের সাথে অন্য পীরের মিল নেই; এক দলের সাথেও অন্য দলের মিল নেই। কিন্তু কেউ কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করে না। একে অপরের মাহফিল বন্ধ করতে যায় না। আপনিও তো মাহফিল করেন। আপনার মাহফিলতো কেউ পণ্ড করে দেয় না? আপনি কেন আরেক দলের মাহফিল পণ্ড করতে গেলেন? এবার যে ভুল করেছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ আমরা আর শুনতে চাই না। এভাবে বিচার কার্য শেষ হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। আল্লাহ আমাদেরকে সকল বাধা মোকাবেলা করে হকের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

ডা. মুহাম্মাদ ফযলুল হক
সফিপুর, গাযীপুর।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

দিলালপুর : আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র

*-এডভোকেট জারজিস আহমাদ**

বিশ্বে যত আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল আন্দোলন হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এই আন্দোলন বাতিলের ভ্রুকুঞ্চন, অত্যাচার-নির্যাতনকে মাড়িয়ে, বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইসলামের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ উৎখাতে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় বিগত শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে একাধারে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের অসংখ্য কেন্দ্র চালু ছিল। বিহারের দিলালপুর কেন্দ্র ছিল অনুরূপই একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যার প্রভাব সুদূর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও পড়েছিল। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপমহাদেশীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কিভাবে এসকল কেন্দ্রের নিরলস সংস্কার প্রচেষ্টার বদৌলতে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র অশেষ রহমতে বাংলার বুকে অসংখ্য মানুষের নিকট হক্কের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যেসকল দ্বীনদার ভাই-বোন হক্কের দাওয়াত গ্রহণ করছেন, তাদের অনেকেই এই সংস্কার আন্দোলনের বেদনাদায়ক ইতিহাস সম্পর্কে বেখবর। ফলশ্রুতিতে অবলীলাক্রমে তারা বলে ফেলেন, 'আহলেহাদীছ আবার কি? আমরা তো সবাই মুসলিম'। এদেশের বুকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনধীত অধ্যায়গুলো সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতার কারণেই পূর্বপুরুষদের মহান আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করতে তারা সক্ষম হন না। নিম্নে উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের কিছু পাঠ নিতে ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত দিলালপুর কেন্দ্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

দিলালপুরের অবস্থান :

বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছাহেব পঞ্জি (দুমকা) যেলায় কোটাল পুকুর থানাধীন দিলালপুর মুজাহিদ কেন্দ্র ছিল পূর্বের রাজমহল পরগানার ভাগলপুর কমিশনারীর অন্তর্ভুক্ত। স্থানটি মূলতঃ একটি পাহাড়ী এলাকা। গঙ্গা নদীর এপারে (পূর্বে) পশ্চিম বঙ্গের মালদহ যেলা এবং ওপারে (পশ্চিম) রাজমহল সাঁওতাল পরগনা পরস্পরে মিশে আছে। সাঁওতাল পরগনারই একটি গ্রামের নাম ইসলামপুর। এখানেই হিজরত করেছিলেন রফী মোল্লার হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী নারায়ণপুর কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদের ঝাউডাঙ্গা গ্রামের ইবরাহীম মণ্ডল। হিজরতের এ ঘটনা সম্ভবতঃ ১৮৪০ হ'তে ১৮৫৩ সালে রফী মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হবে।

* উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী সদর।

দিলালপুর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট :

জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী ইবরাহীম মণ্ডল ইসলামপুরে এসে চুপ থাকতে পারেননি। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর নিরলস দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতার ফলে স্থানটি কালক্রমে মুজাহিদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাছাড়া একদিকে প্রশস্ত নদী ও অপরদিকে পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ার কারণে স্থানটি মুজাহিদগণের ট্রেনিং ও আশ্রয় কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পাটনা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মাওলানা আহমাদুল্লাহ এখানে আসেন এবং ইবরাহীম মণ্ডলজীর পরামর্শক্রমে দুই মাইল দক্ষিণে 'দিলালপুর' নামক স্থানটিকে কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করেন ও সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার নীচে ভূগর্ভ কেন্দ্র যাকে 'তেহখানা' বলা হ'ত। সেখানে গোপন অস্ত্রাগার ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

মাদ্রাসাটি একই সাথে দ্বীনী ইলম ও জিহাদের ট্রেনিং কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। মাদ্রাসা পরিচালনা, জিহাদের ফাণ্ড সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় 'সরদার' নিয়োগ করেন। যাদের সাধারণত 'সরদারজী' বলা হ'ত। 'সরদার'কে আমীর-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে হ'ত। এইভাবে চারিদিকে সরদার নিয়োগের ফলে জিহাদের জন্য সর্বত্র লোক ও রসদ সংগ্রহ ব্যবস্থা সুষ্ঠতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদূর রাজশাহীর দুয়ারী ও বগুড়ার সোনাবাড়ীতে মাদ্রাসা ও মারকায কায়েম হয়। সেখান থেকে লোক ও রসদ পত্র দিলালপুর কেন্দ্র হয়ে পাটনা দিয়ে সীমান্তের মূল ঘাটিতে চলে যেত। রাজশাহীর সরদহ ও চারঘাট এলাকার কিছু গ্রাম দিলালপুর কেন্দ্রের মুবাল্লিগদের মাধ্যমে আহলেহাদীছ হয় বলে জানা যায়। পাবনার চর এলাকার 'কাবুলীপাড়া' বলে খ্যাত মুজাহিদ আহলেহাদীছ জামা'আতগুলি এবং কুলনিয়া, শালগাড়িয়া, শিবরামপুর প্রভৃতি এলাকার আহলেহাদীছ দুয়ারী হয়ে দিলালপুর কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।

নারায়ণপুর কেন্দ্রের পরিচালক মৌলবী আমীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে 'মালদহ ষড়যন্ত্র মামলা ১৮৭০'এর পর পরই দিলালপুর কেন্দ্রের পরিচালক ইবরাহীম মণ্ডলের বিরুদ্ধে 'রাজমহল ষড়যন্ত্র মামলা ১৮৭০' দায়ের করা হয়। ইবরাহীম মণ্ডলের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে যে কথা এলাকায় জনশ্রুতি আছে তাহ'ল অন্যূন ২৫ কিলোমিটার দূরের 'পাকুড়' গ্রামের বিদ'আতীরা তাদের প্রেরিত একজন ছাত্রের মাধ্যমে দিলালপুরের গোপন তথ্য জানতে পারে এবং ইংরেজ সরকারের কাছে তা ফাঁস করে দেয়। যার পরিণতিতে মণ্ডলজীকে গ্রেফতার বরণ করতে হয়। তিনি কালাপানিতে থাকা কালে দানু মণ্ডল ভারপ্রাপ্ত 'সরদারজী' মনোনীত হন। ফিরে আসার পর ইবরাহীম মণ্ডল পুনরায় 'সরদারজী' হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র রহীম বখ্শ মণ্ডল সরদারজী নিযুক্ত হন। সরদারীর প্রস্তাব জানতে পেরে তিনি বাড়ী থেকে ভয়ে পালিয়ে যান। দু'দিন পরে দু'মাইল দূরে যখন তাঁকে এক

গুহার মধ্যে পাওয়া গেল, তখন তিনি সেখান থেকে পুনরায় পালিয়ে যান। পরে সোনাকৈড় গ্রামে আশ্রয় নিলে ভক্তরা ধরে এনে তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে। এই সময় তিনি দায়িত্বের ভয়ে কেঁদে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেন। দিলালপুরের আমীরগণের মধ্যে রহীম বখ্শ মণ্ডল ছিলেন সবচেয়ে কীর্তিমান ও দক্ষ সংগঠন।

রহীম বখ্শ মণ্ডলের মৃত্যুর পর পুত্র মহিব্বুল হক, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আলহাজ্জ মুঈনুল হক, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মাওলানা যামীরুল হক সালাফী এডভোকেট (ফারেগ, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দারভাঙ্গা) সরদারজীর দায়িত্ব পালন করেন। মণ্ডল বা সরদার নিযুক্ত হ'লে এলাকার সমস্ত লোক তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত করে থাকেন। দিলালপুর জামা'আত সাধারণত 'পাহাড়িয়া' জামা'আত বলে পরিচিত।

দিলালপুর কেন্দ্র থেকে যারা রসদপত্র ও টাকা-পয়সা নিয়ে পাটনা (ছোট গুদাম) বা সীমান্ত ওরফে খোরাসান (বড় গুদাম) যাতায়াত করতেন তারা হ'লেন তাহেরুদ্দীন (উত্তর প্রদেশ), সিরাজুদ্দীন (উত্তর প্রদেশ) ও বরকতুল্লাহ। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ইবরাহীম মণ্ডলজী (কালাপানির বন্দী) এবং মাওলানা গাযী আব্দুল মান্নান বিন মাওলানা আব্দুর রহমান মালীহাবাদী লাক্ষ্ণৌভীর নাম এতদঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত জন খ্যাতনামা আলেম মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরীর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা।

দিলালপুর কেন্দ্রের সংস্কার কার্যাবলী :

দিলালপুর মাদ্রাসা শামসুল হুদার মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষা দান ছাড়াও মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য মুজাহিদ সাথীগণ আমীরের তথা মণ্ডলজীর নির্দেশক্রমে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে তাবলীগী কাফেলা নিয়ে যেতেন। বিশেষ করে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও তাঁর জামাতা মাওলানা আব্দুর রহমান মালীহাবাদী লাক্ষ্ণৌভী মুসলিম সমাজ হ'তে শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে জোরালো ও আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষার্ধের এই সময় বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির গাঢ় অন্ধকারে কি পরিমাণ নিমজ্জিত ছিল নিম্নোক্ত সমাজচিত্র সামনে রাখলে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ: (১) মুসলমানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে খাৎনা করত। অনেকের খাৎনাই হ'ত না (২) হিন্দুদের মত তারাও মাথায় টিকি রাখত (৩) হাতে ও গলায় গোদানা করত (৪) মুসলমান মেয়েরা নদীর পাড়ে কাপড় খুলে রেখে নিঃসংকোচে উলঙ্গ হয়ে পানিতে নেমে গোসল করত (৫) কেউ শূকরের পূজা করত (৬) খাৎনা উপলক্ষে বিরাট আয়োজন ও ঢাক-ঢোল পিটানো হ'ত (৭) ব্রাহ্মণ যজমানদের দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও পীর-মুরীদীর প্রথা ছড়িয়ে পড়েছিল (৮) আল্লাহ্র বদলে পীরের নামে পীরের দরগাহে খাসি, গরু, মোরগ ইত্যাদি মানত করা, হাজত দেওয়া, পীরের ধ্যানে মগ্ন থাকা, পীরের যিকর করা ইত্যাদি চালু হয়েছিল (৯) মোরগ-মুরগী যবহ করার জন্য মোল্লা-মৌলবীগণ ছুরিতে ফুঁক দিয়ে দিতেন। ফিস-এর পরিমাণ মোতাবেক দুই বা ছয় মাসের মেয়াদে ফুঁক দেওয়া ছুরি দিয়ে যবহ করাই যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে কোন দো'আ পড়তে হ'ত না। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পুনরায় ফিস দিয়ে ফুঁক দিয়ে আনতে হ'ত। নইলে ঐ ছুরিতে যবহ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম হ'ত। শী'আদের 'তাযিয়া প্রথা সুন্নীদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। প্রত্যেক গ্রামে 'তাযিয়া' বানিয়ে রাখা হ'ত। বিয়ের পর সেখানে গিয়ে জামাই-মেয়ে 'তাযিয়া' সিজদা করত। কারো সন্তান না হ'লে কিংবা কেউ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হ'লে তাকে তাযিয়ার মধ্য দিয়ে পার হ'তে হ'ত।

(১০) মুসলমান মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের মত বিয়ের সময় মাথায় সিঁদুর দিত। কপালে লাল টিপ লাগাত (১১) কারো পরপর দু'টি সন্তান মারা গেলে তৃতীয় সন্তানের নাম কুবাক্যে রাখা হ'ত, যাতে 'মালাকুল মউত' ঘৃণায় তার কাছে না আসে (১২) পরপর দু'টি বা তিনটি সন্তান মারা গেলে পরবর্তী সন্তানের মাথায় টিকি রেখে দিত। মৃত্যু সন্দেহ দূর হ'লে পরে টিকি কেটে ফেলত (১৩) হিন্দুদের 'মনসা' পূজার সময় মুসলমানদের ঘরে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখা হ'ত 'মনসা', অমনিভাবে তাদের হোলির সময় মুসলমানদের ঘরে কোন সন্তান এলে তার নাম রাখা হ'ত 'কগওয়া' (১৪) হিন্দুদের সাথে মিল রেখে মুসলমানেরাও তাদের ছেলে মেয়েদের নাম রাখত। দুখে, পচা, কালাচান, সোনাভান, রূপভান ইত্যাদি (১৫) অধিকাংশ মুসলমানদের ঘর থেকে 'ছালাত' বিদায় নিয়েছিল। তরুণ ও যুবকেরা বাজে খেলাধূলা ও বয়স্করা পীর ছাহেবদের শিখানো বিভিন্ন তরীকায় যিকর ও সাধনায় মশগূল থাকত। ছালাত বুড়া বয়সে আদায় করতে হয়, এমন একটা কথা সর্বত্র চালু হয়েছিল (১৬) মসজিদগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমনও দেখা যেত যে একজন মুওয়ায্যিন স্বল্প বেতনের বিনিময়ে একই ওয়াক্তে কয়েকটি মসজিদে গিয়ে আযান দিত। অথচ মসজিদগুলির অধিকাংশ মুছল্লীশূন্য থাকত। এমনিতরো আরও বহু রেওয়াজ চালু ছিল। মজার ব্যাপার এই যে, এই সব বিদ'আত সৃষ্টি ও টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন এই সময়কার বিদ'আতী মোল্লা ও মৌলবীরা। এরাই ছিলেন শিরক ও বিদ'আতের হোতা এবং পাহারাদার।

দিলালপুরের মুবাল্লিগণ বিশেষ করে মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও মাওলানা আব্দুর রহমান এসবের বিরুদ্ধে সর্বদা জোরালো ভূমিকা রাখতেন। ফলে তাদেরকে প্রায়ই বিদ'আতী আলেমদের মুকাবিলায় বাহাছ-মুনাযারায় যোগদান করতে হ'ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ'আতীরা হয় অনুপস্থিত থাকত, নয় পালাত, নয় পরাজিত হ'ত। ফলে দলে দলে লোক আহলেহাদীছ হয়ে যেত। দিলালপুরের আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত কোন মসজিদ ছিল না। ফলে দূর-দরায থেকে

মুসলমানরা এখানে জুম'আ পড়তে আসত। এখানকার ওয়ায শুনে ও আমল-আখলাক দেখে অনেকে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যেতেন ও শিরক বিদ'আত থেকে তওবা করে নবজীবন লাভে ধন্য হ'তেন।

কয়েকটি বিশেষ মুনাযারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) ঝানাগাড়িয়ার বাহাছ (পোঃ হিরণপুর, যেলা ছাহেবগঞ্জ, বিহার) : জনৈক মারেফতী পীরের সাথে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে একটি বড় ধরনের বাহাছ হয়। আহলেহাদীছ পক্ষে ছিলেন দিলালপুরের খ্যাতনামা শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরী (১৮৯৫-১৯৮২ খৃঃ), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন আব্দুল্লাহপুরী (১৯২১-৮১ খৃঃ), মাওলানা আফফান, মাওলানা শামসুল হক দারভাঙ্গাবী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। উক্ত মুনাযারায় ব্যর্থ হয়ে পীর ছাহেব পালিয়ে যান। ফলে উক্ত গ্রাম সহ আশে পাশের এলাকা সব আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

(২) বাঁশখুদরী বাহাছ (পোঃ সিটিপাড়া, যেলা ছাহেবগঞ্জ, বিহার) : প্রথমে এই গ্রামের এক পীরের সাথে বাহাছের দিন ধার্য হয়। কিন্তু তিনি নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই পালিয়ে গেলে জনৈক দেউবন্দী হানাফী আলেম এসে লোকদেরকে তার মতে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। এতে গ্রামবাসীরা আহলেহাদীছ আলেমদেরকে আহ্বান জানায় দেউবন্দীদের সাথে মুনাযারা করার জন্য। মুনাযারার বিষয় বস্তু ছিল (১) তাক্বলীদ (২) তা'যিয়া (৩) মীলাদ (৪) ক্বিয়াম। আহলেহাদীছ পক্ষে ছিলেন মাওলানা নিযামুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল আযীয হাক্কানী, মাওলানা আলী হোসায়েন প্রমুখ। দেউবন্দীদের পক্ষে ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দীন ও মাওলানা সিরাজুদ্দীন প্রমুখ। বিস্তারিত আলোচনা শ্রবণ করে অর্ধেক গ্রামবাসী সঙ্গে সঙ্গে আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

(৩) ইটাপুকুর বাহাছ (পোঃ বিষণপুর, যেলা ছাহেবগঞ্জ, বিহার) : ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই মুনাযারার বিষয়বস্তু ছিল (১) ওরস (২) কবর পূজা (৩) কাওয়ালী ও বয়াতী গান (৪) ধ্যানের মাধ্যমে ছালাত আদায়। বিষয়গুলির পক্ষে জনৈক ভোয়ালুদ্দীন পীর ও তার সহযোগীরা ছিলেন। বিপক্ষে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরী, মাওলানা শামসুযযোহা, মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী (সাং ভবানীপুর, পোঃ ও যেলা ছাহেবগঞ্জ, বিহার) স্বয়ং আমীর জনাব মঈনুল হক মণ্ডলজীও উপস্থিত ছিলেন। বাহাছের পরে দু'একজন বাদে গ্রামের সবাই আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

(৪) কাশিলা বাহাছ (পোঃ রাজগাঁও যেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) : এই মুনাযেরায় ব্রেলভী হানাফীদের পক্ষে (১) কবর পূজা (২) অসীলা পূজা (৩) কবরে গেলাফ চড়ানো (৪) পীরের নামে খাসি মানত করা (৫) মীলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদি বিষয়ে বাহাছ করার জন্য যথাসময়ে কোন ব্রেলভী আলেম হাযির হননি। আহলেহাদীছ পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল হক (সাং মংগ্রামপুর যেলা ছাহেবগঞ্জ, বিহার) মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা আব্দুল আযীয হক্কানী, মাওলানা নিযামুদ্দীন প্রমুখ। গ্রামবাসী প্রায় সকলেই আহলেহাদীছ হয়ে যায় ও সেখানে একটি মাদ্রাসা কায়েম হয়।

(৫) কনকপুর বাহাছ (পোঃ রাজগাঁও, যেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) : ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত এই বাহাছে আহলেহাদীছ ও দেউবন্দী উভয় পক্ষের আলেমগণ সমবেত হন এবং মুক্তাদীদের সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, নিয়ত পাঠ, কাতার সোজা করণ, মীলাদ প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এতে অর্ধেক গ্রামবাসী আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

দিলালপুর কেন্দ্রের বিশেষ করে মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও মাওলানা আব্দুর রহমানের নিরলস দাওয়াত-তাবলীগে তাঁদের প্রভাবিত লোকদের মধ্যে হ'তে শিরক ও বিদ'আত সমূহ বিদূরিত হয়। পরবর্তীতে মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরী ও তাঁর সহযোগী আলেমদের মাধ্যমে এই সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ ২০১১), পৃঃ ৪৪০-৪৪৬)*।

উপসংহার :

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোন আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। ইবরাহীম মণ্ডল মূলত একজন সৎ ও যোগ্য সরদারজী ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতা বলে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে যেভাবে মুনাযারা পরিচালনা করেন, তাতে ঐ সময় ঐসব এলাকার অনেক লোকই আহলেহাদীছ হয়ে যান।

বর্তমানেও অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অসংখ্য কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি চালু রয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত যেমন- (১) হিন্দুদের মত নতুন ধানে নবান্ন (২) সন্ধ্যার পর প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাইতে গেলে না দেওয়া (৩) ডিম খেয়ে বাড়ী থেকে বের হ'লে যাত্রা অশুভ মনে করা (৪) বাড়ী হ'তে বের হওয়ার সময় কোন স্থানে আঘাত লাগলে বাধা মনে করা (৫) অনেকের বাড়ীতে শোকেসে 'অজর' মূর্তিকে অন্যান্য জিনিসের মত যত্ন করে রাখা (৬) হাতে ব্যথা হ'লে কাল সূতা পরা (৭) হাতের আঙ্গুলে আংটিতে পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য ভাল হওয়া (৮) বিবাহের পর সন্তান না হ'লে সন্তান লাভের আশায় বিভিন্ন স্থানে গমন করা (৯) ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে আগরবাতি জ্বালানো (১০) খালি কলস দেখলে অশুভ মনে করা ইত্যাদি অনেক রেওয়াজ এখনও চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল কুসংস্কার ও শিরকী-বিদ'আতী আমল-আক্বীদার বিরুদ্ধে আজও যে আন্দোলন লড়াই করে যাচ্ছে, তা কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই আন্দোলনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখুন এবং হক্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে মুসলিম সমাজকে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মাদক মামলার এক আসামীর গল্প

২০১৪ সাল। আমি তখন মেহেরপুরের বিচারক ছিলাম। আমার এক দশকের অধিক সময়ের বিচারক জীবনে মেহেরপুরের দিনগুলি আজো আমার কাছে স্বর্ণসময় মনে হয়।

একদিনের ঘটনা। আধা কেজি গাঁজা দখলে রাখার দায়ে আসামীর বিচার চলছে। আসামী মধ্যবয়সী। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামী পরীক্ষা (সাক্ষীদের বক্তব্য আসামীকে পড়ে শুনিয়ে আসামীর বক্তব্য জানতে চাওয়ার পর্যায়) গ্রহণকালে আসামীর সাথে আমি কথা বলি। আসামী একজন মাদকসেবী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আধা কেজি নয়, সেবনকালে অসতর্কতাবশত ধৃত হয়েছে মর্মে দাবী করে সে।

ফাঁকে অনেকটা আগ্রহী হয়ে তার গাঁজা সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার গল্প শুনি। আমাকে মনযোগী শ্রোতা পেয়ে সে জীবনের আদ্যোপান্ত বলতে থাকে। গল্পের সারমর্ম এই যে, সে এক মেয়েকে পসন্দ করত ভীষণ। পরিবার হ'তে তাঁকে বিয়ে দেয়া হয় না সেখানে। মেয়েটার বিয়ে হয় অন্যত্র। মানসিক হতাশায় কয়েকজন বন্ধুর সাথে প্রথমে বিড়ি, পরে সিগারেট, তামাক পাতা, শেষে গাঁজা সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

মাদকের মামলায় একজন মাত্র সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে আসামীকে সাজা দেয়ার নযীর থাকলেও এই মামলায় সাক্ষীদের পরস্পরের বক্তব্য এতটাই অসঙ্গতিপূর্ণ যে, আসামীকে নূন্যতম সাজা দেয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা পারিনি। মাদকসেবী আসামীকে সাজা দিতে না পেরে এজাহারকারী ও তদন্তকারীদের উপর মনে মনে রাগও হয় আমার। শেষে ওপেন এজলাসে আসামীকে খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করি।

রায়ের পর তার সাথে মাদকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলি। ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে চিরস্থায়ী জীবনের কথা সে একসময় বিশ্বাস করে। নেশাদার দ্রব্য গ্রহণকারীরা সেই চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত পাবে না। আর যাবতীয় নেশাদ্রব্য হারাম, কথাগুলি তাকে বোঝাই। আসামীর সাথে উন্মুক্ত আদালতে প্রায় কুড়ি মিনিট কথা বলি। আসামী আবেগাপুত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে সে আর নেশা করবে না মর্মে প্রতিজ্ঞা করে।

একমাস পরের ঘটনা। অভ্যাসবশত আদালত শেষে আমি হাঁটতে বের হয়েছি সেদিন। কোর্ট হ'তে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে জেলখানা পার হয়ে মেঠো পথ ধরে হাতের ডানের আবাদি মাঠের ভিতর একাকী চলছি। জ্যৈষ্ঠ মাস। হাঁটু সমান পাট খেতের আইল ধরে নীচে নামতে থাকা আকাশ পানে আনমনে তাকিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ ফসলের মাঠ হ'তে কাজ ফেলে এগিয়ে আসে এক মধ্যবয়সী লোক। আমার পায়ে সালাম করতে উদ্যত হয়। অকস্মাৎ আগন্তুকের উপস্থিতি দেখে হতচকিত হয়ে জোরে চিৎকার করি, কে আপনি? খরবদার কাছে আসবেন না।

দু'হাত জোড় করে যারপরনাই বিনীত কণ্ঠে আগন্তুক বলে, সে গাঁজার মামলার আসামী ছিল, আমি তাকে খালাস দিয়েছি। নির্জন মাঠে মাদকের এক আসামীর মুখোমুখি আমি। ভয় পাই ভীষণ। প্রমাদ গুণি। সংগে সংগে তাকে বলি, আপনি হয়তো ভুল দেখছেন। বলেই পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করি। সেও আমার পিছনে পিছনে আসতে আসতে বলতে থাকে, না স্যার! আমি ভুল দেখছি না। আপনিই ম্যাজিস্ট্রেট। স্যার! আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি ...। আমার হাঁটার গতি দেখে সে আর এগোয় না। তার কণ্ঠ একসময় বাতাসে মিলিয়ে যায়।

সেই মিলিয়ে যাওয়া পুরুষ কণ্ঠ অনেকদিন আমার কানে বাজতে থাকে, স্যার আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি ... স্যার আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি ...

-মতীউর রহমান, মেহেরপুর।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মাসিক আত-তাহরীক
www.at-tahreek.com
তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০২১-এর জন্য
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
১৫ই জানুয়ারী ২০২১

নিয়মিত প্রকাশনার ২৪ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

অমর বাণী

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوْبِ 'তুমি প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে ওঠাবসা করো না। কেননা তাদের সঙ্গ অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্থ করে তোলে'।[১]

২. ইয়াযীদ বিন আবু হাবীব (রহঃ) বলেন, مِنْ فِتْنَةِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ، فَإِنَّ فِي الْاِسْتِمَاعِ سَلَامَةً، وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْكَلَامِ 'শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য অন্যতম ফিৎনা হ'ল, অন্যের কথা শোনার চেয়ে নিজের কথা বলা তার কাছে অধিক পসন্দনীয় মনে হয়। যদি তিনি কোন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পান তাহ'লে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শ্রবণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিরাপত্তা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কেননা শ্রোতা চুপ থাকার মাধ্যমে বক্তার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন'।[২]

৩. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرَقِ 'তোমাদের সামনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির মত প্রার্থনা করা ছাড়া কেউ ফিৎনা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না'।[৩]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّى وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِى سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট (কোন কিছু) চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ থেকে পানাহ চাই। তোমার কাছে আশ্রয় চাই গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং অতি বার্ধক্য থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় আমার উপর শয়তানের প্রভাব থেকে, আমি পানাহ চাই তোমার রাস্তায় জিহাদ থেকে পলায়নপর মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আমি আরো পানাহ চাই তোমার কাছে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে'।[৪]

৪. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, لَا يُصِيْبُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ؛ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ، وَحَتَّى يَدَعَ الْإِثْمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ 'কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে হালাল এবং হারামের মাঝে হালালকে প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করাবে এবং পাপ ও পাপ জাতীয় সব কিছু পরিত্যাগ করবে'।[৫]

৫. প্রখ্যাত তাবেঈ সালামা ইবনু দীনার আবূ হাযেম (রহঃ) বলেন, شَيْئَانِ إِذَا عَمِلْتَ بِهِمَا أَصَبْتَ بِهِمَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .. تَعْمَلُ مَا تَكْرَهُ إِذَا أَحَبَّهُ اللهُ وَتَتْرُكُ مَا تُحِبُّ إِذَا كَرِهَهُ اللهُ 'দু'টি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারবে। (১) আল্লাহ যা ভালবাসেন, তোমার নিকট সেটা অপসন্দনীয় হ'লেও তুমি তা সম্পাদন করবে এবং (২) আল্লাহ যা অপসন্দ করেন, সেটা তোমার নিকটে পসন্দনীয় হ'লেও তা বর্জন করবে'।[৬]

৬. যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন, مَنْ يُكْرِمِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ يُكْرِمْهُ اللهُ بِجَنَّتِهِ، وَمَنْ يُكْرِمِ اللهَ تَعَالَى بِتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُ النَّارَ، وَقَالَ: اسْتَعِنْ بِاللهِ يُغْنِكَ اللهُ عَمَّا سِوَاهُ، وَلَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ أَغْنَى بِاللهِ مِنْكَ، وَلَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَى اللهِ مِنْكَ 'আল্লাহ যাকে তাঁর ইবাদত করার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করবেন, তিনি জান্নাতে দাখিলের মাধ্যমেও তাকে সম্মানিত করবেন। আর যাকে তিনি পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মর্যাদামণ্ডিত করবেন, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করিয়ে সম্মানিত করবেন'। তিনি আরো বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাও, তাহ'লে তিনি তোমাকে সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। তবে আল্লাহ্র নিকটে তোমার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী ও অভাবী যেন কেউ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে'।[৭]

৭. শায়েখ ছালেহ আলে শায়েখ বলেন, أَعْظَمُ مَا تُجَاهِدُ بِهِ أَعْدَاءَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَالشَّيْطَانَ نَشْرُ الْعِلْمِ، فَانْشُرْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِحَسْبِ مَا تَسْتَطِيْعُ، وَاتَّقِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي ذَلِكَ 'আল্লাহ্র শত্রুদের ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। সুতরাং তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী সর্বত্র জ্ঞানের প্রসার ঘটাও। আর এ ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর'।[৮]

---

১. *ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা ২/ ৪৩৮।*
২. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, কিতাবুছ ছামতি ওয়া আদাবিল লিসান, পৃঃ ৮৮।*
৩. *মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪/৪৭১ হা/৮৩০৮; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭১৪৫।*
৪. *আবূদাঊদ হা/১৫৫২, হাদীছ ছহীহ।*
৫. *ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী ১/২০৫।*
৬. *ফাসাবী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ ১/৬৭৮।*
৭. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২১।*
৮. *আল ওছায়া আল-জালিইয়াহ, পৃ. ৪৬।*

কবিতা

মূসা (আঃ)-এর বিজয়

মতীউর রহমান, মেহেরপুর।

লাঠির আঘাতে ফেনিল দরিয়ার দু'ভাগ হয়েছে পানি,
পার হয়ে গেছে আল্লাহ্র নবী মূসা লয়ে তার সহগামী।
সেই পথ দিয়ে হাঁটিছে ফেরাঊন ডুবিছে সাগরতলে,
পেরুতে পারেনি, সলিল সমাধি হয়েছে সদলবলে।
নিজেকে আল্লাহ দাবী করে ফের ছোট্ট শিশুর ভয়,
ঘোষিল ফেরআঊন আজ হ'তে কোন ছেলে সন্তান নয়!
জন্ম লভিত বনী ইসরাঈলের যদি কোন শিশু ছেলে,
ফেরাঊন তাদের হত্যা করিত মায়ের সামনে ফেলে।
যে শিশুর ভয়ে সকল শিশুকে হত্যা করেছে রাজা
সে শিশুরে আনি রাজার বাড়িতে পালিছেন মহারাজা।
রাজা নশ্বর, রাজ্য পতিত যুগে যুগে কালে কালে
মহারাজা যিনি দেদীপ্যমান উদয়-অস্তাচলে।
মৃত্যু পথের যাত্রী হে রাজা! ফুরাবে তোমার দিন
ফিরে যেতে হবে সে রাজার কাছে যে রাজা মৃত্যুহীন।
যেখানে ফেরাঊন-আছিয়া সেখানে এই হ'ল ইতিহাস
যেখানে শোষণ তার নীচে দেখো শাসিতের বসবাস।
ন্যায়ের দণ্ড যেখানে ভ্রষ্ট অবাক নিষ্ঠুরতা
খুঁজে দেখো তুমি বিধাতার দয়া লুকিয়ে রয়েছে সেথা।
শেষকালে ডেকে ফেরাঊন কহে তুমি তো রাজার রাজা
বাঁচাও আমাকে পানি হ'তে তুলে অনেক হয়েছে সাজা।
আল্লাহ বলেন, আর তো হবে না অনেক হয়েছে খেলা,
অনেক সুযোগ দিয়েছি তোমায় জীবনের শেষ বেলা।
প্লাবন উকুন রক্তের গযব দূর করিয়াছি ঢের,
ঈমান আনোনি বেঈমান তুমি সুযোগ চাইছো ফের?
ক্বিয়ামত তক তোমার দেহকে মানব শিক্ষার তরে,
নষ্ট না করে রক্ষা করব যুগ-যুগান্তর ধরে।
১০ই মুহাররম এসেছে বিজয় ফিরাঊন ডুবিছে মরি,
রাসূলের কথায় সেই দিনটাকে এখনো আমরা স্মরি।
মূসার বিজয় সেতো আমাদের জয় এই মাস এই দিনে,
শিরকের পতনে শক্তি এসেছে তাওহীদ উড্ডীনে।

হকের পথে চিরদিন

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমরা নাফ নদী পার হয়ে
আসিনি রোহিঙ্গা হয়ে এদেশে,
আসিনি কোন রিফুজী কিংবা
উপজাতির কোন এক সভ্যতা থেকে।
আমরা আসিনি কোন দেশদ্রোহী বা
চরমপন্থীর বংশধর হ'তে,
আমরা দুর্নীতি আর ঘুষের টাকায়
অট্টালিকা গড়িনি এদেশে।
আমরা এদেশ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি
ব্রিটিশ যুগে তিতুমীর হয়ে
বাঁশের কেল্লায় ওয়াহাবী আন্দোলনে,
আমরা একাত্তরে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী হয়ে
পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে।
স্বাধীনতার স্বপ্ন চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছি এদেশ
আমাদের জীবনের বিনিময়ে,
তবুও কেন আমরা নির্যাতিত
এই বাংলার শান্তিময় দেশে?
আমাদের অপরাধ আমরা মানি কুরআন-হাদীছ
জানি অহী-র বাণী ছাড়া পীর-মুরীদী ভিত্তিহীন,
ইজমা, ক্বিয়াস, ফিক্বহের হাদীছ বিরোধী মাসায়েল
বর্জন করে চলি হকের পথে চিরদিন।
আমরা ছওয়াবের আশায় কোন বিদ'আতী আমল
ছহীহ বলে স্বীকৃতি দেইনি কোন দিন,
জান্নাত পেতে রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায়
চলেছি চিরদিন।
রোগমুক্তির আশায় পীর বা আলেম থেকে
নেইনি তাবীয-কবয বা সুতা,
এসব শিরকী আমল থাকলে
ছালাত-ছিয়াম হয়ে যায় বৃথা।
আমাদের চাওয়া-পাওয়া একমাত্র আল্লাহ্র কাছে
যিনি রিযিকদাতা,
তাঁর হাতেই হায়াত-মউত
তিনিই সকল রোগের মুক্তিদাতা, তিনিই বিধাতা।

দ্বীন-ধর্ম

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দ্বীনের অর্থ ধর্ম বুঝে করল দ্বীনের আসল ভুল,
তাই তো দ্বীনে ময়লা মদির ফুটছে না আর সোনার ফুল।
একটু খানি ছালাত, ছিয়ামে হয়কি দ্বীনের সব পালন?
মানতে আজি আল্লাহ্র দ্বীনের হারিয়ে গেছে সবার মন।
ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি আর অর্থনীতির সবটা দিক,
যে নীতিতে চলতে পারে এটাই দ্বীনের আসল দিক।
দ্বীনকে সঠিক বুঝতে হ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে যে জানতে হয়,
সবটা জীবন রিসালাতের একটু তাতে কমতি নেই।
নাম রাসূল (ছাঃ)-এর শুনলে দেখি ভক্তি দেখায় চুম্বনে,
আবার সেজন চলার পথে অন্য দ্বীনে সবখানে।
চলবে যদি অন্য দ্বীনে কিসের নবী (ছাঃ)-এর ভক্তিটা?
আল্লাহ্র দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে খাটছে তোমার শক্তিটা।
জান বিকিয়ে চলছে যারা দ্বীন কায়েমের রাস্তাতে,
শক্ত হাতে দিচ্ছ বাধা তাদের চলার পথটাতে?
দ্বীনটাকে ভাই ধর্ম ভেবে বাঁধছে হেথায় আসল গোল,
তাইতো আজি অন্য জাতি ঢালছে মাথায় তাদের ঘোল।
জ্ঞানের কোঠায় ধরতো যদি দ্বীনটা 'জীবন ব্যবস্থা',
হইতো কি ভাই মুসলিম ভালে ভিক্ষুকের এই অবস্থা?
থাকতে প্রদীপ মস্তকেতে নেত্রে দেখি সব আঁধার
এপার-ওপার দুই পারেতে যাত্রা পথে রুদ্ধদ্বার।
বদজাতি সব বাদদে জাতি বুঝতো যদি আসল দ্বীন,
উঠতো রবি পূর্ব গগনে ফুটতো গোলাপ সুখের দিন।

স্বদেশ

আদায় অযোগ্য খেলাপি ঋণ ১ লাখ ২৮ হাযার কোটি টাকা

অনিয়ম, তদবীর ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাংকিং খাত থেকে নেওয়া ঋণের মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে লক্ষাধিক কোটি টাকা। যার বড় অংশই মন্দ মানে (কুঋণ) পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ খাতে মোট খেলাপি ঋণের প্রায় ৮৭ শতাংশই মন্দ মানের। যার পরিমাণ ৮৩ হাযার ৬৪২ কোটি টাকা। গত ছয় মাসে মন্দ ঋণ বেড়েছে প্রায় এক হাযার ৭৬৩ কোটি টাকা। এর বাইরে অবলোপনকৃত (রাইট অফ) মন্দ ঋণ রয়েছে আরো ৪৪ হাযার ২৮০ কোটি টাকা। বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মূল হিসাব থেকে এটা বাদ দেওয়া হয়েছে। সব মিলে আদায় অযোগ্য খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ২৭ হাযার ৯২২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এসব তথ্য উঠে আসে।

আদায় অযোগ্য খেলাপি ঋণ বেশী সরকারী ব্যাংকগুলোতে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যথাযথ নিয়মাচার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তম পরিপালন না করে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করায় ঋণের বড় অংশই খেলাপি হয়ে একটা সময় আদায় অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এই মানের ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। এই ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর পরিচালন আয় কমে নীট মুনাফায় প্রভাব পড়ছে।

হেফাজতে ইসলামের আমীর শাহ আহমদ শফীর ইন্তেকাল

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর আমীর এবং চট্টগ্রামের দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী (১০৩) গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকার আজগর আলী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। পরদিন শনিবার বাদ যোহর হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পাখিয়ারটিলা কওমী মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা ইউসুফ। অতঃপর মাদরাসার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় লাখো মানুষের সমাগম হয়। তার মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। এরই মধ্যে আহমদ শফীর কনিষ্ঠ পুত্র অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক আনাস মাদানীর ব্যাপারে মাদ্রাসা পরিচালনায় নানা অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠার প্রেক্ষিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। এরই সাথে যুক্ত হয় আহমদ শফীর পর মাদ্রাসা পরিচালনার কর্তৃত্ব নিয়েও। যার প্রেক্ষিতে গত ১৬ ও ১৭ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাসায় ছাত্র বিক্ষোভ হয় এবং আহমদ শফীর দফতরেও ভাঙচুর করা হয়। অতঃপর ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলনের মুখে ঐদিন রাতে অনুষ্ঠিত শুরা বৈঠকে তিনি মাদ্রাসার মহাপরিচালকের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এসময় আনাস মাদানীকেও আজীবনের জন্য অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঘোষণার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাত ১২-টায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে পরদিন বিকালে যরূরী ভিত্তিতে তাঁকে ঢাকায় আনার পর সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা আহমদ শফী দেওবন্দী কওমী ধারার আলেমদের প্রধান মুরব্বী এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া এবং কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীছের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য গঠিত সংস্থা আল-হাইআতুল 'উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। এই সংস্থার অধীনে ২০১৭ সালের ১৭ই এপ্রিল কওমী মাদ্রাসা সমূহের দাওরায়ে হাদীছ শ্রেণীকে 'মাস্টার্স'-এর মান দেয় সরকার।

২০১০ সালে হেফাজতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে এর আমীর করা হয়। তবে তিনি মূলতঃ আলোচনায় আসেন ২০১৩ সালে। এসময় তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' প্রণয়নের প্রতিবাদে এবং নাস্তিক ব্লগার ও জাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে ১৩ দফা দাবী নিয়ে ঢাকায় লংমার্চ করেন। অতঃপর ওই বছরের ৫ই মে রাজধানীর শাপলা চত্বর এলাকায় লাখো মানুষ অবস্থান নেয়। রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রক্তক্ষয়ী অভিযানে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনার পর থেকে সংগঠনের অভ্যন্তরে বড় ধরণের বিরোধ দেখা দেয়। কারণ হতাহতদের ব্যাপারে সংগঠনটি নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করে। যা আজও অব্যাহত আছে।

আহমদ শফী ১৯১৬ সালে রাঙ্গুনিয়া থানার পাখিয়ারটিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি হাটহাজারী ও দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৭০ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৮৬ সাল থেকে মৃত্যুর ২০ ঘন্টা আগে অব্যাহতি নেওয়ার পূর্বপর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দুই পুত্র ও ৩ কন্যার জনক ছিলেন।

বিদেশ

রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী মিয়ানমারের চার সেনার স্বীকারোক্তি : যাকে দেখবে, গুলি করবে

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দুই সেনা রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলে ডজনেরও বেশী গ্রামবাসীকে হত্যার পর গণকবর দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। স্বীকারোক্তিতে তারা বলেছে, ২০১৭ সালের আগস্টে কমান্ডারের কাছ থেকে তারা স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েছিল, 'যাকে দেখবে, গুলি করবে'। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এবং মানবাধিকার সংগঠন ফরটিফাই রাইটস সম্প্রতি এ খবর জানিয়েছে।

এছাড়া রাখাইনে দায়িত্ব পালন করা আরো দুই সৈনিকও মুখ খুলেছে নিজ দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের একজন বলেছে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর ভয়াবহ নিপীড়ন চালিয়েছে সেনাবাহিনী। সেনা কর্মকর্তারা তাকে বলতেন, ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সবাই দাস। তাদের সঙ্গে সে হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত সৈনিক স্বীকার করেছে যে, তাদের ব্যাটালিয়নকে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালানোর জন্য। সে ৩০ জন রোহিঙ্গার বিরুদ্ধে গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল। হত্যা শেষে তারা রোহিঙ্গাদের মরদেহ গণকবর খুঁড়ে পুঁতে দেয়। একজন নারীকে ধর্ষণের কথাও স্বীকার করেছে সে।

আরেক সেনা সদস্য জানিয়েছে, তার ব্যাটালিয়ন প্রায় ২০টি রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। এ পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের হত্যা করা হয়েছে। তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ করেছে। এই দু'জনের বক্তব্যের ভিত্তিতে ফর্টিফাই রাইটস জানিয়েছে, তারা উভয়ে প্রায় ১৮০ রোহিঙ্গা হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। উক্ত দুই সেনা আদালতে যবানবন্দী দেবে বলে জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত দুই সেনা রাখাইনে মিয়ানমারের সেনাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'আরাকান আর্মির' হেফাযতে ছিল। পরে তাদের নেদারল্যান্ডসের হেগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানকার আন্তর্জাতিক অপরাধ

আদালতে (আইসিসি) এই সেনাদেরকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করা হ'তে পারে কিংবা বিচার করা হ'তে পারে।

তবে এ ব্যাপারে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জ মিন তুনকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তাদের বন্দি করে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে সেনা অভিযানের নামে রোহিঙ্গাদের গ্রামে গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনী যে নির্মম বর্বরতা চালিয়েছে তা ১৯৮৪ সালের আন্তর্জাতিক গণহত্যা কনভেনশন-এর গুরুতর লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে পশ্চিম আফ্রিকার ছোট্ট দেশ গাম্বিয়া। বর্তমানে তার সাথে যোগ হয়েছে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া।

যার প্রেক্ষিতে তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। যদিও মিয়ানমার তাদের বিরুদ্ধে এ তদন্তকে বেআইনি বলেছে। কারণ মিয়ানমার আইসিসি সনদে স্বাক্ষর করেনি। তাই তারা এই ট্রাইব্যুনালের সদস্য নয়। কিন্তু আইসিসি বলছে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র বাংলাদেশ অত্র সংস্থাটির সদস্য হওয়ায় এই তদন্তের এখতিয়ার তাদের রয়েছে।

মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে আসাম সরকার

আসাম সরকার প্রদেশটির মাদ্রাসাসমূহে স্কুলে পরিণত করার জন্য নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে চিন্তিত সেখানকার মুসলিম নেতারা। তারা আসাম সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেছেন, সংবিধানের ৩০-এ ধারা অনুযায়ী সংখ্যালঘুরা নিজেদের পসন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবে এবং সরকার তাতে সহযোগিতা করবে। অথচ আসাম সরকার দেশের সংবিধানবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আসাম প্রদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের সম্পাদক আলমগীর সরদার বলেন, আসাম সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও সংবিধান বিরোধী। নানা ভাষা ও নানা মতের ভারতবর্ষকে আজ গৈরিকীকরণের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে বর্তমান সরকার। প্রদেশটির বর্তমান মাদ্রাসাগুলোতে আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে নামমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান সরকার সেটাও চাইছে না। আমরা সরকারের কাছে মাদ্রাসা শিক্ষা যাতে বন্ধ না হয়, তার অনুরোধ জানাই।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফীক বলেন, আসাম সরকার মাদ্রাসার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আসামের ঐতিহ্য বিরোধী। আসামের প্রায় ১ কোটি মুসলমানের জন্য ১১ হাযার মাদ্রাসা আছে। তার মধ্যে প্রায় হাযার খানেক সরকারী মাদ্রাসা আছে। এগুলি ব্রিটিশ আমল থেকে আছে।

মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলে সেখানে যে হাযার হাযার একর জমি মুসলিমরা দান করেছে তার কী হবে? তাছাড়া মাদ্রাসায় শুধু মুসলিমরা পড়াশোনা করে না, অমুসলিমরাও পড়াশোনা করে। সংখ্যালঘু প্রান্তিক মানুষদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে আসাম সরকারকে মাদ্রাসার পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে।

তারা বলেন, আসাম সরকার যে পদ্ধতিতে মাদ্রাসা তুলে দিতে চাইছেন, সেটা সংবিধান পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোন সরকার এভাবে সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে পারে না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতীন বলেন, ভারতের সংবিধানে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বলা আছে। তাই আসাম সরকারের এই প্রস্তাব সংবিধান ও দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বিরোধী।

অস্ত্র নির্মাতাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেই পেন্টাগনের প্রধানরা যুদ্ধ করেন : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করে বলেছেন, পেন্টাগনের প্রধানরা ও সামরিক শিল্পের মালিকরা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে শুধুমাত্র অস্ত্র নির্মাতাদেরকে শত শত কোটি ডলার যোগানোর জন্য। ট্রাম্পের এ বক্তব্যে মার্কিন পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি নির্ধারক ও তার সমালোচকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সম্প্রতি হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'পেন্টাগনের শীর্ষ ব্যক্তিরা যুদ্ধ ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই করেন না। যাতে যেসব কোম্পানী বোমা ও বিমান বানায় তারা স্বাস্থ্যবান থাকে'। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মার্কিন সেনাদের সম্পর্কে ট্রাম্পের অবমাননাকর মন্তব্যের কয়েক দিন পরই পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তিনি এই বক্তব্য দেন।

[প্রেসিডেন্টরাই এসব দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে থাকেন। অতএব তাদের মুখে একথা শোভা পায় না (স.স.)]

মার্কিন আগ্রাসনে ২ দশকে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত

গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ' কয়েক কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতির কারণ হয়েছে। এ যুদ্ধের কারণে গত ২০ বছরে ৮টি দেশে কমপক্ষে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের 'কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট'-এর আওতায় পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টে এ কথা বলেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন ক্ষমতাকেন্দ্র পেন্টাগন এবং টুইন টাওয়ারে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। উক্ত হামলার অজুহাত ধরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ শুরু করেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধ। নিরন্তর সেই যুদ্ধ আফগানিস্তান থেকে ইরাক, পাকিস্তান, ইয়ামন, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, লিবিয়া ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

রিপোর্টের প্রধান গবেষক ওয়াশিংটনের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড ভাইন বলেন, 'এই দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তবে সীমিত পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম চালু থাকা বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, রিপাবলিক অব কঙ্গো, মালি, নাইজার, সঊদী আরব ও তিউনিসিয়ার পরিস্থিতিকে প্রতিবেদনে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। তাদেরকে হিসাবে নিলে প্রকৃত বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৯০ লাখ পর্যন্ত হ'তে পারে।

রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো মানচিত্র থেকেও মুছে ফেলছে মিয়ানমার

নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ধ্বংস করে ফেলা গ্রামগুলো বর্তমান মানচিত্র থেকেও মুছে ফেলছে। কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ছবির মাধ্যমে সংস্থাটি নিশ্চিত হয়েছে যে, তিন বছর আগে কান কিয়া নামক রোহিঙ্গা গ্রামটির মতো ধ্বংস করে ফেলা অন্তত এক ডজন রোহিঙ্গা গ্রামের নাম বর্তমান মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

মিয়ানমারের নাফ নদী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে কান কিয়া গ্রামের অবস্থান। ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে গ্রামটিতে বাস করতো কয়েকশ' মানুষ। ২০১৭ সালে রাখাইনের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে মিয়ানমারের সেনা অভিযানের সময় কান কিয়ায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে সেখানকার বাসিন্দারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুরো গ্রাম আগুনে পুড়ে যায়। এবার জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত বছর মিয়ানমার সরকার দেশের নতুন যে মানচিত্র

তৈরি করেছে সেখানে কান কিয়া গ্রামের অস্তিত্ব নেই। মানচিত্র থেকে গ্রামটির নাম মুছে ফেলা হয়েছে। বরং ঐ জায়গাটিকে এখন কাছের মংডু শহরের বর্ধিত অংশ বলা হচ্ছে। আর সেখানে এখন বেশ কিছু সরকারী ও সামরিক ভবন গড়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারে মিয়ানমারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গ্রামের নাম মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার কারণ জানতে চাওয়া হ'লে তারা এসব বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাযী হননি।

এ প্রসঙ্গে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সাবেক দূত ইয়াংহি লি বলেন, মিয়ানমার সরকার ইচ্ছা করেই রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে ফেরা কঠিন করে দিচ্ছে।

মুসলিম জাহান

আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ কাযাখস্তান

আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ কাযাখস্তান। ২৭ লাখ ২৪ হাযার ৯০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই বিশাল দেশটিতে প্রায় ২ কোটি মানুষের বসবাস। দেশটির প্রধান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটার পরও দেশের শাসনব্যবস্থায় ধর্মবিরোধী ছাপ থেকে গেছে। তবে আশার কথা হ'ল, দেশটিতে ধর্মীয় অনুরাগ বাড়ছে দিন দিন। বর্তমানে দেশটির ৭০ শতাংশ জনগণ মুসলিম এবং তাদের বেশীরভাগ তুর্কী বংশোদ্ভূত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাময়িক দাপটে স্বাধীনতা হারানো যেসব প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাদের মধ্য অন্যতম হ'ল কাযাখস্তান।

কে বিশ্বাস করবে যে, এই কাযাখস্তানে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৬০ বছর ব্যাপী কমিউনিস্ট শাসন চলাকালে বন্ধ করা হয়েছিল হাযার হাযার মসজিদ-মাদ্রাসা, নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সকল প্রকার ধর্মীয় কার্যক্রম, এমনকি কুরআন সংগ্রহে রাখাও ফাঁসিযোগ্য অপরাধ ছিল! সেই কাযাখস্তানে আজ ৪ হাযারেরও বেশী মসজিদ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা অবাধে দ্বীনী ইলম চর্চা করছে। দেশের বাইরে পাকিস্তান, সঊদী আরব, মিসর প্রভৃতি দেশেও উচ্চতর লেখাপড়া করতে পাড়ি জমাচ্ছে। দেশটির বিশিষ্ট সমাজবিদ মদীনা নুরগালিভা সমাজে ধর্মের প্রভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, দেশের সক্রিয় প্রায় ৯০ শতাংশ যুবকই ধর্মভীরু। এথেকে বুঝা যায়, কল্পনা দিয়ে যত শক্তিশালী আদর্শিক ভিত্তি দাঁড় করানো হোক না কেন, সত্যিকার অর্থে তা যে ঠুনকো, তা প্রমাণিত হয় খান খান হয়ে যাওয়া কমিউনিজমের পতনের মধ্য দিয়ে।

অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আগমনের ফলে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে। ১৩ থেকে ১৬ শতকে মোঙ্গলরা এখানে রাজত্ব করে। ১৮৭০-১৮৭৬ সালের মধ্যে রাশিয়া কাযাখস্তান দখল করে নিলে সেখানে জারের রাজত্ব শুরু হয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ১৯৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় দেশটি।

আল্লামা তক্বী উছমানী কাযাখস্তানে ধর্মীয় সফর থেকে ফিরে স্বীয় ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন কমিউনিস্ট শাসনকালে বেড়ে ওঠা কিছু উদ্যমী হাফেযে কুরআন যুবকের কথা। তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেখানে কুরআনের কপি ঘরে রাখা অপরাধ ছিল, সেখানে আপনারা কিভাবে কুরআন হেফয করলেন? প্রশ্ন শুনে তাদের চোখগুলো থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

তারা শোনালেন, তাদের পূর্বপুরুষ আলেমরা কীভাবে জান-মাল বিসর্জন দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে গোপনে মাটির নিচে কোরআন শেখাতেন। আরবী ভাষা, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করতেন। বস্তুত তাদের সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে তাদের হাতেগড়া তরুণরাই কাযাখস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে সেখানে শতাধিক মাদ্রাসা ও হাযারের বেশী ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। দেশের বৃহত্তম মসজিদ হ'ল- হযরত সুলতান মসজিদ। মসজিদটি রাজধানী নূর সুলতানে (আস্তানা) অবস্থিত। এটি মধ্য এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। যেখানে একসঙ্গে ৫০ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

খোঁজ মিলল বিশালাকৃতির প্রাচীনতম কৃষ্ণগহ্বরের

প্রাচীনতম এক কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা। নাম রাখা হয়েছে 'জিডব্লিউ ১৯০৫২১'। কৃষ্ণগহ্বরটির সন্ধান পেয়েছেন ইউরোপিয়ান গ্র্যাভিটেশনাল অবজারভেটরি-র জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। দেড় হাযার বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন গোটা কর্মকাণ্ডে। তাদের গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক স্ট্যাভরোস কাৎসানেভাস বলেন, 'ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে তৈরি হয়, সে রহস্য সমাধানে হয়তো মুখ্য ভূমিকা নেবে এই আবিষ্কার'। তবে কৃষ্ণগহ্বরটির আসল বিশেষত্ব হ'ল এর আকার। এমন বিশালাকৃতি কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ মিলল এই প্রথম। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলে 'ইন্টারমিডিয়েট মাস ব্ল্যাক হোল'। সূর্যের থেকে ১০০-১০,০০০ গুণ বড় ভরের কৃষ্ণগহ্বরগুলিকে এই নামে ডাকা হয়। সূর্যের ৩-১০ গুণ বড় কৃষ্ণগহ্বরগুলিকে বলা হয় 'স্টেলার ব্ল্যাক হোল'। নতুন আবিষ্কৃত 'জিডব্লিউ ১৯০৫২১'-র ভর সূর্যের প্রায় ১৪২ গুণ। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, মিল্কি ওয়ে-সহ বহু ছায়াপথের মধ্যখানে অবস্থিত এই 'সুপারম্যাসিভ' কৃষ্ণগহ্বরটি।

সর্দি-কাশির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের চেয়েও বেশী কার্যকরী মধু

মধু অতিপরিচিত একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই এই উপাদানটি ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানও এবার এই মধুর গুণাগুণ নিয়ে দিল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। নতুন একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, সর্দি-কাশির চিকিৎসায় প্রচলিত বিভিন্ন ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিকের তুলনায় মধু বেশী কার্যকরী।

মধু সস্তা, সহজলভ্য এবং এর তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় বলেন, 'সর্দি-কাশির জন্য চিকিৎসকরা রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসাবে মধু খাওয়ার জন্য সুফারিশ করতে পারেন।

আপার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনফেকশন (ইউআরটিআই) নাক, গলা, কণ্ঠস্বর এবং শ্বাসনালীকে প্রভাবিত করে থাকে, যা ফুসফুস সংক্রমণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- গলাব্যথা, নাক বন্ধ এবং কাশি।

শিশুদের কাশি, গলাব্যথা এবং সাধারণ সর্দির ঘরোয়া চিকিৎসা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে মধুর কার্যকারিতা প্রমাণের গবেষণাগুলো পদ্ধতিগতভাবে পর্যালোচনা হয়নি। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা গবেষণাগুলোর তথ্য পর্যালোচনা করেছেন। এজন্য ১৪টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন বয়সের মোট ১,৭৬১ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। এই গবেষণাগুলোর ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্দি-কাশির ঘনত্ব এবং তীব্রতা কমানোর ক্ষেত্রে মধু অনেক বেশী কার্যকর ছিল।

দু'টি গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, মধু খাওয়ার ফলে সর্দি-কাশি থেকে নিরাময় ওষুধের তুলনায় ২ দিন আগে হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০

আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে রাত ৯-টা পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম হয় দাওয়াতের মাধ্যমে এবং ইমারত হয় বায়'আতের মাধ্যমে। যা সমাজ সংস্কারের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, যে কোন জিনিস প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যোগ্য নেতা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী আবশ্যক। যেমন একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করতে একদল জোগাড়ে ও কিছু দক্ষ মিস্ত্রী দরকার। শুধু একদল জোগাড়ে যেমন একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করতে পারে না, তেমনি জোগাড়ে বাদ দিয়ে শুধু মিস্ত্রী তা তৈরী করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। তা হ'ল জাহেলী সমাজকে আল্লাহভীরু সমাজে পরিণত করা। এজন্য তিনি দাওয়াত ও বায়'আতের মাধ্যমে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীকে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগান। কারণ তিনি দূরদর্শী নেতা হিসাবে ভাল করেই জানতেন যে, অঙ্গীকারহীন কোন মানুষকে সামনে রেখে সংস্কার ও দাওয়াতী কাজে সফল হওয়া যাবে না। তাই তিনি হজ্জের মৌসুমে ইয়াছরিব থেকে আগত প্রথমবার ৬ জন, দ্বিতীয়বার ১২ জন ও তৃতীয়বার ৭৫ জন কর্মীকে আল্লাহ্র নামে বায়'আত নেন। তারা বললেন, এই বায়'আত যদি আমরা পূর্ণ করি, তবে মাল-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি ও নেতাদের হতাহতের বিনিময়ে কি পাব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, জান্নাত। তখন বায়'আতকারীগণ বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম আমরা কখনোই এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং তা ভঙ্গ করব না' *(আহমাদ হা/১৪৪৯৬, সনদ ছহীহ)*।

তিনি বলেন, বায়'আত ও হিজরত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই উক্ত অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিদের আহ্বানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর বদরের যুদ্ধে এই ঈমানদার ব্যক্তিদের দৃঢ় ঈমানী চেতনার ফলে আল্লাহ্র রহমতে বিজয় অর্জিত হয়। হঠাৎ আবু জাহলের সুপরিকল্পিত আক্রমণের খবর শুনে অপ্রস্তুত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করেন। একদল যুদ্ধ না করে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা তারা এসেছিলেন কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য, বড় ধরণের কোন যুদ্ধ করার জন্য নয়। অতঃপর মুহাজিরগণের মধ্য থেকে মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আমাদেরকে নিয়ে আপনি বারকুল গিমাদ পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সেই স্থান পর্যন্ত চলে যাব। কিন্তু আমরা মূসার কওমের মত আপনাকে বলব না যে, 'আপনি ও আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম'। বরং আমরা বলব, 'আপনি ও আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা আপনার সাথী হয়ে অবশ্যই যুদ্ধ করব'। তাঁর এই বক্তব্য শুনে রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হ'লেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন। অতঃপর আনছারগণের পক্ষে আওস নেতা সা'দ বিন মু'আয একইভাবে বললেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে এ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একজন লোকও পিছিয়ে থাকবেনা। অতএব আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহ্র নামে এগিয়ে চলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের দৃঢ় ঈমানী চেতনায় আল্লাহ খুশী হয়ে ফেরেশতা পাঠালেন। ফলে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের অভাবিত বিজয় অর্জিত হয়। যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে আল্লাহ সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন' *(আনফাল ৮)*। এখনও যদি আমরা বলিষ্ঠ ঈমান নিয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহ'লে আল্লাহ আমাদের সাহায্যেও ফেরেশতা পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই ঈমানকে মযবূত করুন! শিরক ও বিদ'আতের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করুন!

করোনা মহামারীর মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্রেফ দ্বীনের মহব্বতে ও সংগঠনের টানে যেসব কর্মী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আল্লাহ্র নামে দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সকাল ৯-টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় ১ম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম স্বাগত ভাষণ দেন। অতঃপর সকাল সাড়ে ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন।

আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়। 'কর্মী গঠনের ধারাবাহিকতা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), 'দাওয়াতী জীবনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?' বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায), 'সাংগঠনিক জীবনে হিংসা ও অংহংকার থেকে বেঁচে থাকার আবশ্যকতা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুরুরুল হুদা (রাজশাহী), 'উন্নত জীবন গঠনে রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত পাঠের গুরুত্ব' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), 'ইখলাছ ও তাক্বওয়া সফলতার চাবিকাঠি' বিষয়ে আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), 'নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলী' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) আলোচনা পেশ করেন।

অতঃপর বাদ জুম'আ বিকাল ৩-টায় কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদের পরিচালনায় ২য় অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য সমূহ আহ্বান করা হয়। তাতে একে একে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, সাতক্ষীরা যেলা

সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও কিশোরগঞ্জ যেলা সভাপতি অধ্যাপক এস.এম. নূরুল ইসলাম সরকার।

অতঃপর বাদ আছর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের পরিচালনায় ৩য় অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে 'আদর্শ সোনামণি গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী), 'যুবচরিত্র সংশোধনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভূমিকা' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সমাজ সংস্কারে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (ঢাকা থেকে অনলাইনে), 'ঐক্যের মানদণ্ড' বিষয়ে খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা থেকে অনলাইনে), 'ইত্তেবা ও তাক্বলীদের মধ্যে পার্থক্য' বিষয়ে মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর অনলাইনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী শাখার দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই, মালয়েশিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন, সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি শফীকুল ইসলাম, কাতার শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল হক এবং সাইপ্রাস শাখার আহ্বায়ক কাছীদুল হক কুতুব।

অতঃপর বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের পরিচালনায় ৪র্থ অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে 'প্রবাস জীবনে দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি' বিষয়ে সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (নওগাঁ), 'সমাজ সংস্কারে দাওয়াতের গুরুত্ব ও আধুনিক মাধ্যম সমূহের ব্যবহার' বিষয়ে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায), 'সাংগঠনিক জীবনে সততা ও আমানতদারিতার গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) বক্তব্য পেশ করেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী নিযামুদ্দীন (নওগাঁ) ও হিফয বিভাগের ছাত্র তাওফীকুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর) রাকীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), নওদাপাড়া মারকাযের ছাত্র ফরীদুল ইসলাম (নাটোর) ও মুহাম্মাদ বখতিয়ার (যশোর)।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :

একই দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) এবং ২০১৯-২১ সেশনের কেন্দ্রের পরিকল্পনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)।

এরপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য আহ্বান করা হয়। সেখানে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলী ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন প্রমুখ।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতি নছীহত ও সমাপনী ভাষণ পেশ করেন। সবশেষে বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

তাবলীগী সভা

বানেশ্বর, রাজশাহী ১৭ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পুঠিয়া থানাধীন বানেশ্বর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের করণীয়' বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক।

শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর

ঢাকা, ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার এক শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরের নির্ধারিত স্থান ছিল খিলগাঁও-ত্রিমোহিনী থেকে নৌপথে গাযীপুর যেলার বড় কয়ের নৌ-ঘাট পর্যন্ত। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকারের নেতৃত্বে 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ মুহসিন আকন্দ, ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রাযযাক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ যায়েদুল হক, দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সু'আদ সহ প্রায় দুইশত কর্মী ও দায়িত্বশীল অত্র সফরে অংশগ্রহণ করেন। সফরকারীগণ সকাল ৯-টায় ঢাকার ত্রিমোহিনী থেকে নৌ-ভ্রমণে দৃষ্টি নন্দন দ্বিতল লঞ্চে গাযীপুরের বড় কয়ের নৌ-ঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

অতঃপর তাসলীম সরকার-এর উপস্থাপনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে ছিল সোনামণিদের কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাতের ইক্বামত প্রতিযোগিতা, জাগরণী পরিবেশন ও ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা। যেখানে ছিল ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় প্রশ্নোত্তর, যা স্থানীয় মুছল্লী ও শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও নতুন কিছু শেখার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। এছাড়া ছিল 'জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব' সহ নানা বিষয়ে ৩ মিনিটের উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

দুপুর সাড়ে ১২-টায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সফরকারীগণ স্থানীয় জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। অতঃপর স্থানীয়দের মাঝে মাসিক আত-তাহরীক চলতি ও পুরাতন সংখ্যা, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, জিহাদ ও ক্বিতাল, মৃত্যুকে স্মরণ বই সহ বিপুল পরিমাণ লিফলেট বিতরণ করেন।

অতঃপর এলাকা পরিদর্শন ও দুপুরের খাবার গ্রহণের পর একই মসজিদে আছরের ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মসজিদের মুছল্লীদের মাঝে সংগঠনের গুরুত্ব ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতার নানা দিক নিয়ে

ধারাবাহিক আলোচনা প্রদান করেন যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অতঃপর ফিরতি পথে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রাত ৯-টায় সফরকারীগণ সুষ্ঠুভাবে ত্রিমোহিনী পৌঁছে যান।

প্রশিক্ষণ

কেশবপুর, যশোর ৯ই আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কেশবপুর উপযেলা শহরস্থ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কেশবপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আসাদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

ইত্যা, মণিরামপুর, যশোর ১৪ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন ইত্যা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আ.ন.ম বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

জামানপুর, কেশবপুর, যশোর ২০শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কেশবপুর উপযেলাধীন জামানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামানপুর-উত্তর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুত্বালিব বিন ঈমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের তৃতীয় তলার হলরুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আইয়ূব আলী সরকার।

যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ২৮শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে 'যুবসংঘ'-এর ২০২০-২০২২ সেশনের সভাপতি হিসাবে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে পুনরায় মনোনীত করা হয়। বাদ মাগরিব 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে নবমনোনীত সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী) ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

অতঃপর ১০ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর কেন্দ্রীয় কমিটির ২০২০-২০২২ সেশনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঘোষণা করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত নবমনোনীত সদস্যদের বায়'আত গ্রহণ করেন। কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ হ'লেন সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী), সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর (কুমিল্লা), অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী), প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর (জয়পুরহাট), তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (বগুড়া), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল (রাজশাহী), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী)।

মসজিদ উদ্বোধন

বোহাইল, শাহজাহানপুর, বগুড়া ২১শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন বোহাইল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব জুম'আর খুৎবা ও ছালাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদটির উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত জুম'আ পরবর্তী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ আবুল বাশার। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক, শাহজাহানপুর উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব সোহরাব হোসাইন, খোট্টাপাড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-ফারূক, নশীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নযরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মসজিদ কমিটির সদস্য ও বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুলের শিক্ষক আব্দুল হামীদ। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার শফীকুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রঊফ (নশীপুর), যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রঊফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, শাহজাহানপুর উপযেলা সভাপতি হাবীবুর রহমানসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। স্থানীয় ও বহিরাগত বিপুল সংখ্যক মুছল্লী এই মসজিদটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

বড়পাথার ও বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া ২১শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার শাজাহানপুর উপযেলার বড়পাথার বালিয়াদিঘী মাদ্রাসাতুল হাদীছ ও বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি উভয় মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উভয় মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রউফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান (সবুজ), শাহজাহানপুর উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

বাংড়া, শেরপুর, বগুড়া ২১শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়ার শেরপুর উপযেলার নবনির্মিত বাংড়া মা'হাদুল উলূম মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ সময় মাদরাসা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানান মাওলানা হাফেয মতীউর রহমান এবং মাওলানা রফীকুল ইসলামসহ সংগঠনের স্থানীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল।

সোনামণি

কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন কাঁকনহাট হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীতে গোদাগাড়ী উপযেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ইমাম হোসাইন ও গোদাগাড়ী উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক কামাল হোসাইন।

আল-'আওন

পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২৪শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মোহনপুর থানার অন্তর্গত পিয়ারপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর আবাসিক শিক্ষক মীনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছির, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘ-এর সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংএ ৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১১ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

গোলাপবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৪ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টা থেকে যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত টিএন্ডটি সংলগ্ন গোলাপবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা 'আল-'আওন' ও 'যুবসংঘ' এর উদ্যোগে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ২০২০ প্রজেক্টরের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় ও পাশাপাশি আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংএ ৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৮ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার যেলা আল-'আওনের উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং একই দিনে 'আল-'আওনে'র গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা কমিটিও গঠন করা হয়।

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ ৩০শে আগস্ট রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বেলকুচি থানার অন্তর্গত মুকুন্দগাঁতীর ছিদ্দীক প্লাজা মার্কেট প্রাঙ্গনে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আল-আওন'-এর সভাপতি ডা. জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক সজীব ও 'যুবসংঘ' বেলকুচি উপযেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুক প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৫জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মধ্য পুঠিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পবা, রাজশাহী ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পবা থানার অন্তর্গত মধ্য পুঠিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ২৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৭ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

[উল্লেখ্য যে, গত জুলাই ও আগস্ট মাসে আল-'আওন কেন্দ্র থেকে মোট ৪৫ ব্যাগ এবং ১৬ টি যেলা থেকে মোট ১৪৯ ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে]

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ২ জন 'ট্যালেন্টপুল' এবং ২ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ৪ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারীরা হচ্ছে- কাওছার আহমাদ (রাজশাহী) ও সুমাইয়া আখতার (গাইবান্ধা)। সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভকারীরা হচ্ছে- মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম (নাটোর) ও ইরফানুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

পুকুরে ডুবে মারকায ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ১ম শ্রেণীর ছাত্র মিছবাহুল হক (৮) গত ২রা আগস্ট ২০২০ নওগাঁ যেলার নিয়ামতপুর থানাধীন মাকলাহাট গ্রামের বাড়ীতে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। ঐদিন সন্ধ্যা ৬-টায় নিজ গ্রামে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার পিতা আল-মামূন জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ইতিপূর্বে জনাব মামূনের ১১ মাস বয়সী কন্যা আঞ্জুমও ভাতের মাড়ে দগ্ধীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যু সংবাদ অবগত হওয়ার পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-

গালিবের পক্ষ থেকে মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম মরহুমের পিতাকে ফোন করে আন্তরিক সমবেদনা জানান।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

মৃত্যু সংবাদ

১. ঢাকার মোহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (৭২) গত ২৯শে জুলাই বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০-টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ধানমণ্ডির আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ ফজর আল-আমীন জামে মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ইমামতি করেন আল-আমীন জামে মসজিদের অন্যতম খতীব ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। জানাযা শেষে তাকে মিরপুরের রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, আল-আমীন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ছিল দ্বীনের জন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেদমত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রসারে তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল স্মরণযোগ্য। আহলেহাদীছ আলেমদের পদচারণার মাধ্যমে আল-আমীন মসজিদকে তিনি এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যা হকের আওয়াজকে সর্বমহলে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, যে কোন মূল্যে হককে আঁকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের মধ্য থেকে খতীব নির্বাচন করতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করতেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উপদেষ্টা ও আদিতমারী থানাধীন চৌরাহা ইশা'আতে ইসলাম মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ হোসাইন মিয়া (৭০) গত ৫ই আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় আদিতমারী থানাধীন চৌরাহা ইশা'আতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসা ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার তৃতীয় পুত্র এ. কে. এম মামূনুর রশীদ। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত সকাল সাড়ে ১১-টায় ডাইমের চওড়া ইদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও তার বড় জামাতা কাযী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ। জানাযা শেষে তাকে তার নিজ গ্রাম বারঘরিয়ার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মিয়াঁ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ-এর বড় বোন এবং রংপুর যেলার পীরগঞ্জ থানাধীন চকবরখোদা অনন্তরাম দারুস সালাম মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা মুসাম্মাৎ রাবেয়া বেগম (৬৩) প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থেকে গত ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ ফজর নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও ২ পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ যোহর চকবরখোদা ঈদগাহ ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছোট মির্যাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত বিকাল সাড়ে ৩-টায় নিজ গ্রাম কাশিয়াড়াস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমামতি করেন মাওলানা মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছসহ এলাকা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

৪. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উপদেষ্টা ও কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সিনিয়র মৌলভী শিক্ষক **মাওলানা শরাফত আলী** (৬৫) গত ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার রাত পৌনে ১১-টায় কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৬ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ১১-টায় কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার একমাত্র পুত্র ও অত্র মাদ্রাসার আলিম ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ ইবরাহীম। জানাযা শেষে তাকে তার নিজ গ্রাম কোরপাইয়ের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা যয়নুল আবেদীন, সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হারেছ মিঁয়া, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আহমাদুল্লাহসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অসুস্থ থাকায় যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ জানাযায় উপস্থিত হতে পারেননি।

৫. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার প্রধান উপদেষ্টা **ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহান** (৬৮) গত ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল সোয়া ৮-টায় কিডনীজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। একই দিন রাত সাড়ে ৯-টায় রংপুর শহরের মেডিকেল মোড়ে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থ জামে'আ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুল হক সালাফী। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত রাত ১১-টায় হারাগাছের মৌভাষা শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। জানাযা শেষে তাকে মৌভাষার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অত্র জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশারসহ রংপুর, লালমণিরহাট এবং দিনাজপুর-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

জানাযা ও দাফন শেষে আমীরে জামা'আত শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থ পায়রা চত্বর সংলগ্ন ডাঃ শাহজাহান ছাহেবের বড় জামাইয়ের আবাসিক হোটেল 'নর্থ ভিউ'তে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন ভোর ৫-৫৫ মিনিটে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানকে দেখার জন্য যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় তিনি গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন গোলাপবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

[স্মৃতি : আজ বড় দুঃখের সাথে মৃত্যুর খবর লিখতে হচ্ছে এমন দু'জন ব্যক্তির, যারা ছিলেন সংগঠনপ্রাণ, নিরহংকার, সদালাপী ও খোলা মনের মানুষ। যাদের বাহিরটা দেখলে ভিতরটা চেনা যেত সহজে। যাদের সঙ্গে পরিচয় কাছাকাছি সময়ে এবং মারাও গেলেন দু'জনে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে। একজন হ'লেন রংপুর শহরের নামকরা সার্জারী চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মাদ শাহজাহান এমবিবিএস, বিএইচএস (আপার), পিজিটি জেনারেল সার্জারী ও গাইনী, মালিক হারাগাছ ক্লিনিক, ধাপ মেডিকেল মোড়, রংপুর। অন্যজন হ'লেন ঢাকা সাভারের বেক্সিমকো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন চক্রবর্তী টেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দাতা ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস (হোমিও)।

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহজাহানকে আগে কখনো দেখিনি। তবে রংপুর যেলা 'যুবসংঘে'র ছেলেদের মুখে তার প্রশংসা শুনতাম যে, উনি ছিলেন আত-তাহরীকের ভক্ত পাঠক। তাদেরকে উনি সর্বদা উৎসাহিত করতেন। ২৯.১১.২০১২ তারিখে রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত যেলা সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে সেখানে পৌঁছানোর পর জানতে পারলাম বিরোধী আলেমদের চক্রান্তে পুলিশ প্রশাসন সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তখন আমরা ১০ কি.মি. দূরে হারাগাছ চলে যাই এবং সেখানে দ্রুত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই কাউনিয়া থানার পুলিশ গিয়ে বাধা দেয়। তখন স্থানীয় দরদী দারুস সালাম আহলে হাদীছ জামে মসজিদে বাদ এশা ভাষণ শুরু হয়। মসজিদের ছাদে স্থাপন করা মাইকের হর্ণ সমূহের মাধ্যমে বাইরে অপেক্ষারত বিপুল সংখ্যক শ্রোতা বক্তৃতা শোনেন। রংপুর ও পার্শ্ববর্তী যেলাসমূহ থেকে আগত কর্মীবৃন্দ ছাড়াও হারাগাছের স্থানীয় জনগণের ভিড়ে মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় সাবেক এমপি শাহ আলম ও ডাঃ শাহজাহান-এর গাড়ী উক্ত ভিড়ের মধ্যে আটকে যায়। ভাষণ শেষে কাছে ভিড়তে না পেরে তিনি যেলা সভাপতির কাছে দাওয়াত দিয়ে যান আমাদেরকে তাঁর শহরের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেমতে আমরা তিন মাইক্রো ভরে রাত ১১-টার দিকে তাঁর শহরের বাড়ীতে পৌঁছি। সেখানেই তাঁর ক্লিনিকে আমাদের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর উদার ব্যবহারে ও বিনয়ী আচরণে আমরা মুগ্ধ হই। অতঃপর তাঁর ৮ তলা ভবনের উপরতলায় তাঁর পরিবারকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী প্রোগ্রাম হয়। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা দিনাজপুরের 'তের মাইল' গিয়ে রাত্রি যাপন করি। পরদিন পঞ্চগড় সফর সেরে রাজশাহী প্রত্যাবর্তনের পথে দিনাজপুরের কাহারোলে আরেকটি সম্মেলনে যোগদান শেষে পরদিন সকাল ৭-টার দিকে আমরা মারকাযে পৌঁছি।

দাওয়াতী কাজে বাধা দান সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়তা দেখে এবং পরে আত-তাহরীকে বিস্তারিত রিপোর্ট (জানুয়ারী ২০১৩) পড়ে ও নিজ যেলার কর্মীদের কাছে শুনে তিনি আপ্লুত হন।

অতঃপর ২০১৫ সালে প্রথমদিকে একদিন আত-তাহরীক অফিসে পত্রিকা কিভাবে ছাপানো হয় সে ব্যাপারে তিনি সরাসরি খোঁজ নেন। কিছুদিন পর এপ্রিলের এক বিকেলে রংপুর 'যুবসংঘে'র একজন কর্মীকে সাথে নিয়ে নিজস্ব প্রাইভেট কারে হঠাৎ মারকাযে এসে উপস্থিত হন। অতঃপর একটি সাধারণ শপিংব্যাগ ভর্তি টাকার ব্যাণ্ডেল টেবিলে ঢেলে দিয়ে বললেন, শুনলাম সংগঠনের নিজস্ব প্রেস নেই। আমাদের এ দানটুকু গ্রহণ করুন! বের হবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমার স্ত্রীর জন্যও দো'আ করবেন, এর মধ্যে তার মোহরানার দু'কাঠা জমি বিক্রির টাকাও আছে। পরে তিনি আবারও টাকা পাঠান এবং এ কথা কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১১ই আগস্ট জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত প্রথম তাঁর নাম প্রকাশ করেন ও দো'আ করেন।

হ্যাঁ, সেই বিপুল অর্থের সাথে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, সঊদী আরব শাখা' ও অন্যান্যদের প্রদত্ত অনুদান মিলিয়ে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস'-এর জন্য একটি উন্নতমানের মেশিন এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য মেশিনারীজ খরীদ করা হয়। যার মাধ্যমে হাদীছ ফাউণ্ডেশনের সমস্ত বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সাথে সাথে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর এবং অন্যান্যদের আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তহীন নেকী। তাঁর অছিয়ত মোতাবেক আমরা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন- আমীন! (স.স.)]

৬. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের মা মুসাম্মাৎ আনীসা বেগম (৮৪) গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ৬ পুত্র ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন রাত সাড়ে ৯-টায় রসূলপুর ফুটবল মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার চতুর্থ পুত্র ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও সীমান্ত কলেজের প্রিন্সিপাল আযীযুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল মুহিদুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আহসান, 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সাতক্ষীরা পৌর মেয়র তাসকীন আহমাদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি নূরুল ইসলাম, আহসানিয়া মিশনের প্রিন্সিপাল আব্দুল মজীদ, বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

৭. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা ও গাযীপুর যেলার চক্রবর্তীটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দাতা **ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস** (৮৫) নিজস্ব প্রাইভেট কারে রাজশাহী থেকে কুষ্টিয়া জামাইয়ের বাড়ী হয়ে ঢাকা ফেরার পথে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ৬-৪০ মিনিটে গাযীপুরের চন্দ্রা এলাকায় পৌঁছে গাড়ীর মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ৩ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন দুপুর আড়াইটায় চক্রবর্তীটেক সিনক্যাপ হাইস্কুল মাঠে তার প্রথম

জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমান রহীম।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার, গাযীপুর যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সহ-সভাপতি ডা. ফযলুল হকসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত বাদ মাগরিব মিরপুর-৬ বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি তার ভাতিজা ও অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল হাফীয। জানাযা শেষে তাকে মিরপুর-১১ 'জান্নাতুল মাওয়া' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দ্বিতীয় জানাযার পর আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ সাখাওয়াত হোসায়েন তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে মাইয়েতের মীরপুরের বাড়ীতে যান। অতঃপর তাদের নিকট মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সালাম ও সমবেদনা পৌঁছে দেন। অতঃপর মাইয়েতের সঙ্গে সংগঠনের সুসম্পর্ক বিষয়ে তিনি ও জনাব আযীমুদ্দীন স্মৃতিচারণ করেন। শেষে সবার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তারা ঢাকায় ফিরে আসেন।

[স্মৃতি : ২০১৬ সালে সাভারের জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে আমরা যোগদান করি। মসজিদের পাশেই মুতাওয়াল্লী জনাব ফযলুর রহমানের বাড়ীতে আমরা কর্মীদের কুশল বিনিময়ের সাথে সাথে সাংগঠনিক কাজের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন মুরব্বী প্রবেশ করলেন ও কাছে এসে মুছাফাহা করলেন। উনি কিছুক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনলেন। সম্ভবতঃ কর্মীরা ওনাকে কিছু বই হাদিয়া দিল। সে বছরেই আগষ্টের কর্মী সম্মেলনে উনি রাজশাহী মারকাযে এলেন তিন ছেলেকে নিয়ে। পরের বছর ২০১৭ সালে আবার একই রূপ অনুষ্ঠানে গেলাম। এবার তিনি বহুক্ষণ আমাদের সাথে কথা বললেন। অতঃপর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন চক্রবর্তীটেক মহল্লায় উন্নতমানের জামে মসজিদ ও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পৃথক একটি ঘর সংগঠনের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। ফলে ঢাকা ফেরার পথে ঐ রাতেই আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম ও মসজিদটি দেখলাম। আমরা তাঁকে সেখানে পরিবেশ তৈরীর পরামর্শ দিয়ে ফিরে এলাম। পরে তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন এবং ২০১৮ সালের ৯ই মার্চ তারিখে জুম'আ আদায়ের মাধ্যমে আমরা মসজিদটি উদ্বোধন করলাম। যে অনুষ্ঠানে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

মূলতঃ এরপর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদটি আহলেহাদীছ তরীকায় পরিচালিত হতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই স্থানীয় বিদ'আতী ইমাম ও মৌলভীদের ষড়যন্ত্রে মসজিদটি বেদখল হয়ে যায়। আহলেহাদীছ ইমামকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে ও স্থানীয় আহলেহাদীছ মুছল্লীদের হুমকি ধমকি দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় তারা মসজিদটি দখল করে নেয়। এরপর থেকে মসজিদের দাতা ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস নিজের গড়া মসজিদে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর ছালাত আদায় করতে পারেননি। বিদ'আতীদের হিংস্রতার কারণে এই কষ্ট নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

এরপর থেকে যতবার ঢাকায় গিয়েছি, ততবার তিনি গাড়ী নিয়ে আমাদের সাথী হয়েছেন। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও মারকাযে এসে তাঁর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের বহু ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী এবং শেখ মুজিব, খালেদা জিয়া, গোলাম আযম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের অভিজ্ঞতা শুনান। তিনি বলেন, সকলেই তাঁকে এমপি বানাতে চেয়েছেন; কিন্তু তিনি রাযী হননি। কারণ দলীয় রাজনীতির ভিতর-বাহির তাঁর নখদর্পণে ছিল। তাই মায়ের দেওয়া এক টাকা নিয়ে ঢাকায় পত্রিকার হকারী থেকে কর্মজীবন শুরু করা এই ব্যক্তিটি কখনোই অসৎ উপায়ে কিছুই উপার্জন করেননি বলে জানান। সবশেষে মোট ১১টি বাড়ী ও অনেক জমি-জমার মালিক হয়ে মারা গেলেন। আমাদের সংগঠনকেই তিনি স্বস্তির জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের সর্বশেষ জুম'আটি তিনি মারকাযে এসে আদায় করেন। তারপর শনিবার মাগরিব থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত তিনি দারুল ইমারতে ছিলেন উচ্ছল ও সদা চঞ্চল ব্যক্তি হিসাবে নিজের বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ ও আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে। সাথে সাথে ৩০টি স্বরচিত কবিতা নিজে আমাদের শুনান ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী লিখে নেন। কে জানত যে, এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমাদের সর্বশেষ সাক্ষাৎ! কে জানত যে, মারকাযেই ছিল তার জীবনের সর্বশেষ জুম'আ এবং এটাই ছিল তার জীবনে আমীরে জামা'আতের সর্বশেষ খুৎবা শ্রবণ! আল্লাহ তাঁর গুনাহ-খাতা মাফ করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে সর্বোচ্চ স্থান দান করুন-আমীন! (স.স.)]

মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী-এর মৃত্যু

নেপালে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ-এর রেক্টর, উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর সেক্রেটারী ও মাসিক 'আস-সিরাজ' পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত আলেম ও বাগ্মী মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী (৬১) গত ২৩শে আগস্ট'২০ রবিবার দিবাগত রাত ১-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*।

মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী ১৯৫৯ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর যেলার উত্তরীবাজারে এক বিখ্যাত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুল হান্নান ফায়যী ও দাদা মাওলানা মুহাম্মাদ যামান রহমানী (১৯০২-১৯৭৮) উভয়েই জামে'আ সিরাজুল উলূমের দীর্ঘদিনের শিক্ষক ছিলেন। উত্তরীবাজারের বাহরুল উলূম মাদ্রাসায় মাওলানা সালাফীর শিক্ষাজীবনের হাতে খড়ি হয়। এরপর জামে'আ সিরাজুল উলূমে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। ১৯৮২ সালে তিনি জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস থেকে ফারেগ হন। কওমী মাদ্রাসার পাশাপাশি তিনি সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মৌলভী, আলেম ও ফাযেল ডিগ্রী এবং লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে আরবীতে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি ২৪ বছর সিরাজুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। আল-হুদা (দারভাঙ্গা), আল-ইসলাম (দিল্লী), তারজুমান (দিল্লী), তানবীর (বেনারস), নূরে তাওহীদ (ঝাণ্ডানগর) ও আস-সিরাজ (ঝাণ্ডানগর) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, তুহফায়ে রামাযান আল-মুবারক, মানাসিকে হজ্জ, ওমরা ওয়া কুরবানী, মুখতাছার আদাবে হজ্জ ওয়া ওমরা ওয়া যিয়ারাত (উর্দূ ও হিন্দী), মু'আল্লিমে নামায (উর্দূ ও হিন্দী) প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। রেডিও নেপাল-য়ে 'রোশনী' শিরোনামে তাঁর বক্তব্য প্রচারিত হ'ত। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

[মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ডক্টরেট থিসিসের জন্য স্টাডি ট্যুরে ৭.২.১৯৮৯ তারিখে মাদ্রাসা সিরাজুল উলূম পরিদর্শন করেন- সম্পাদক।]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : ছালাতে কাতার সোজা করা এবং কাতারের ধারাবাহিকতা তথা ইত্তিছালুছ ছুফূফ বজায় রাখার বিধান ও হুকুম সম্পর্কে জানতে চাই।

-মশীউর রহমান, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতে কাতার সোজা করা ওয়াজিব *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩, ৭/৩-১৩)*। রাসূল (ছাঃ) একাধিক হাদীছে কাতার সোজা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৭২৩; মুসলিম হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১০৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার নিকটে তোমাদের সবচাইতে অপসন্দনীয় বিষয় হ'ল কাতার বাঁকা করা' *(বুখারী হা/৭২৪)*। অনুরূপভাবে একটি কাতারের সাথে আরেকটি কাতার মিলিয়ে দাঁড়ানোও ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৫৫৯, ২৩/৩৯৬, ২৩/৪০৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কাঁধগুলি সমান কর ও ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন জায়গা খালি ছেড়োনা'। 'কেননা আমি দেখি যে, শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় (كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) তোমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে' *(আবুদাউদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯৫)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রহমতে মিলিয়ে দেন, আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন *(আবুদাউদ হা/৬৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯৫)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, জামা'আতে ইমামের ইকতেদা করার জন্য দু'টি শর্ত; তাকবীর শ্রবণ করা ও কাতারের সাথে কাতার মিলিয়ে রাখা। অবশ্য কেউ কেউ ইমামকে দেখতে পাওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, যা সঠিক নয়। অতএব যদি কাতার দীর্ঘায়িত হয়ে মসজিদের বাইরে চলে আসে, তবে তাতে যুক্ত হয়ে দোকান বা বাযার থেকে ইমামের অনুসরণ করায় কোন বাধা নেই' *(আশ-শারহুল মুমতে' ৪/২৯৭-৩০০)*।

প্রশ্ন (২/২) : সূরা আহযাবের ৫২ আয়াতে এসেছে 'এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে'। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তো এরপরেও বিবাহ করেছেন। এর ব্যাখ্যা কি?

-মারূফ রায়হান, লালমণিরহাট।

উত্তর : উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন বিবাহ করেননি *(ইবনু কাছীর ৬/৩৯৬; তাফসীর ঐ আয়াত দ্রঃ)*। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-সহ বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের মতে, উক্ত আয়াতটির হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে পূর্ববর্তী ৫১ আয়াত দ্বারা। কেননা উম্মে সালামাহ ও আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়নি সব মহিলাকে তার জন্য হালাল করা ব্যতীত *(তিরমিযী হা/৩২১৬ প্রভৃতি; ছহীহাহ হা/৩২২৪)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : জনৈক ব্যক্তি ডাক বিভাগে কাজ করে। তার অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ হ'ল সুদভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের হিসাব রাখা এবং গ্রাহক মারা গেলে তার স্বজনরা কতটাকা সুদ পাবে তার হিসাব রাখা। তার চাকুরী জায়েয হবে কি?

-ইব্রাহীম, ধামরাই, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ডাক বিভাগ কোন সূদী প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় এতে চাকুরী করা হালাল। তবে যে বিভাগটি সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত কাজ করে সেখানে কাজ করা নিষিদ্ধ। কেননা সরাসরি সূদী লেনদেন বা হিসাবাদির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন কোন কর্মে নিযুক্ত হওয়া হারাম *(আলে ইমরান ১৩০; বুখারী হা/২০৮৬)*। সুতরাং অন্য কোন বিভাগে যাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে, নতুবা সেখানে চাকুরী করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৪/৪) : একই পাপ বারবার করছি আর তওবা করছি। কিন্তু কোনক্রমেই ছাড়তে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মনযূরুল ইসলাম

পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : একই পাপ একাধিক বার করা জঘন্য অন্যায়। এতে এক সময় ব্যক্তি পাপের অনুভূতিশূন্য হয়ে যায় এবং তওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকবে এবং প্রতিমুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করবে ও তওবা-ইস্তিগফার করবে। যদি খালেছ নিয়তে তওবা করে তবে তা কবুলযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক বান্দা গোনাহ করল। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গোনাহ করে ফেলেছি। তাই আমার গোনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (সে যদি জেনে-বুঝে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে) তাহ'লে আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল বিরত থাকার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হ'ল এবং একইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ একই জবাব দিয়ে আবারো তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার কিছুদিন পর তৃতীয়বারের মত গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেবারও তার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলেন' *(বুখারী হা/৭৫০৭; মুসলিম হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/২৩৩৩)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, বান্দা যদি একশ' বার বা হাযার বার বা তার চেয়ে বেশীবারও পাপ করে আর প্রত্যেকবার তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২৭৫৭, ১৭/৭৫; ফাৎহুল বারী ১৩/৪৭২)*। অতএব নিরাশ না হয়ে পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় ইচ্ছার সাথে তওবা করতে হবে। সাথে সাথে সৎ ও নেককার

মানুষদের সাথে উঠা-বসা করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর দীদার লাভের কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : মূসা (আঃ) মালাকুল মউতকে থাপ্পড় মেরে তার এক চোখ কানা করে দিয়েছিলেন- এর ব্যাখ্যা কি?

-ডা. রফীক হাসান, নলতা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মালাকুল মউত মূসা (আঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাকে থাপ্পড় মেরে চোখ নষ্ট করে দেন মর্মে ঘটনাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছটি নিম্নরূপ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মালাকুল মউত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসেন তাঁর জান কবয করার জন্য। তখন তিনি তাকে থাপ্পড় মারেন। ফলে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন মালাকুল মউত তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং বলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন, যিনি মরতে চান না। আল্লাহ তার চোখ ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি পুনরায় যাও এবং তাকে বল, আপনি কতদিন বাঁচতে চান? অতঃপর তুমি একটি ষাঁড়ের দেহে হাত রেখে বলবে, এর মধ্যে যত লোম আছে ততদিন আপনার হায়াত বৃদ্ধি করা হবে। তিনি বললেন, অতঃপর কি হবে? তিনি বললেন, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। তখন মূসা বললেন, তাহ'লে এখুনি হৌক। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বে নিয়ে যাও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সেখানে থাকতাম, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে রাস্তার ধারে সেই লাল ঢিবির স্থানটি দেখিয়ে দিতাম' *(বুখারী হা/৩৪০৭; মুসলিম হা/২৩৭২; মিশকাত হা/৫৭১৩)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু খুযায়মাহ (রহঃ) বলেন, অনেক বিদ'আতী ব্যক্তি এই হাদীছকে অস্বীকার করে। তারা বলে, মূসা (আঃ) যদি তাকে চিনে থাকেন, তাহ'লে তিনি তাকে হীন গণ্য করেছেন। আর যদি না চিনে থাকেন, তাহ'লে তার ক্বিছাছ নেওয়া হ'ল না কেন? এর উত্তর এই যে, আল্লাহ ঐ সময় মূসার রূহ কবয করার জন্য পাঠাননি, বরং তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর মূসা মালাকুল মউতকে থাপ্পড় মেরেছিলেন এজন্য যে, তিনি মনুষ্যবেশে বিনা অনুমতিতে তার গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। যেভাবে দু'জন ফেরেশতা ইব্রাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে এসেছিলেন অচেনা মানুষের বেশ ধরে। ফলে ইব্রাহীম (আঃ) তাদের আপ্যায়নের জন্য বাছুরের ভুনা গোশত নিয়ে আসেন *(যারিয়াত ৫১/২৪-২৮)*। আর লূত (আঃ) তাদের উপর নিজের সমকামী সম্প্রদায়ের হাতে ইয্যত হারানোর ভয় পেয়েছিলেন *(হূদ ১১/৮০-৮১)*। আর বিদ'আতীদের দাবী অনুযায়ী একজন ফেরেশতা কিভাবে মানুষের কাছ থেকে ক্বিছাছ নিতে পারেন? অন্য বিদ্বানগণ বলেন, মালাকুল মউত তাকে এখতিয়ার না দিয়ে জান কবয করতে উদ্যত হওয়ায় মূসা (আঃ) তাকে থাপ্পড় মারেন। কেননা নবী-রাসূলগণকে মৃত্যুর আগে এখতিয়ার দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) স্বীয় মৃত্যুকালে বলেন, 'কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তাঁকে (দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে) একটিকে বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৪৪৩৫; মুসলিম হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪)*। কিন্তু মালাকুল মউত মূসা (আঃ)-কে সে এখতিয়ার নেওয়ার সুযোগ দেননি *(ফাৎহুল বারী হা/৩৪০৭-এর আলোচনা, ৬/৪৪২ পৃ.)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন, মালাকুল মউত অচেনা মানুষের বেশ ধরে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। সেকারণ মূসা (আঃ) তাকে থাপ্পড় মারেন। এটাই হ'ল সুন্দর ব্যাখ্যা *(কুরতুবী, তাফসীর মায়েদাহ ২১ আয়াত, ৬/১৩২)*। সর্বোপরি ফেরেশতা অদৃশ্য সত্তা। তাকে থাপ্পড় মারা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়; যদি না তিনি মনুষ্যবেশে আগমন করেন। সর্বোপরি বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও অপ্রয়োজনীয়। কেননা লৌকিক জ্ঞান দিয়ে কোন অলৌকিক বিষয়কে ব্যাখ্যা করা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৬/৬) : স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত-মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-ইহসান ইলাহী যহীর, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে স্ত্রীর নিকট স্বামী অনেক মর্যাদাশীল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সর্বদা স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। জনৈক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কথা বলা সম্পন্ন করলে তিনি তাকে বললেন, 'হে অমুক মহিলা! তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? সে বলল, আমি তার আনুগত্য ও খেদমতে কমতি করি না। তবে যেটা করতে অসমর্থ হই তা ব্যতীত। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, তুমি খেয়াল রেখ যে, তুমি তার হৃদয়ের কোথায় অবস্থান করছ? কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম *(আহমাদ হা/১৯০২৫; ছহীহাহ হা/২৬১২)*।

অন্যত্র এসেছে, মু'আয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে সিজদা করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে মু'আয! এ কী? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, তথাকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সিজদা করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তা করো না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর হক আদায় করতে সক্ষম হবে না *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৫২৯৫)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : অভিভাবকদের মত হ'ল, চাকুরী না পেলে বিবাহ নয়। অন্য দিকে চাকুরী পেতে পেতে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় বা বহু পাপের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয়। এক্ষণে

গোপনে বিবাহ করা কি জায়েয? বিবাহের সংবাদ ঘোষণা করা কি যরূরী? গোপন রাখলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-নিয়ায মোর্শেদ, দস্তানাবাদ, নাটোর।

উত্তর : বিবাহের ঘোষণা দেওয়া ও প্রচার করা যরূরী *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/১০২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের সংবাদ প্রচার কর, তোমরা বিবাহের সংবাদ প্রচার কর। কেননা এটি এমন সম্বন্ধ, যা ব্যভিচার নয় *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৫২৯; ছহীহাহ হা/১৪৬৩)*। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মেয়ের পিতা ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ হ'লেই বিবাহ সিদ্ধ হবে। কারণ বিবাহের জন্য এই তিনটি বিষয় আবশ্যিক *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; ইরওয়া হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ)*। স্মর্তব্য যে, গোপন বিবাহের নামে যদি কেউ প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ করে বা মেয়ের ওলী ব্যতীত বিবাহ হয়, তবে তা বাতিল হবে *(তিরমিযী হা/১১০২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : তাহাজ্জুদ সহ যেকোন নফল ছালাত স্ত্রীর সাথে জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে কি?

-সা'দ আহমাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : তাহাজ্জুদ সহ যেকোন নফল ছালাত স্ত্রীর সাথে জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে। তবে স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে (অর্থাৎ আমার ভাই) নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম (রাঃ) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন *(বুখারী হা/৭২৭; মিশকাত হা/১১০৮)*। তবে এটি নিয়মিত করা উচিৎ হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এমন আমল মাঝে-মধ্যে করেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪১৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : কুরবানীর গোশত তিনভাগ করার ব্যাপারে শারঈ নির্দেশনা আছে। কিন্তু আক্বীক্বা বা সাধারণভাবে পশু যবেহ করলেও তিনভাগ করতে হবে কি?

-মাজেদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : কুরবানীর গোশতের ন্যায় আক্বীক্বার গোশতও তিনভাগ করা উত্তম। তবে কেউ যদি মনে করে পুরো গোশত রান্না করে নিজে ও আত্মীয়-স্বজন মিলে খাবে, তাতেও কোন দোষ নেই। ইবনু জুরাইজ বলেন, আক্বীক্বার গোশত রান্না করে নিজে খাবে, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াবে। এখান থেকে কোন কিছু ছাদাক্বা করার প্রয়োজন নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৬৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : আমি ছালাতে গিয়ে দেখি ইমাম রুকূ অবস্থায়। ছালাতে অংশগ্রহণ করেই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করি। এরই মধ্যে ইমাম রুকূ থেকে উঠে যান। আমি সেটিকে রাক'আত ধরে ছালাত সম্পন্ন করি। পরে জানতে পারি যে উক্ত রাক'আত হয়নি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মাহদী হাসান, হালসা, নাটোর।

উত্তর : রুকূ না পাওয়ার কারণে সে রাক'আত পায়নি। এক্ষণে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত ওয়াক্তের ফরয ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ সে ওয়াক্তের মধ্যে সেই ছালাতের বাকী অংশ আদায় করেনি। কারো যদি এক রাক'আত ছালাত ছুটে যায় এবং সালাম ফিরিয়ে নেয় আর ওয়াক্তের মধ্যে মনে হয় তাহ'লে যে রাক'আত বা রুকন ছুটেছে তা আদায় করে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেই যথেষ্ট হবে। আর যদি ছুটে যাওয়া রাক'আত বা রুকনের বিষয়ে ওয়াক্তের পরে স্মরণ হয় তাহ'লে উক্ত ওয়াক্তের ফরয ছালাত সম্পূর্ণ আদায় করতে হবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১১৪, ১/৬৯৩; শায়খ উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯৩৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : ঈদায়নের ছালাতের ২য় রাক'আতে উঠে বুকে হাত বেঁধে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে না-কি তাকবীর শেষে হাত বাঁধবে?

-আল-মামূন, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হাত বুকে রাখতে হবে। কারণ এটিই ছালাতের মৌলিক অবস্থান। সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, 'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবু হাযেম বলেন যে, ছাহাবী সাহ্ল বিন সা'দ এই আদেশটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই আমি জানি' *(বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/১০২ পৃ., হা/৭৪০)*। ওয়ায়েল ইবনু হুজর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*। সুতরাং সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে প্রথমে বুকে হাত বাঁধবে। অতঃপর প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।

প্রশ্ন (১২/১২) : আমাদের কারখানায় বিদেশী নারীদের নানা ডিজাইনের শরী'আত বিরোধী পোষাক বানাতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-শরীফ হোসাইন, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : অশ্লীলতা প্রকাশ করে এমন পোশাক বানানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে অন্যায় কাজে সহায়তা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। শালীন পোষাক যেমন নিজে পরবে, তেমনি অন্যকে পরতে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : নারীদের জন্য বাইরে পরা নিষিদ্ধ পোষাক যেমন গেঞ্জি, স্কার্ট ইত্যাদি গৃহাভ্যন্তরে পরা জায়েয হবে কি?

-কল্পনা, সাভার, ঢাকা।*
*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : এসব পোষাক গৃহাভ্যন্তরে কেবল স্বামীর সামনে পরা জায়েয। সন্তান ও অন্যান্য মাহরামের সামনে নয়। কেননা নারীর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশকারী পোষাক কেবল স্বামী ব্যতীত অন্যের সামনে পরিধান করা নিষিদ্ধ *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৮২৫, ১২/২১৭; ছালেহ ফাউযান, আল-মুনতাক্বা ৩/১৭০)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : কোন স্থানে ব্যথা হ'লে কি কি দো'আ পাঠ করতে হয়?

-শিমুল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : শরীরের কোন স্থানে ব্যথা হ'লে সেখানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ বলে নিম্নের দো'আটি সাতবার পাঠ করবেন- *আ'ঊযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া ক্বুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু'* (আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে আমি আল্লাহ্র সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি)'। রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি এটা করি এবং আল্লাহ আমার দেহের বেদনা দূর করে দেন *(মুসলিম হা/২২০২; মিশকাত হা/১৫৩৩)*। এছাড়া সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে *(বুখারী হা/৪৪৩৯; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*।

যঃঃঢ়ং://রংষধসয়ধ.রহভড়/ধৎ/ধহংবিৎ/২০১৭৬

প্রশ্ন (১৫/১৫) : বিবাহ হারাম এমন ব্যক্তিদের সামনে পর্দা করা আবশ্যক নয়। এক্ষণে বোন জীবিত থাকা অবস্থায় দুলাভাইয়ের সামনে পর্দা না করলে গোনাহ হবে কি?

-রুবিনা, ডিমলা, নীলফামারী।*

*[*আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : শ্যালিকা অবশ্যই দুলাভাই থেকে শারঈ পর্দা করবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে। কেননা মাহরাম প্রথমত দুই প্রকার। স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী মাহরাম আবার দুই প্রকার। ১. যাদের সাথে বিবাহ চির দিনের জন্য হারাম যেমন শাশুড়ী। ২. যাদের সাথে স্ত্রীর কারণে অস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম যেমন শ্যালিকা, খালা শাশুড়ী, ফুফু শাশুড়ী ইত্যাদি। সুতরাং যারা স্ত্রীর কারণে অস্থায়ীভাবে হারাম তাদেরকেও যথারীতি শারঈ পর্দা করতে হবে *(ফাতাওয়াল মারআতিল ইসলামিয়াহ ১/৪২২-২৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২৮৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৬)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : আমি একজন ড্রাইভার। মালিক বাযার করার পর টাকা বেঁচে যায়। তিনি কখনো বকেয়া টাকা ফেরৎ চান না। তাই আমিও ফেরৎ দেই না। এই টাকা আমার জন্য হালাল হবে কি?

-হাসান, ঢাকা।

উত্তর : মালিকের অজ্ঞাতসারে বা তাকে না জানিয়ে উক্ত টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে না। কারণ মালিক এ ব্যাপারে তাকে অনুমতিও দেননি। অতএব যত টাকা বাঁচবে মালিকের হাতে তুলে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরৎ দাও এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তুমি তার খেয়ানত করো না' *(তিরমিযী হা/১২৬৪; মিশকাত হা/২৯৩৪; ছহীহাহ হা/৪২৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যেনা-ব্যভিচার কখন ঘটে?

-রাফিদুল ইসলাম, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে কুরআন বা হাদীছে কোনরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত 'প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না'-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলেন, এটি আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের। কেউ বলেন, নূহ ও ইদরীস (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের এবং কেউ বলেছেন, ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা *(তাফসীর ত্বাবারী, ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : রাসূল (ছাঃ) পড়া-লেখা না শিখে মারা যাননি মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-ওয়ালীউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأ وكتب 'রাসূল (ছাঃ) পড়া-লেখা না শিখে মারা যাননি' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/৩৪৩)*। তাছাড়া পবিত্র কুরআনেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উম্মী বা নিরক্ষর হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তো এর আগে কোন বই পড়নি এবং স্বহস্তে কোন লেখাও লেখনি, যাতে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতে পারে' *(আনকাবূত ২৯/৪৮; বিস্তারিত দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮০৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : ছালাতের মধ্যে কোন রাক'আত কম-বেশী হওয়া বা অন্য কোন ভুল করার পর সহো সিজদা দিতে ভুলে গেলে পরবর্তীতে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

-রবীউল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে কোন ফরয রুকন যেমন রুকূ, সিজদা বা রাক'আত কমে গেলে এবং ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ হ'লে বাকী অংশ আদায় করে সহো সিজদা দিতে হবে। পরে স্মরণ হ'লে পুরো ছালাত আদায় করতে হবে *(নববী, আল মাজমূ' ৪/৭৭, ৪/১২৫; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১১৪, ১/৬৯৩; শায়খ উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯৩৬ পৃ.)*। ছালাতের কোন ফরয রুকন বেশী হয়ে গেলে যেমন রাক'আত বেড়ে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে। এই সহো সিজদা দিতে ভুলে গেলে এবং মসজিদের মধ্যে স্মরণ হ'লে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর স্মরণ হ'লে সহো সিজদা রহিত হয়ে যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৮; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৯৭)*। তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই সহো সিজদা দেওয়া ভালো এবং নিরাপদ *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল ইখতিয়ারাত ৯৪ পৃ.; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। আর ছালাতের ওয়াজিব যেমন প্রথম তাশাহুদ ইত্যাদি ছুটে যাওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়া সহো সিজদা দিতে ভুলে গেলে এবং মসজিদে থাকা অবস্থায় তা

স্মরণ হ'লে সহো সিজদা দিবে। আর দেরীতে স্মরণ হ'লে সহো সিজদা রহিত হয়ে যাবে *(নববী, আল মাজমূ' ৪/১২৫)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে কেবল এক জন এমএ পর্যন্ত পড়াশুনা করে ভালো বেতনে চাকুরী পেয়েছে। যে পড়াশুনা করতে আমাদের চেয়ে ভাইয়ের পিছনে ৬-৭ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হয়েছে। এক্ষণে আমি আমার পিতা বা চাকুরীজীবী ভাইয়ের কাছে ইনছাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থ চাইতে পারি কি? আর কি পরিমাণ দাবী করা ন্যায়সঙ্গত হবে?

-শামাউন সরকার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : উক্ত কারণে পিতা বা ভাইয়ের নিকট থেকে টাকা দাবী করার শারঈ কোন অধিকার নেই। কারণ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এটা পূরণ করতে সন্তানদের মাঝে তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তবে উক্ত চাকুরীজীবী ভাইয়ের উচিৎ হবে, অন্যান্য ভাই-বোনের প্রতি ইহসান করা।

উল্লেখ্য যে, কোন সন্তানের জন্য বাড়তি সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এক- যদি পিতা সন্তানদের কোন সম্পদ হেবা বা দান করতে চান, তাহ'লে সকল সন্তানকে সমানভাবে দিতে হবে। আর মেয়েদেরকে ছেলেদের অর্ধেক দিতে হবে। তবে কাউকে বেশী দিতে চাইলে অন্য শরীকদের সম্মতি থাকতে হবে, যাতে তাদের মাঝে পক্ষপাতিত্ব ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়। দুই- বিষয়টি যদি সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে হয়, তাহ'লে কম-বেশীতে বাধা নেই। যেমন দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়ে যার খরচ অনেক বেশী। অপরদিকে আরেক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যার খরচ অনেক কম। অনুরূপভাবে কোন অসুস্থ, প্রতিবন্ধী বা অভাবী সন্তানের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা ইত্যাদি। এরূপ খরচের ক্ষেত্রে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৫/৩৮৯, ৬/৫৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০৫; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২/৬৩)*। উল্লেখ্য যে, 'যদি তুমি দানের ক্ষেত্রে কাউকে প্রাধান্য দিতে চাও তাহ'লে মেয়েদের প্রাধান্য দিবে'- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৩৪০)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : আমার আপন বড় ভাই জালিয়াতি করে আমার সব জমি দখল করে নিয়েছে। পিতা-মাতাও মারা গেছেন। এক্ষণে আমি তার বিরুদ্ধে যেকোন পদক্ষেপ নিতে পারি কি?

-আমীরুল ইসলাম, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : বৈধ পন্থায় তার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ইসলামী আইন অনুযায়ী কেউ শরীককে ফাঁকি দিয়ে থাকলে অবশ্যই তা ফেরৎ দিতে বাধ্য। সুতরাং প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা নিয়ে প্রাপ্য অংশ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি স্থানীয়ভাবে সমাধান না হয়, তবে আদালতের সহায়তা নিবে। স্মর্তব্য যে, নিজের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ) জোর তাকীদ দিয়েছেন। যেমন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তবে আমি কি করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে লড়াই করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও তার সাথে লড়াই করবে। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে সে জাহান্নামী *(মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩)*। সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও যদি দখলে না নিতে পারে, তাহ'লে এর প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে। কেননা শেষ বিচারের দিন যালেমের নেকী মাযলূমকে প্রদান করা হবে এবং মাযলূমের পাপ যালেমের আমলনামায় যুক্ত করা হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : দুর্গন্ধ দূর করার জন্য নারীরা এ্যালকোহলযুক্ত পারফিউম ঘরে বা বাইরে ব্যবহার করতে পারবে কি?

-সেলিনা, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমতঃ নারীরা ঘরের বাইরে কোন ধরনের পারফিউম বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে না। বরং এরূপ নারীকে যেনাকার বলা হয়েছে *(নাসাঈ হা/৫১২৬; মিশকাত হা/১০৬৫)*। তবে বাড়িতে স্বামীর সামনে ব্যবহার করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পুরুষের জন্য সুগন্ধি যাতে রং নেই এবং নারীর জন্য রং যাতে সুগন্ধি নেই। রাবী সাঈদ বিন আবু 'আরূবাহ বলেন, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা তারা অর্থ নিতেন, যখন নারী বাইরে যাবে। কিন্তু যখন সে তার স্বামীর কাছে থাকবে, তখন যা খুশী সুগন্ধি লাগাবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৪৮; মিশকাত হা/৪৩৫৪)*।

দ্বিতীয়তঃ দুর্গন্ধনাশক স্প্রে বা পারফিউম যাতে অধিক মাত্রায় এ্যালকোহল রয়েছে, তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ যা মাদকতা আনে তা খাওয়া, পান করা, ক্রয়-বিক্রয় করা সবই হারাম *(তিরমিযী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/২৭৭৬, সনদ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৩৩৭)*। তবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যদি মাদকতা না আনে এমন সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তবে তা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া নং ২৮৭; ১২/৩৭০)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : কাবিননামা রেজিস্ট্রারে আমার অজান্তেই কাযী ছাহেব তাকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে আমার স্ত্রী কিছু না জানিয়েই হঠাৎ আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। এক্ষণে আমি গ্রহণ না করলে এর কার্যকারিতা আছে কি?

-জাহিদ হাসান, ত্রিমোহিনী, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর শারঈ কোন দোষের কারণে স্বামী থেকে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তা সংঘটিত হবে। আর যদি স্বামী গ্রহণ না করে তবে সামাজিকভাবে বা আদালতের মাধ্যমে বিষয়টি কার্যকর হবে। 'খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নারীর পক্ষ থেকে স্বামীকে মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, যদি তা তাকে পূর্ণভাবে দিয়ে থাকে। এটি তালাক নয় বরং বিচ্ছেদ *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/২৮৯-৯০)*। এক্ষণে যদি তারা নতুনভাবে সংসার করতে চায়, তাহ'লে স্ত্রী এক তোহর ইদ্দত পালন

শেষে উভয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০-৪৭০)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর কাজে শরীক হওয়ার নিয়তে অর্থ দান করা জায়েয হবে কি?

-কামরুল হাসান, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক দল জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তাদেরকে বৈধ কাজে আর্থিক সহযোগিতা করা যাবে। তবে গণতন্ত্র বা কোন বাতিল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাতে অর্থ দান করা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : সন্তান হাদীছের সনদ জানতে চাইলে পিতা বিব্রত হয়ে তার ব্যাপারে বদদো'আ করেছেন যে, তুমি কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ কর। এরূপ দো'আ কি কবুল হবে? সন্তানের জন্য এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-ইমরান বিন ছাদিক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : অন্যায়ভাবে কৃত এরূপ বদদো'আ কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আল্লাহ মানুষের প্রতি দ্রুত অনিষ্ট করতেন, যেমন তারা দ্রুত কল্যাণ চায়, তাহ'লে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যেত' *(ইউনুস ১০/১১)*। এর তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাগান্বিত অবস্থায় কেউ নিজের, সন্তানের বা সম্পদের বিরুদ্ধে দো'আ করলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতে অবকাশ দেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ২/৫৫৪, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, পিতার জন্য কখনও উচিৎ হবে না এমন বদদো'আ করা। কেননা পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য তা ভালো হোক বা খারাপ হোক *(আহমাদ হা/১০৭১৯; ছহীহুল জামে' হা/৩০৩১)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) সন্তানদের বিরুদ্ধে দো'আ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করো না। (কেননা হয়তো এমন হ'তে পারে যে,) তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহ্র কাছে যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য তা কবুল করে নেবেন *(মুসলিম হা/৩০০৯; মিশকাত হা/২২২৯)*। অপরদিকে সন্তানেরও উচিৎ হবে, পিতা-মাতার সাথে বাকচারিতায় সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও নম্রতা অবলম্বন করা এবং পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হয়, এমন কাজ করে ফেললে বিনয়াবনতচিত্তে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : কম্পিউটারের দোকানে মাঝে মাঝেই আমাদের জমি বন্ধকের চুক্তিপত্র লিখতে হয়। এটা কম্পোজ করে দিলে কি আমাকে গোনাহের ভাগিদার হ'তে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : লাভ ভোগ করার প্রচলিত নিয়মে বন্ধক রাখা হারাম। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৫০; আল-মুদাওয়ানাহ ৪/১৪৯; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। ছাহাবীগণ এমন ঋণদান নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। অতএব এধরনের হারাম কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে রাসূল (ছাঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন কি? করে থাকলে এর তাৎপর্য কি?

-মাহবূবুল হক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : لا تنكحوا القرابة القريبة... 'আত্মীয়রা আত্মীয়দের বিবাহ করো না...'- মর্মে বর্ণিত কথাটি হাদীছ নয়। সম্ভবতঃ গাযালী তাঁর এহইয়াউল উলূম-এর মধ্যে (২/৪১) এটিকে হাদীছ সমষ্টির মধ্যে উল্লেখ করায় অনেকে ধোঁকা খেয়েছেন। আসলে হাদীছ হিসাবে এর কোন ভিত্তি নেই *(যঈফাহ হা/৫৩৬৫)*। তাছাড়া এটি কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর নীতিবিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি ঐসব স্ত্রীদের। যাদেরকে তুমি মোহর দিয়েছ এবং ঐসব দাসীদের, যাদেরকে আল্লাহ তোমার জন্য গণীমত হিসাবে প্রদান করেছেন। আর তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন ও খালাতো বোনকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে *(আহযাব ৩৩/৫০)*। আর রাসূল (ছাঃ) তার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ দেন আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-এর সাথে। অপর দুই মেয়ের বিবাহ দেন আপন চাচা আবু লাহাবের দুই ছেলের সাথে। তিনি নিজেও উম্মে সালামা, আয়েশা, উম্মে হাবীবাসহ অনেক কুরাইশ বংশীয়া আত্মীয়াকে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : বিবাহিতা মেয়ের পিতা-মাতা অসুস্থ এবং আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। স্বামীর পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষণে উক্ত নারী চাকুরী করে পিতা-মাতাকে সহযোগিতা করতে পারবে কি?

-মহীদুল হক, মগবাজার, ঢাকা।

উত্তর : গৃহই মহিলাদের মূল কর্মক্ষেত্র *(আহযাব ৩৩)*। তবে বিশেষ প্রয়োজনে নারীরা বাইরে চাকুরী করতে পারে। সেজন্য পৃথক কর্মস্থল থাকা যরূরী। সুতরাং নিরাপদ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতিক্রমে নারীদের চাকুরী করাতে শরী'আতে বাধা নেই। সেই সাথে উত্তম রিযিকের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে *(ফাতাওয়া ইবনু জিবরীন ২২/১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩০৭-৩০৯, ২৮/১০৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২৩৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : বিভিন্ন কোম্পানী ডাক্তারদের যেসব ঔষধের স্যাম্পল দেয়, সেগুলো গরীব মানুষদের দান করা অথবা তা ঔষধের দোকানে বিক্রি করে উক্ত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে কি?

-মারূফ, পাবনা।

উত্তর : জায়েয হবে। বরং নিজে ভোগ না করে জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দেওয়াই নিরাপদ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত হাদিয়া প্রদান করা হয়ে থাকে, যা একপ্রকার ঘুষ *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ২৩/৫৭০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে অভিসম্পাত করেছেন *(তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : জনৈকা নারী তার স্বামীর সাথে সংসার করতে অনীহা পোষণ করে। তার 'খোলা' তালাক চাওয়ার প্রেক্ষিতে স্বামী সামাজিকভাবে তিন তালাক প্রদান করে। কিন্তু স্ত্রী গর্ভবতী ছিল, যা কেউ জানত না। এক্ষণে উক্ত তালাক কি কার্যকর হয়েছে?

-গোলাম মোস্তফা, মনোহরদী, নরসিংদী।

[গোলাম মোস্তফা নাম রাখা শিরক, শুধু 'মুছতফা' লিখুন (স.স.)]

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 'খোলা' হয়েছে। যার ইদ্দত মাত্র এক ঋতু। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু গর্ভবতী ছিল, সেজন্য তার ইদ্দত হ'ল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। অতঃপর উভয়ে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(তালাক ৬৫/৪)*। তাছাড়া স্ত্রীকে গর্ভকালীন ও সন্তানকে দুধ পানকালীন সময়ে স্বামীকে তাদের খরচ বহন করতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : বাধ্যগতভাবে প্রাপ্ত সূদ গরীবদের মাঝে দান না করে ইনকাম ট্যাক্স পরিশোধে ব্যয় করা যাবে কি?

-আরীফুর রহমান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ট্যাক্স হ'ল সরকারী কর। এর সাথে সূদের কোন সম্পর্ক নেই। সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। সুতরাং সূদের টাকা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৩/৩৬৬)*। বরং সূদের টাকা ছওয়াবের প্রত্যাশা না করে যেকোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৪০৪-৪১১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : আমরা কেবল তিনবোন। ভাই নেই। আমার পিতারা পাঁচ ভাইবোন। আমার পিতা জীবদ্দশায় আমাদের তিন বোনের নামে সমুদয় সম্পদ রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। আমার এক মামা বলেছেন এটা ঠিক হয়নি। তিনি অন্য ওয়ারিছদের হক বঞ্চিত করেছেন। মসজিদের ইমাম ছাহেব বলেছেন, জীবদ্দশায় পিতা সন্তানদের মধ্যে যেকোন সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারেন। এ বিষয়ে সমাধান কি?

-নাছরীন সুলতানা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যে ব্যক্তির কেবল তিন কন্যা রয়েছে সে সমুদয় সম্পত্তি মেয়েদের নামে লিখে দিতে পারবে না। কারণ একাধিক কন্যা থাকলে তারা সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর বাকী সম্পত্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী বা ভাই ও তাদের অনুপস্থিতিতে ভাতিজারা পাবে *(নিসা ৪/১১)*। দ্বিতীয়তঃ জীবিত অবস্থায় ওয়ারিছদের মাঝে সমুদয় সম্পদ বণ্টন করা জায়েয। তবে কাউকে বঞ্চিত করে বা বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং কুরআনের বিধান অনুযায়ীই তা বন্টন করতে হবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৭/১৪২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৪৬৩)*। সুতরাং কুরআনের বিধান অনুযায়ী কেবল মেয়েদের নামে সমুদয় সম্পত্তি লিখে দিয়ে পিতা অন্যদের বঞ্চিত করেছেন। অতএব সম্পত্তি পুনরায় সঠিকভাবে শরীকদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। নতুবা কুরআনী বিধান লংঘনের দায়ে পিতাকে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে *(নিসা ৪/১৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : জনৈক আলেম বলেন, ওযূ করার ক্ষেত্রে কুলি করার সময় গড়গড়া করা যাবে না। এটা সঠিক কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : কুলি করার সময় গড়গড়া করার ব্যাপারে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ১/২৬৫)*। তবে কুলির সময় গড়গড়া করা ওযূর পূর্ণতাকারী হওয়ায় বিদ্বানগণ তা মুস্তাহাব বলেছেন *(মুসলিম হা/২৪০; মিশকাত হা/৪০৫; নববী, আল-মাজমূ' ১/৩৫৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/১৭১)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আতে ছালাত আদায় করলে প্রথম জামা'আতের মত ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আবুল বাশার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন ওযরের কারণে দ্বিতীয় জামা'আত করলে বা মসজিদে এসে একাকী ছালাত আদায় করলেও জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পেয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা ছালাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাকেও জামা'আতে শামিল হয়ে ছালাত আদায়কারীদের সমান ছওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না *(আবুদাউদ হা/৫৬৪; মিশকাত হা/১১৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৬১৬৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে ওযূ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি ছওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা ফেলার সাথে সাথেই মহা সম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হ'লে মসজিদের নিকটে থাকবে অথবা দূরে। অতঃপর সে যখন মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট ছালাতে শামিল হয়ে ছালাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে, তাহ'লেও তাকে অনুরূপ (জামা'আতে পূর্ণ ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াব) দেয়া হয়। আর যদি সে (মসজিদে এসে) জামা'আত সমাপ্ত দেখে একাকী ছালাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয় *(আবুদাউদ হা/৫৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০১)*। অতএব প্রথম জামা'আতে অংশগ্রহণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। কোন কারণে দেরী হয়ে গেলে জামা'আতে বা একাকী ছালাত আদায় করে নিবে। ইনশাআল্লাহ এতে সে জামা'আতের ছওয়াব পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : বিবাহের দিন নিজেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করার জন্য তাজ বা মুকুট পরা যাবে কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : বিয়েতে এগুলি পরা জায়েয। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন সাজ-সজ্জায় অন্য ধর্মের সংস্কৃতির প্রকাশ না ঘটে এবং অপচয় না হয়। মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহভীতির পোশাকই সর্বোত্তম' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : জনৈক নারীর স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম। চিকিৎসা নিয়েও সুফল হয়নি। মহিলার পিতা-মাতার বক্তব্য এভাবেই সংসার করতে হবে। তারা অন্যত্র বিবাহ দিতে রাযী নয়। এক্ষণে উক্ত মহিলা স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে নিজে নিজে বিবাহ করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : যদি মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী মিলনের সক্ষমতা নেই, তাহ'লে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে বা 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৬/১৯৩; মুগনী ৭/৩২৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২০৭)*। এমতাবস্থায় নারী চাইলে ধৈর্য সহকারে স্বামীর সংসারে থাকতেও পারে। 'খোলা' করে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। ওলী যদি বিবাহে অন্যায়ভাবে বাধা দেয়, তাহ'লে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শারঈ নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন করবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : পিতা বা অন্য কারো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মূসা বিন নাছীর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এককভাবে কোন কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর করা যাবে না। কেননা মাইয়েতের জন্য যেকোন স্থান থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। এজন্য কবর যিয়ারত শর্ত নয়। তবে অন্য উদ্দেশ্যে সে স্থানে গমনের পর কবর যিয়ারত করলে তাতে কোন দোষ নেই *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯৬/৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪৩৪)*। উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কারণ কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুকে স্মরণ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩)*। আর অধিক নেকী বা বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন মসজিদ বা কোন মানুষের কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা হারাম। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের জন্যও নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সফরের জন্য বের হবে না তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত। মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বছা এবং আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : ওছমানী শাসক আরতুগ্রুল গাযীর চরিত্র অবলম্বনে যে টিভি সিরিয়াল বানানো হয়েছে, বিশ্বব্যাপী তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু? এটা দেখা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ বেলাল, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর ওছমানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ওছমান গাযীর পিতা আরতুগ্রুল গাযী (মৃত্যু ১২৮০খৃ.)-এর উত্থানের কাহিনী সম্বলিত যে কাল্পনিক তুর্কী চিত্রনাট্য বর্তমানে টিভি সিরিয়াল হিসাবে চলছে, তা ইতিহাসের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় *(মুহাম্মাদ ফরীদ বেক, তারীখুদ দাওলাহ ১/১১৩-১১৬; ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, আদ-দাওলাতুল ওছমানিয়া ১/৪০-৯৩, ২০০)*। উক্ত ধারাবাহিকে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করা হ'লেও বেপর্দা নারী চরিত্র সহ বহু শরী'আত বিরোধী দৃশ্যপট রয়েছে। এছাড়া আক্বীদাগতভাবে সেখানে ইবনু আরাবী ও তাঁর ভ্রান্ত ছূফীবাদকে তুলে ধরা হয়েছে। যা একই সাথে তাক্বওয়াবিরোধী এবং তাওহীদের স্বচ্ছ আক্বীদা বিনষ্টকারী। অতএব এসব অনুষ্ঠান দেখা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। প্রকাশ থাকে যে, নাট্যচিত্রগুলোর বেশীরভাগ অংশই মিথ্যা ও অতিরঞ্জনে ভরপুর। এতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে দর্শকদের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মানুষের মনোরঞ্জন ও বিনোদনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে এসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রসমূহের প্রকৃত গুরুত্ব হারিয়ে যায়। সর্বোপরি যে কোন অভিনয়কর্মকেই তাক্বওয়া ও ইখলাছবিরোধী এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেলকারী কাজ হিসাবে অধিকাংশ বিদ্বান অপসন্দ করেছেন। অপরদিকে কুরআনে বর্ণিত কাহিনী ও নবী-রাসূলগণের কাহিনী নিয়ে অভিনয়কর্মকে ওলামায়ে কেরাম হারাম ঘোষণা করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/২৬৮-৭০; ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/৭২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?

-আব্দুল হাকীম, পিরোজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য এরূপ কোন শর্তারোপ শরী'আতে করা হয়নি। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা উত্তম। এ কথা সঠিক কি?

-কাওছার আলী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক নয়। যেকোন দিন কবর যিয়ারত করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর ২০২০ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	১৩ ছফর	১৬ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৫	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৫	০৭:০০
০৩ অক্টোবর	১৫ ছফর	১৮ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৬	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৩	০৬:৫৮
০৫ অক্টোবর	১৭ ছফর	২০ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৭	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	১৯ ছফর	২২ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৭	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	২১ ছফর	২৪ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৮	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	২৩ ছফর	২৬ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৯	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৫	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	২৫ ছফর	২৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৪০	১১:৪৪	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	২৭ ছফর	৩০ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৪১	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮
১৭ অক্টোবর	২৯ ছফর	০২ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪১	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩০	০৬:৪৬
১৯ অক্টোবর	০১ রবী: আউ:	০৪ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪২	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৪৪
২১ অক্টোবর	০৩ রবী: আউ:	০৬ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৩	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৪৩
২৩ অক্টোবর	০৫ রবী: আউ:	০৮ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৪	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৪১
২৫ অক্টোবর	০৭ রবী: আউ:	১০ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৫	১১:৪২	০২:৫৮	০৫:২৪	০৬:৪০
২৭ অক্টোবর	০৯ রবী: আউ:	১২ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৬	১১:৪২	০২:৫৭	০৫:২২	০৬:৩৯
২৯ অক্টোবর	১১ রবী: আউ:	১৪ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৬	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	১৩ রবী: আউ:	১৬ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৭	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-২	-১	-২	-১	-২
গাযীপুর	০	০	-১	০	-১
শরীয়তপুর	০	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	-১	০	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+২	+১
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-২	-২	-২
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+২	+৩	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+১	+২	+১	+১	+১
ময়মনসিংহ	০	০	-১	-১	-১
জামালপুর	+২	+২	+১	+১	+১
নেত্রকোণা	-২	-১	-২	-২	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৫	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
বাগেরহাট	+২	+৩	+৩	+৩	+২
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+১	+২	+১
পটুয়াখালী	০	০	০	+১	০
পিরোজপুর	+১	+২	+২	+২	+১
বরিশাল	০	০	০	+১	০
ভোলা	-২	-১	-১	০	-১
বরগুনা	০	+১	+১	+২	+১

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৪	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৪	+৪	+৩	+৩	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৫	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৫	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৮	+৮	+৮
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৬	+৬	+৭
দিনাজপুর	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
লালমণিরহাট	+৪	+৪	+২	+২	+৩
নীলফামারী	+৬	+৬	+৫	+৫	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+৪	+২	+২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৮	+৬	+৬	+৭
রংপুর	+৪	+৫	+৩	+৩	+৪
কুড়িগ্রাম	+৩	+৩	+২	+২	+২

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ফেনী	-৫	-৪	-৪	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৭	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-৩	-৩	-২	-৩
চাঁদপুর	-২	-১	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-২	-১	-২
চট্টগ্রাম	-৬	-৫	-৫	-৫	-৬
কক্সবাজার	-৭	-৬	-৬	-৫	-৬
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৬	-৬	-৭
বান্দরবান	-৮	-৭	-৭	-৬	-৭
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩	-৩	-৪

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৬	-৬	-৭	-৭	-৬
মৌলভীবাযার	-৬	-৫	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৪	-৫
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৫	-৫	-৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 1, October 2020

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation
GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২